

সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.34 Thursday 29 October 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৬তম বর্ষ, ৩৪তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৯ অক্টোবর ২০২৬ / ১৩ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)



এগিয়ে নেতানিয়াহু সরকার গঠন নিয়ে সংশয়!

তেলআবিবঃ ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর গদিতে নেতানিয়াহু থাকবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। প্রায় সব জনমত সমীক্ষাই দেখিয়েছিল, নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন প্রতিদ্বন্দ্বী আইজনেকট! ইজরায়েলে প্রধানমন্ত্রীর গদি ধরে রাখতে পারবেন কি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু? না কি ছিনিয়ে নেবেন গাদি আইজনেকট? তিনিই এ বারের নির্বাচনে নেতানিয়াহুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। যদিও বুথফেরত সমীক্ষা এবং ভোটের ফলাফলের প্রাথমিক প্রবণতা প্রকাশ আসার পর অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, নেতানিয়াহু বা আইজনেকট- কারও উপরই একক ভাবে ভরসা রাখেননি ইজরায়েলের জনগণ। যদিও ফলাফল স্পষ্ট -বাকী অংশ ১৪ পাতায়

তারেক রহমান-সানায়ে তাকাইচি বৈঠক দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায়

আবুল কালাম, ঢাকা থেকেঃ জাপানের টোকিওতে দেশটির প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মধ্যে ফলপ্রসূ দ্বিপাক্ষীয় শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে দুদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করার পাশাপাশি বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জ্বালানি নিরাপত্তা, প্রযুক্তি, মহাকাশ গবেষণা, যোগাযোগ অবকাঠামো এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদারে একমত হয়েছেন দুই প্রধানমন্ত্রী। আগামী বছরে বাংলাদেশে জ্বালানি, অবকাঠামো ও আইসিটি খাতে ৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (১ ট্রিলিয়ন জাপানি ইয়েন) বিনিয়োগের প্রত্যাশা করা হয়েছে। -বাকী অংশ ১৪ পাতায়



রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- ▶ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ▶ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ▶ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ▶ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮

Eastern Investment
159 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

সুপার সেল \$৫৪৯+ AA, Qatar, Delta, etc.

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL)
President & CEO

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

এক যুগ ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায়
phone: 718-205-7200
ফ্রি ডেলিভারী EBT Accepted
37-15 -55 Street Woodside
New York-11377



আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতিসংঘের দ্বারস্থ শেখ হাসিনা

নিউইয়র্কঃ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের ওপর চলমান নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ রিপোর্টারদের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখায় গুরুতর উদ্বেগ জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে-বাকী অংশ ১৫ পাতায়

ভূখি হামলায় বিপর্যস্ত সৌদি আরব

দিল্লি ডেস্কঃ ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহীদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় সৌদি আরবের আকাশপথে ইতিমধ্যেই বড়সড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বাতিল হয়েছে চার হাজারেরও বেশি ফ্লাইট। বিমান চলাচলবিষয়ক তথ্য বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান সিরিয়াম সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে। ইয়েমেনের ভূখি বিদ্রোহীদের হামলার জেরে প্রায় দু'সপ্তাহ বন্ধ থাকার পরে রবিবার থেকে ফের বিমান চলাচল শুরু হয়েছিল সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। কিন্তু তার পরেই আবার হল হামলা! -বাকী অংশ ১৭ পাতায়

ছাত্রবিক্ষোভের জেরে রাজনৈতিক পালাবদল সার্বিয়ায়। ১২ বছর পর ক্ষমতা হারালেন প্রেসিডেন্ট

লন্ডন ডেস্কঃ গত দু'বছর ধরে আন্দোলন চলছিল সার্বিয়ায়। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন ছাত্র-যুবরা। পথের সেই আন্দোলন ভোটের প্রভাব ফেলল। ভুটিচের দলের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের ২৫০টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছিলেন ছাত্র-যুবরা। ছাত্র-যুবদের গোষ্ঠী 'স্টুডেন্ট লিস্ট' তার মধ্যে ১৩৫টিরও বেশি আসনে জয়ী হতে চলেছে। বিদ্যায়ী প্রেসিডেন্ট ভুটিচের দল সার্বিয়ান প্রোগ্রেসিভ পার্টির আসনসংখ্যা কমে হচ্ছে মাত্র ১০৫। -বাকী অংশ ১৭ পাতায়

ব্রাজিলের নির্বাচনে প্রত্যাবর্তন বামপন্থী লুলার!

রিও ডি জেনেরোঃ আশিতে ফের আসিলেন! প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রায় হারানো ম্যাচ জিতে চমক দেখালেন ব্রাজিলের অশীতিপর প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা। হারালেন প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বীর পুত্র ফ্লাভিও বলসোনারোকে। প্রায় ৯৯ শতাংশ গণনা শেষ হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে বামপন্থী লুলা পেয়েছেন ৫১.৭৫ শতাংশ ভোট। আর দক্ষিণপন্থী বলসোনারো পেয়েছেন-বাকী অংশ ১৬ পাতায়

মাসুদ আজহারের পর্দাফাঁস করবে ভারত! ফের এফএ-টিএফ-এর ধূসর তালিকায় ঢুকবে পাকিস্তান?

দিল্লি ডেস্কঃ আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফের পর্দাফাঁস হতে চলেছে পাকিস্তানের। প্যারিসে আয়োজিত হতে চলা ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স এর বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ভারত। যেখানে সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের মদতের তথ্যপ্রমাণ তুলে ধরা হবে। একইসঙ্গে তুলে ধরা হবে, রাষ্ট্রসংঘের ভরফে ঘোষিত জঙ্গি-বাকী অংশ ১৫ পাতায়

স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, মৃত ৬৮

মাদ্রিদ: লাইনের পাশে ভাঙাচোরা খেলনা গাড়ির মতো পড়ে রয়েছে ট্রেনের কামরা। তখনও ধোঁয়া উঠছে। তারইমধ্যে চলছে প্রাণের সন্ধান। যাত্রতর পড়ে রয়েছে ব্যাগ, জুতো আর ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ। একটু দূরেই মৃতদেহ আঁকড়ে চিৎকার করছেন এক -বাকী অংশ ১৫ পাতায়

নয়াদিল্লিতে এসসিও বৈঠকে পাকিস্তানকে ডাকল ভারত!

দিল্লি ডেস্কঃ আগামী ২০ থেকে ২২ নভেম্বর দিল্লিতে এসসিও-র এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের সংস্কৃতিমন্ত্রী উরুঙ্গজেব খানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে খবর। নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত আসন্ন এসসিও অনুষ্ঠানে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ জানাল ভারত। শুধু পাকিস্তান নয়, সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর বাকি সদস্যদেরও একই আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে। ২০২৩ সালের মে মাসে গোয়ায় অনুষ্ঠিত -বাকী অংশ ১৫ পাতায়

RATAN TALUKDER LIVE
YouTube
SUBSCRIBE
RatanTalukderLIVE
646-327-7964
LIVE STREAMING

Main Children's Dental
CHIRANJIB DUTTA, D.D.S.
Main Children's Dental
Pediatric Dentistry (By Appointment Only)
137-01 Northern Blvd, Flushing, NY 11354
Tel: 718-539-8762
Conveniently located near bus and subway

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন



আমাদের এজেন্সিতে কি কি করতে পারবেন?

- ♥ আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- ♥ HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- ♥ আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- ♥ আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।
- ♥ আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- ♥ মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- ♥ আমরা **CDPAP** এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচী :
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at **718-647-5555, 646-591-6782**

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



নির্বাচনে হেরে যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাভিও, পেতে পারেন মার্কিন ভিসা

ওয়াশিংটন ডেস্ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ব্রাজিল ছেড়েছেন দেশটির সিনেটর ফ্লাভিও বলসোনারো। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) বিকেলে তিনি কূটনৈতিক সূত্র রয়টার্সকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাকে ও তার পরিবারকে প্রবেশ ভিসা দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। বামপন্থী বর্তমান প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার কাছে নির্বাচনে হেরে গেলেও বলসোনারো এখনো পরাজয় স্বীকার করেননি। রয়টার্স জানিয়েছে, অর্থপাচারের একটি তদন্ত সংক্রান্ত ঘটনায় ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আদালতের রায়ে তার পালিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি এবং উল্লেখযোগ্য আর্থিক সম্পদের কথা উল্লেখ করে পাসপোর্ট জন্দের নির্দেশ দেওয়া হয়।

তিনি সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকৃতি জানান এবং আদালতের সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই দেশ ত্যাগ করেন। পাসপোর্ট জমা দেওয়ার কড়াকড়ি নির্দেশ থাকার পরেও তিনি কিভাবে দেশ ছাড়লেন, তা এখনো স্পষ্ট নয়। ফেডারেল পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তিনি কোনো নিয়মিত অভিবাসন কেন্দ্র দিয়ে দেশ ত্যাগ করেননি। এদিকে তার আকস্মিক এই প্রস্থান নিজ দলের প্রচার ব্যবস্থাপককেও অবাক করেছে।

তার পরিবারের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, ফ্লাভিও, তার স্ত্রী ও দুই মেয়ে ফ্লোরিডায় পৌঁছেছেন, তবে তাদের সুনির্দিষ্ট অবস্থান তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তবে দেশ ছাড়ার আগে ফ্লাভিও দাবি করেছিলেন যে তার পালিয়ে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই। ফ্লাভিও বলসোনারোর এই প্রস্থান ব্রাজিল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট লুলা বলসোনারো পরিবারকে পুনর্বহালের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ এনেছেন।



টোকিওর মতো পরিচ্ছন্ন ঢাকা গড়তে চায় সরকার: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ঢাকাসহ সারা দেশকে জাপানের টোকিওর মতো পরিচ্ছন্ন শহরে পরিণত করার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, পরিবেশদূষণ রোধ, আবর্জনা অপসারণ, বায়ুর মান উন্নয়ন ও বিভিন্ন স্থানে গাছ লাগানোর মাধ্যমে মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে চায় সরকার। তার মতে, প্রাস্তিক ও খেটে খাওয়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নে যেসব সংস্কার সরাসরি ভূমিকা রাখে, সেগুলোই প্রকৃত সংস্কার।

বুধবার জাপানের টোকিওর হোটেল নিউ ওতানিতে বাংলাদেশ কমিউনিটির আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিশুদের বিকাশ, ব্যবসা-বাণিজ্য সহজীকরণ, বন্ধ শিল্পকারখানা, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। ঢাকার পরিবেশদূষণের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, 'আমি আজকে আমাদের সঙ্গে আসা একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, টোকিও কেমন দেখলো? সে বলল, রাস্তায় কোনো ময়লা দেখি নাই। আর ঢাকায় চারদিকে এত ময়লা।' তিনি বলেন, 'আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিউজে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন, আমরা চেষ্টা করছি ঢাকাসহ সারা দেশটাকে পরিচ্ছন্ন করতে। চারদিকে আমাদের অনেক আবর্জনা জমে গিয়েছে। নিউজে আমরা প্রায়ই দেখি, ঢাকা শহরের বায়ু দূষিত, খুব পলিউটেড। এটাকে একটু ভালো করা, ফিল্টার করা, বিভিন্ন জায়গায় গাছ লাগানো-এসব নিয়ে আমরা কাজ করছি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দেখুন, কোনো একটা রাজনৈতিক দলের মধ্যে কি এসব কথাবার্তা আছে-কীভাবে পরিবেশটা ভালো করা যায়? চারদিকে এত ময়লা, এত আবর্জনা জমতে থাকলে আস্তে আস্তে মানুষ অসুস্থ হয়ে যাবে, তাই না? আবর্জনা থেকে জীবাণু, রোগ-অসুখ তৈরি হয়। মানুষকে সুস্থ রাখতে হলে পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন করতে হবে, আবর্জনা ঠিকমতো সরাতে হবে। বিএনপি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে এসব আলোচনা গুনেছেন, পরিকল্পনা দেখেছেন? নেই।'

সাধারণ মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ে তোলাকে সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হিসেবে উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, 'মানুষ আবর্জনার জন্য হাঁটতে পারছে না, আবর্জনার কারণে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, দেশের বাতাস দূষিত হয়ে যাচ্ছে-এর চেয়ে ভালো সংস্কার কী হতে পারে?' তিনি বলেন, 'আমরা কোনো একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দেশের সন্তানরা, দেশের মানুষেরা, মা-বোনেরা, নারীরা সুস্থ থাকবে-এটাই আমার কাছে বড় সংস্কার মনে হয়। যদি আমরা টোকিওর মতো ঢাকা শহরকে ক্লিন করতে পারি, জাপানের মতো ক্লিন করতে পারি।'

কাজক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে প্রবাসীদের সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, দলমত নির্বিশেষে প্রবাসী সবার সহযোগিতা নিয়ে কাজক্ষিত বাংলাদেশ গড়তে চান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, যে সংস্কারগুলো করলে একদম প্রান্তিক মানুষটা উপকার পাবে, সেই সংস্কারগুলো যাতে বিএনপি করতে না পারে, সেই জন্য একটা পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজকে দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে আমি একটা কথা বলব-আপনাদের মন থেকে সহযোগিতা যদি থাকে, তাহলে আমরা অবশ্যই আমাদের এই বাংলাদেশকে, আমাদের কাজক্ষিত যে বাংলাদেশ-সেই বাংলাদেশে আমরা গড়ে তুলতে পারব। তবে আমাদেরকে এজন্য পরিশ্রম করতে হবে, আমাদেরকে এজন্য ধৈর্য ধারণ করতে হবে, আমাদেরকে এজন্য একসাথে থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) নিউ ওয়াজনি হোটেলে বাংলাদেশ কমিউনিটি জাপানের উদ্যোগে এক মতবিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাপান বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এবং দেশের স্বাধীনতার পরেও বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিনিয়োগ করেছে, আমাদের উন্নয়নে বিভিন্নভাবে তারা সহযোগিতা করেছে। তারা কাজ করছে, আরও নতুনভাবে তারা কীভাবে সেখানে বিনিয়োগ করতে পারে, নতুনভাবে কীভাবে তারা আমাদের দেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে, এসব বিষয়ে আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি।

প্রবাসীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কোমর বেঁধে প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদেরকে, যাতে আমরা এই বিনিয়োগকারীদের দেশে নিয়ে আসতে পারি। বিনিয়োগকারীদের দেশে নিয়ে আসার জন্য আমাদের দেশের যেটা প্রয়োজন, অত্যন্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে-দেশে বিনিয়োগ হবে। দেশে আমরা বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারব, যেগুলো দেশের সম্পদে পরিণত হবে। আমাদের দেশের মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

তিনি বলেন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে আমরা আমাদের অন্য যেসব প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, সেগুলোকে ধীরে ধীরে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য গড়ে তুলতে পারব। আপনারা যারা বিভিন্ন কর্মের মধ্যে আছেন, কেউ হয়তো শিক্ষকতা করছেন, কেউ হয়তো অন্য কোনো জবে আছেন। আবার অনেকে আছেন, যারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত আছেন।

তারেক রহমান বলেন, আপনারা যদি প্রত্যেকে দেশের একজন অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করেন, অর্থাৎ যেহেতু এই দেশ... এই জাতি (জাপান) ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে বেশি জড়িত। দেশে এবং পৃথিবীব্যাপী তারা ব্যবসা করছে। অর্থাৎ, আপনি যদি আপনার দেশে কী কী সুবিধা তৈরি করা হয়েছে বিদেশি বিনিয়োগ করার জন্য, সেগুলো যদি আপনারা এ দেশের ব্যবসায়ী মহলের কাছে তুলে ধরেন, আপনার দেশকে এবং বর্তমান সরকার কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে বা আপনি কীভাবে আপনার দেশের ভালো জিনিসগুলো অন্যান্য জায়গায়ও তুলে ধরেন, তাহলে সরকারের জন্য যেমন সুবিধা হয়, একইভাবে দেশের জন্যও লাভ হয়।



SECI

Secure, Fast, Reliable.

Sonali Exchange Co. Inc.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, NY&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রক্তভরা বঙ্গদেশ

ডায়ালিসিস সেন্টার বন্ধের শঙ্কা

কিডনি বিকল হওয়া রোগীদের জন্য ডায়ালিসিস হলো জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসাসেবা। কোনো রোগীর সপ্তাহে দুইবার, কারো সপ্তাহে তিনবার ডায়ালিসিস নিতে হয়। কোনো কারণে এই সেবা ব্যাহত হলে গুরুতর অসুস্থতা, এমনকি রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এমন অপরিস্রব সেবা কার্যক্রম ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি সরকারি হাসপাতালে বন্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা ছয় শতাধিক রোগীর জন্য বড় দুর্ভিক্ষের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে জানা যায়, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় ঢাকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (এনআইকেডিইউ) এবং চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে সেবা দিয়ে আসছে ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আগামী ২৯ নভেম্বর চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। চুক্তি নবায়ন না হলে দুটি ডায়ালিসিস সেন্টার বন্ধ হয়ে যেতে পারে। জানা গেছে, প্রতি মাসে এনআইকেডিইউতে ৩৫০ জন এবং চমেক হাসপাতালে ২৭৬ জন রোগী ডায়ালিসিস নেন। সরকারি ভুক্তিতে প্রতি সেশনে রোগীরা ৬২১ টাকায় ডায়ালিসিস নিতে পারেন। কিন্তু সেন্টার দুটি বন্ধ হলে এই রোগীরা যাবেন কোথায়? যেকোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ডায়ালিসিস নিতে গেলে এই খরচের তিন-চার গুণ বেশি টাকা লাগে। বাড়তি খরচ রোগীরা জোগাবেন কোথা থেকে? কাজেই এসব রোগীর জন্য স্বল্প খরচে বিকল্প ডায়ালিসিস সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হলো, বর্তমান সরকার ডায়ালিসিস চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জাম আমদানির ওপর আরোপিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং ৫ শতাংশ অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করার কথা বলেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে প্রতি ডায়ালিসিসে রোগীর ব্যয় প্রায় ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত কমার কথা। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মাঠ পর্যায়ে এর কোনো সুফল মিলছে না, বরং কোথাও কোথাও ডায়ালিসিসের খরচ আগের তুলনায় বাড়ানো হয়েছে, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এদিকে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি শেষ হলে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠান দুটিতে ডায়ালিসিস সেবা চালু হতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও কয়েক মাস সময় লাগবে। চমেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তসলিম উদ্দিন বলেন, সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ছয় মাসে ২০ হাজার টাকায় ডায়ালিসিস দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সে হিসাবে প্রতি সেশনে রোগীকে দিতে হবে ৪১৬ টাকা। সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে, প্রতিটি জেলায় ডায়ালিসিস সেবা চালু করা হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীদের কথা বিবেচনা করেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব পরিকল্পনার সূর্য বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

সাম্প্রতিক সময়ে কিডনি রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। দেশে প্রায় চার কোটি মানুষ কোনো না কোনো কিডনি রোগে ভুগছেন। এ ছাড়া প্রতিবছর প্রায় ৪০ হাজার মানুষ নতুন করে কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, যাদের নিয়মিত ডায়ালিসিস নেওয়া প্রয়োজন, তাদের বড় অংশই এই সেবার বাইরে থেকে যায়। এর অন্যতম কারণ চিকিৎসা ব্যয়। সাধারণত যে পরিবারে কিডনি বিকল হওয়া রোগী রয়েছেন, তাদের ডায়ালিসিসের খরচ জোগাতেই সর্বশক্তি হতে হয়। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত তো বটেই, অনেক বিতশালী পরিবারও এই চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে হিমশিম খায়।

এক টাকায় চার লাউ

কৃষক যে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পান না—এটি দেশের কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থার বড় ধরনের ত্রুটি হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। একজন কৃষক গাটের পয়সা খরচ করে, দিনরাত পরিশ্রম করে জমিতে ফসল ফলান, আর বাজারে গিয়ে দেখেন উৎপাদন খরচের চেয়েও দাম কম অথবা দামই উঠছে না।

আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো, সেই পণ্যের দাম কৃষক না পেলেও ভোক্তাকে ঠিকই চড়া দামে কিনতে হচ্ছে। তাহলে এই বাড়তি টাকা যাচ্ছে কোথায়? এর জবাব হলো, মধ্যস্বত্বভোগীদের পকেটে। কালের কণ্ঠে গতকাল প্রকাশিত খবরে জানা যায়, পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় সম্প্রতি চারটি লাউ বিক্রি হয়েছে এক টাকায়, অর্থাৎ প্রতি লাউ ২৫ পয়সা। অথচ সেই লাউ রাজধানীতে বিক্রি হচ্ছে ৪০ থেকে ৫০ টাকায়। কোনো কোনো বাজারে আরো বেশি। চাষিরাও বলছেন, রাজধানীসহ দেশের বড় শহরে এখনো প্রতি পিস লাউ বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু তাদের পকেটে ঢুকছে মাত্র দুই থেকে পাঁচ টাকা।

খবরে বলা হয়, প্রতি বিঘা জমিতে লাউ চাষ করতে চাষিদের খরচ হয়েছে অন্তত ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। সেই সঙ্গে আছে পরিশ্রম। ৫০ থেকে ৬০ দিন পরিশ্রম করে লাউ ফলিয়ে বিক্রি করেছেন সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত। বলতে গেলে উৎপাদন ব্যয়, শ্রম-সবই লোকসান। যে কৃষক একটু লাভের আশায় লাউ চাষ করেছিলেন, সেই কৃষক এখন রাগে-ক্ষোভে দিশাহারা। পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার লাউ চাষি ইসলাম উদ্দিন বলেন, ‘লাউয়ের বাজার মন্দা দেখে তড়িঘড়ি করে সব গাছ কেটে ফেলেছি।

লাউয়ের পেছনে এক টাকা খরচ করা মানে ওই এক টাকাই লস।’ এদিকে লাউ ব্যবসায়ী আব্দুল খালেকের ভাষ্য, পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় টাকা-সবজি পাঠালে ট্রাকপ্রতি ভাড়া গুনতে হয় ৩৮ থেকে ৪০ হাজার টাকা। পথে পথে অনেক চান্দাবাজি হয়। এ কারণে পঞ্চগড়ে দুই থেকে পাঁচ টাকা লাউ কিনলেও ঢাকায় বেশি দরে বিক্রি হয়।

প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ

আমরা কবে দায়িত্বশীল দেশপ্রেমিক এবং সং ও সভ্য হব? এ প্রশ্ন তখনই ওঠে, যখন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এগুলোর বিপরীত চিত্রই বেশি লক্ষ্য করা যায়। দুর্ভাগ্যজনক যে সাধারণ মানুষ নয়, বরং যারা জনগণের সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনপ্রতিনিধি, এমপি-মন্ত্রী হন, তাঁদের অনেকের মধ্যেই এসব দেখা যাচ্ছে মোটা দাগে। যারা সততা-নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতার শপথ নিয়েছেন—তাদেরই অনেকের অসততার চর্চা সীমা লঙ্ঘন করে। ভোটে জিতে তাঁরা যেন এসব করার লাইসেন্স পেয়ে যান। সরকারি অর্থ লুটপাটের এমন এক বড় দুর্বৃত্ত্যনের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে পিরোজপুরে ভাদারিয়া উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের তথ্য পাওয়া যায়। এ আট প্রকল্পের চুক্তিমূল্য ছিল ২ হাজার ১৪১ কোটি টাকা। বিপরীতে ছাড় করা হয় ২ হাজার ৬৯ কোটি টাকা। বাস্তবে সম্পন্ন কাজের মূল্য সাকল্যে ৮২৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ সম্পন্ন কাজের মূল্যের চেয়ে প্রায় ১ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা বেশি পরিশোধ করা হয়েছে। আর এই আট প্রকল্পের সব কাজ পেয়েছিল একই পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান; যিনি ওই এলাকার সাবেক এমপি। এসব কাজের টেন্ডার থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে রাজনৈতিক প্রভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি, গুরুত্বপূর্ণ নথি গায়েবসহ রীতিমতো দস্যুতা করা হয়েছে। প্রশাসন, রাজনীতি ও সরকারের উচ্চমহলে থাকা ব্যক্তিদের সমর্থন, সহায়তা ও অংশীদারি ছাড়া যা হওয়া সম্ভব নয়। শুধু এই একটি জেলা-উপজেলার ঘটনা নয়, সারা দেশে এমন অসংখ্য দুর্নীতি-জালিয়াতি, রাহাজানি ছড়িয়ে রয়েছে জনস্বার্থে, জনগণের টাকায় সরকারের নেওয়া অসংখ্য প্রকল্প ঘিরে। সেসবেরও তদন্ত হোক। এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞের গভীরে প্রোথিত দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলা হোক। সতর্কতার বার্তা যাক বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের কাছেও। যেন তাঁরা পতিত পূর্বসরদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করেন।



নামাজের সময়সূচী

অক্টোবর	২৯	৩০	৩১	০১	০২	০৩	০৪
ফজর	০৩:৪৭	০৩:৫৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

জাতিসংঘে দুই দেশের মুখোমুখি অবস্থান

ঢাকা, কিউবার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক অবরোধ নিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিতর্কের সময় উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে জড়িয়ে পড়েন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার প্রতিনিধিরা। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধ নিয়ে বার্ষিক বিতর্ক চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ কিউবার সমাজতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতাসীনদের সম্পদ কুক্ষিগত করার অভিযোগ তুলে বক্তব্য শুরু করলে উত্তেজনার সূত্রপাত হয়।

ওয়াল্টজের বক্তব্যের প্রতিবাদে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রেনো রদ্রিগেজ পারিল্লাসহ দেশটির প্রতিনিধিদলের সদস্যরা চিৎকার করতে থাকেন। তারা টেবিলে আঘাত করে বক্তব্যের মধ্যে আপত্তি জানান। এ সময় খলিলুর রহমান বারবার হাতুড়ি ঠুকে প্রতিনিধিদলকে শান্ত হওয়ার আহ্বান জানান। তবে তাতে পরিস্থিতি শান্ত হয়নি।

ওয়াল্টজ তখন বলেন, ‘আমি আশা করি, জনাব সভাপতি, সবাই এখন প্রতিনিধিদলের বক্তব্য শুনছেন।’ এরপর তিনি কিউবার রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে বলেন, হাভানায় কেউ এ ধরনের প্রশ্ন তুললে তার পরিণতি কী হতে পারে, তা কল্পনা করে দেখা উচিত।

এ সময় ওয়াল্টজ ও কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে পাল্টাপাল্টি বক্তব্য আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ওয়াল্টজ বলেন, ‘এটি আমেরিকা, এটি জাতিসংঘ। এটি আপনাদের কমিউনিস্ট এক-নায়কতন্ত্র নয়। আপনারা আমাকে কিংবা আমার সহকর্মীদের চুপ করাতে পারবেন না।’ একপর্যায়ে রদ্রিগেজ পারিল্লা সভাকক্ষের সামনের দিকে এগিয়ে যান। তখন ওয়াল্টজ তাকে বক্তৃতামঞ্চ থেকে দূরে সরে যেতে বলেন। তিনি চিৎকার করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে তাকে কেউ ভয় দেখাতে পারবে না। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলেও উল্লেখ করেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষ পর্যন্ত অধিবেশন সাময়িকভাবে স্থগিত করেন খলিলুর রহমান। পরে অধিবেশন পরিচালনার নিয়ম ব্যাখ্যা করে তিনি কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রক্রিয়াগত বিষয়ে আপত্তি জানানোর সুযোগ দেন। তবে ওয়াল্টজের বক্তব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা না করার শর্ত দেওয়া হয়। এরপর নিজের আসনে ফিরে রদ্রিগেজ পারিল্লা ওয়াল্টজের বক্তব্যের প্রতিবাদ জানান। তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের অভিযোগকে ‘নির্লজ্জ মিথ্যাবাদ’ বলে অভিহিত করেন।

পরে বড় ধরনের আর কোনো বিঘ্ন ছাড়াই বক্তব্য শেষ করেন ওয়াল্টজ। তিনি জাতিসংঘের সদস্যদেশগুলোরকে কিউবার বিরুদ্ধে মার্কিন অবরোধের নিন্দা জানিয়ে আনা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রস্তাবটির ওপর বুধবার ভোট হওয়ার কথা ছিল।

ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এওে দেওয়া এক পোস্টে ওয়াল্টজের সমালোচনা করেন রদ্রিগেজ পারিল্লা। তিনি লেখেন, ঔদ্ধত্য ও অহংকারের কারণে ওয়াল্টজ ভুলে গেছেন যে তিনি জাতিসংঘে রয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে নন। এমনকি তিনি গ্রিন বেরেটস নামে পরিচিত মার্কিন সেনাবাহিনী-র বিশেষ বাহিনীর কোনো ইউনিটে কিংবা সিগন্যালের কোনো গ্রুপেও নেই। এসব ক্ষেত্রে ওয়াল্টজ নিজের অযোগ্যতা ও অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ওয়াল্টজ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর বিশেষ বাহিনী গ্রিন বেরেটসের সাবেক সদস্য। এর আগে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়ও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি।



ফ্লাইদুবাই কাণ্ড: সাহসিকতার জন্য শ্মিত মচ্ছরকে সম্মানিত করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি!

লন্ডন ডেস্ক : গত ৩০ সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাইয়ের বিমান দুবাই থেকে তেল আভিভে যাচ্ছিল। বিমান যখন ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতায়, তখন পাইলট শ্মিত মচ্ছরকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে সহ-পাইলটের বিরুদ্ধে।

ভারতীয় পাইলট শ্মিত মচ্ছরকে সম্মানিত করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। ফ্লাইদুবাই কাণ্ডে সাহ-সিকতার জন্য সম্মানিত করা হল মচ্ছরকে। তাঁকে ‘ফাস্ট ক্লাস অর্ডার অফ জায়েদ টু’ সম্মান দেওয়া হয়েছে। এই সম্মান পাইলট মচ্ছরের হাতে তুলে দিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান।

ফ্লাইদুবাইয়ের ঘটনায় ক্যান্টেন শ্মিতের সাহসিকতা প্রশংসিত হয়েছে গোটা বিশ্বে। ইজরায়েল আগেই ঘোষণা করেছে যে, ক্যান্টেন শ্মিতকে তারা সম্মানিত করতে চান। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও শ্মিতের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছিল। এ বার তাঁকে সম্মানিত করল। উল্লেখ্য, গত ৩০ সেপ্টেম্বর ফ্লাইদুবাইয়ের এফজডে ১০৭৩ বিমানটি দুবাই থেকে তেল আভিভে যাচ্ছিল। ওড়ার পর আড়াই ঘণ্টা সব ঠিকঠাকই ছিল। বিমান যখন ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতায়, তখন ককপিটে পাইলট শ্মিত মচ্ছরকে ছুরি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ ওঠে সহ-পাইলটের বিরুদ্ধে। শুধু তা-ই নয়, বিমানটিকে তিনি নীচে ফেলে দেওয়ারও চেষ্টা করেন। বিমানে তখন ত্রু মেম্বার-সহ ১৮০ জন ছিলেন। শ্মিতকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায়, পেটে আঘাত করা হয়। রক্তাক্ত হয়েও তিনি সহ-পাইলটকে ঠেকিয়ে রাখতে লড়াই চালিয়ে যান নিজের শেষ শক্তি দিয়েও।

ককপিটের দরজা কোনও রকমে খুলে দেন শ্মিত। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে যাত্রীরা হতভম্ব হয়ে যান। তত ক্ষণে যাত্রীদের কয়েক জন ককপিটের ভিতরে ঢুকে সহ-পাইলটকে ধরে ফেলেন। তার পর তাঁকে টেনে বার করে আনেন। ককপিটে দুই পাইলটের খণ্ডযুদ্ধের মাঝে বিমান ক্রমে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ৩৪ হাজার ফুট থেকে হু-হু করে নীচে নামতে শুরু করে।

দু’মিনিটের মধ্যে সেটি ১৭ হাজার ফুটে নেমে আসে। তত ক্ষণে যাত্রীরা বুঝে গিয়েছিলেন কিছু একটা বিপদ ঘটেছে। বিমান হু-হু করে নামছিল। বিমানের যাত্রীআসনে বসা দুই পাইলট তখন বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে নিরাপদে নামিয়ে আনেন। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় শ্মিতকে। সেখান থেকে পরে দুবাইয়ে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। শ্মিতের এই সাহসিকতার প্রশংসা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। কারণ ওই বিমানের বেশির ভাগ যাত্রীই ছিলেন ইজরায়েলের। গোটা বিশ্বও তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেছে।

‘দীপাবলির পর রামলীলা ময়দানে সভা করুন’, রাহুল কে দিল্লির ব্যবসায়ী সংগঠন

দিল্লি ডেস্ক : ব্যবসায়ীদের সংগঠনটির বক্তব্য হল, দিল্লির রামলীলা ময়দানের ৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ২০টি বাজার রয়েছে। দীপাবলির আগে বিরোধীদের ডাকা সভার জন্য ব্যবসায় লোকসানের আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীদের একাংশ।

ব্যবসায় লোকসানের আশঙ্কা। ‘ভোটচুরির’ প্রতিবাদে আগামী রবিবার দিল্লির রামলীলা ময়দানে হতে চলা বিরোধীদের সভা ফের স্থগিত করার আর্জি জানাল ব্যবসায়ীদের সংগঠন। এই আর্জি জানিয়ে বুধবার ফের রাহুল গাঁধীকে চিঠি দিয়েছেন দিল্লির ব্যবসায়ীদের সংগঠন ‘দ্য চেম্বার অফ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’ (সিটিআই)-র চেয়ারম্যান ব্রিজেশ গয়াল।

চিঠিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুলের সঙ্গে বৈঠকের জন্য ২০ মিনিট সময় চেয়েছে সিটিআই। সিটিআই-এর প্রধান ব্রিজেশ রাহুলের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, “আমরা লড়াই চাইছি না, আলোচনা চাইছি। রাহুলজি বলে থাকেন যে, তিনি প্রত্যেকের কথা শোনেন, ছোট ব্যবসায়ীদের কথা শোনেন। তাই আমরা ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে ২০ মিনিট সময় চাইছি। এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য।” ব্যবসায়ীদের সংগঠনটির বক্তব্য হল, দিল্লির রামলীলা ময়দানের ৫ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ২০টি বাজার রয়েছে। প্রতি বছরই দীপাবলির আগে বাজারগুলিতে কেনাকাটার পরিমাণ বাড়ে। আগামী রবিবার বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সভায় ১০ লক্ষ মানুষের জমায়েত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায় লোকসানের আশঙ্কা করছে ব্যবসায়ীদের সংগঠনটি। তাই রাহুলের কাছে দীপাবলির পর সভা করার আর্জি জানানো হয়েছে।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন



পূজার সময়সূচী	বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী	চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী
 <p>কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা। সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা। (এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে প্রয়োজিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করে থাকেন)</p>	 <p>মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায়। (এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পূজা করা হয়)</p>	 <p>নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। (এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)</p>

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

ঢাকা, লক্ষ্মীপুরে মাটির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে খোরশেদ আলম (৫০) নামে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। বুধবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে সদর উপজেলার পার্বতীনগর ইউনিয়নের দিলসাদপুর গ্রামের খানের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত খোরশেদ দিলসাদপুর গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে ও পেশায় মাটি ব্যবসায়ী। তার বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহত খোরশেদের স্ত্রী আকলিমা আক্তার ও মেয়ে প্রেমা আক্তার জানান, খোরশেদ মাটির ব্যবসা করতেন। দুপুরে তাকে মোরশেদ ও মজিদ নামের দুজন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। পরে গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে শোনে, ওয়ালিদ নামে একজন প্রতিপক্ষ তাকে গুলি করেছেন। ওয়ালিদ মাটির ব্যবসা নিয়ে এর আগেও বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছেন। সদর হাসপাতালের মেডিকেল কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম রনি বলেন, খোরশেদকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। তিনি মারা গেছেন। তার শরীরে দুটি গুলির চিহ্ন রয়েছে। লক্ষ্মীপুর সদর মডেল থানার ওসি ওয়ালিদ ফারভেজ বলেন, খোরশেদ নামে একজনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খোরশেদের মৃত্যুতে হাসপাতাল এলাকায় তার স্ত্রী-মেয়ে ও স্বজনদের আহাজারি করতে দেখা যায়। তারা এ হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে জড়িতদের দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

আগামীতে স্কুল-মাদ্রাসার বোর্ড পরীক্ষা একই প্রশ্নে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

ঢাকা, মাদ্রাসায় জিপিএ-৫ বেশি পাওয়ার অভিযোগের কারণ অনুসন্ধানে আগামীতে স্কুল ও মাদ্রাসার বোর্ড পরীক্ষা একই প্রশ্নপত্রে নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড. আন ম এছানুল হক মিলন। বুধবার (২৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ৩৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘মাদ্রাসায় সবচেয়ে বেশি জিপিএ পাওয়া যায়। সকলে আমাকে বলল, এটার কী ব্যবস্থা করা যায়? আমি বললাম, আগামী দিন থেকে মাদ্রাসা ও স্কুল একই প্রশ্ন হবে। নাকি আলাদা হবে? কেন? আলাদা হওয়ার তো কোনো কারণ নেই। ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ সব জায়গায় ভর্তি হয় একই সাবজেক্টে, একই প্রশ্নে পরীক্ষা দেয়। তাই এরপর থেকে আগামীতে স্কুল-মাদ্রাসায় আগামীতে একই প্রশ্নে পরীক্ষা নেওয়া হবে, তারপরে দেখব মাদ্রাসায় কেন বেশি জিপিএ পায়, তারপর এগুটিন করব।’ পরীক্ষার খাতা পুনর্নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তনের ঘটনা সামনে এসেছে। তার দাবি, প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থীর খাতা পুনর্নিরীক্ষণের পর ৪৫ হাজার শিক্ষার্থীর জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে। এ ছাড়া প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষার্থী ফেল থেকে পাস করেছে এবং ৩ হাজার ৭৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, এসব অনিয়মের সঙ্গে জড়িত পরীক্ষকদের শাস্ত করে আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি পরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথাও জানান তিনি।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এই এগুটিনার কারা কারা এই দুষ্টিম করে, তাদেরকে আমি আইনের আওতায় আনব।’ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এই বিষয়টি আমার মাথায় প্রচন্ড বোঝা! আমি এনটিআরসি করেছিলাম বেগম খালেদা জিয়ার সময়ে। সেই এনটিআরসিতে আমরা সার্টিফিকেট দেব, শিক্ষকরা গিয়ে এলাকার ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে যাবে, সেখানে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবে। লাস্ট গভর্নমেন্ট তাদেরকে ঢাকাও সার্টিফিকেট দিয়েছে, ঢাকাও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে, ঢাকাও জায়গায় জায়গায় পোস্টিং দিয়েছে।’ তিনি বলেন, ‘এখন কচুয়ার পোস্টিং নিয়েছে রংপুরেরটা, রংপুরেরটা নিয়েছে বরিশালের, বরিশালেরটা নিয়েছে খাগড়াছড়িতে। এখন আমি আসার পরে সব আমার মাথায় ঢুকলো যে আমাদের ট্রান্সফার করতে হবে। আমি দেখলাম অবভিয়াসলি কচুয়ার যদি রংপুরের ছেলে থাকে তাকে রংপুর পাঠিয়ে দিই। আমি একটা অ্যাপস তৈরি করলাম ট্রান্সফারগুলি করার জন্য।’ শিক্ষকদের বদলির আবেদনের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এখন সবাই ট্রান্সফার চায়। কচুয়া থেকে চায় ভিকারুননিসা! কচুয়া থেকে চায় আইডিয়াল স্কুল! কচুয়া থেকে চায় মনিপুর, শাহিন স্কুল! বুঝলেন তো?’ বদলি নিয়ে শিক্ষকদের চাপের প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘এমপিওভুক্ত শিক্ষক, শিক্ষক প্রতিনিধি হয়ে আমাকে ধমক দেয়—৩১শে অক্টোবরের মধ্যে যদি ট্রান্সফার না হয়, তাহলে দেখে নেবে! কাকে? আমাকে! বুঝলেন তো? আপনি এমপিও শিক্ষক, আপনি স্কুলে গিয়ে পড়ান, মাদ্রাসায় গিয়ে পড়ান। আপনার দায়িত্ব এটা না, এটা আমার দায়িত্ব! লেট মি ডু ইট (আমাকে করতে দিন)!’

‘কাকে ভোট দিয়ে আজ এই ভুক্তভোগী হলাম’ বলা নারী পেলেন জামিন

ঢাকা, ময়মনসিংহের ভালুকা ফেসবুকে লাইভে নিজের স্ফোভ প্রকাশের পর সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার নারী উদ্যোক্তা সাখী আক্তার জামিন পেয়েছেন। বুধবার ময়মনসিংহের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন। আদালত পরিদর্শক মোহা. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বুধবার সকালে সাখী আক্তারকে আদালতে হাজির করা হয়। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিচারক সাজিদুল ইসলাম তার নিজ জিম্মায় ৫০০ টাকা বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন। পরে তাকে মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। মোস্তাফিজুর রহমান আরও জানান, এ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তারের পর পুলিশ যে প্রতিবেদন দাখিল করবে, তা পাওয়ার পর আদালত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেবেন। সাখী আক্তারের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মাহতাব উদ্দিন আহমেদ আদালত চত্বরে বলেন, এ ঘটনার পর পুলিশের উচিত ছিল যারা মব সৃষ্টি করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু পুলিশ উল্টো ওই নারীকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠিয়েছে। সাখী আক্তার ফেসবুকে লাইভে যা বলেছেন, তা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার আওতায় পড়ে বলে মন্তব্য করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ অক্টোবর বেলা দুইটার দিকে ভালুকায় স্কয়ার মাস্টারবাড়ী এলাকার খাদিজা প্যালেস মার্কেটে নিজের ‘সাখী বিউটি পার্লার’ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনায় স্ফোভ প্রকাশ

করে ‘সাখী মেকওভার’ নামের ফেসবুক আইডি থেকে দুটি লাইভ করেন সাখী আক্তার (৩০)। পাঁচ মিনিটের ওই ভিডিওর একপর্যায়ে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘বিএনপি সরকারকে ভোট দিয়া আজকে ভুক্তভোগী।’ ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা তার ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করে বিচার দাবি করেন। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে রাত সাড়ে আটটার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সাখী আক্তারকে হেফাজতে নেয়। ভিডিওটি প্রচারের পর মার্কেটের কয়েকজন ব্যবসায়ী তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে মারমুখী আচরণ করেন বলেও অভিযোগ ওঠে। এতে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়।

ভালুকা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম এর আগে জানিয়েছিলেন, সাখী আক্তারের ফেসবুক লাইভের পুরো ভিডিও পর্যালোচনা করে সরকারবিরোধী কোনো বক্তব্য বা সমালোচনামূলক কিছু পাওয়া যায়নি। মূলত পুরো ভিডিও না দেখেই ছড়ানো গুজব থেকে ঘটনার সূত্রপাত হয়। ময়মনসিংহের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ কামরুল হাসান জানান, ওই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে আনুমানিক ১৫০ থেকে ২০০ জন লোক জড়ো হয়েছিলেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অপরাধ সংঘটনের আশঙ্কা তৈরি হওয়ায় সম্ভাব্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় সাখী আক্তারকে প্রতিরোধমূলকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারবিরোধী বক্তব্য বা মতপ্রকাশের কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলেও জানান তিনি। এর আগে গত সোমবার সাখী আক্তারকে আদালতে পাঠানো হয়েছিল।

নিলামে ৫৬০ কোটি টাকায় বিক্রি ডাইনোসরের কঙ্কাল

ঢাকা, যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নিলামে ৪ কোটি ৭৩ লাখ ডলারে বিক্রি হয়েছে ডাইনোসরের একটি জীবাশ্ম কঙ্কাল। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৫৬০ কোটি টাকা। ‘জোডি’ নামে পরিচিত কঙ্কালটি নিলামে বিক্রির আগে এর



দাম আনুমানিক ৯০ লাখ ডলার নির্ধারণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিউইয়র্কের নিলাম প্রতিষ্ঠান সোথবিতে কঙ্কালটি বিক্রি হয়। প্রায় ১২ মিনিট ধরে ছয়জন অগ্রহী ক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষির পর এটি বিক্রি করা হয়। তবে ক্রেতার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। একসময় কঙ্কালটিকে টাইরানোসারাস রেগু বা টি-রেগু প্রজাতির অল্পবয়স্ক ডাইনোসরের বলে মনে করা হতো। পরবর্তী গবেষণায় এটি ‘ন্যানোটাইরানাস’ নামে স্বতন্ত্র একটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত বলে শনাক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, কঙ্কালটির উচ্চতা প্রায় তিন মিটার। এতে জীবাশ্ম হয়ে যাওয়া ১৯১টি হাড়ের অংশ রয়েছে। মন্টানা অঙ্গরাজ্যে জোডি পিয়ারসন নামের এক ব্যক্তি এটি আবিষ্কার করেন। পরে ক্রেটন ফিপসের নেতৃত্বে এর খননকাজ সম্পন্ন হয়। ডাইনোসরের জীবাশ্ম বিক্রির ইতিহাসে এটি অন্যতম সর্বোচ্চ দাম। এর আগে ‘গাস’ নামে পরিচিত একটি টি-রেগু কঙ্কাল ৫ কোটি ১০ লাখ ১০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছিল, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬০৪ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ‘এপেজ’ নামে পরিচিত একটি স্টেগোসারাসের কঙ্কাল বিক্রি হয়েছিল ৪ কোটি ৪৬ লাখ ডলারে, যা প্রায় ৫২৯ কোটি টাকা। ব্যক্তিগত সংগ্রাহকের কাছে এমন গুরুত্বপূর্ণ জীবাশ্ম বিক্রি নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তাদের আশঙ্কা, ব্যক্তিগত মালিকানা চলে গেলে গবেষণার জন্য এসব জীবাশ্মের নাগাল পাওয়া কঠিন হতে পারে। তবে অন্যদের মতে, এ ধরনের নিলাম জীবাশ্ম সংরক্ষণ ও জনসাধারণের সামনে প্রদর্শনের নতুন সুযোগও তৈরি করতে পারে।

লুলার জয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাভিও

ঢাকা, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভার কাছে পরাজয়ের পর দেশ ছেড়েছেন বিরোধী রাজনীতিক ফ্লাভিও বলসোনারো। এদিকে, তার পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ভিসা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরও দেশ ছাড়েন ফ্লাভিও। এর আগে তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট জমা না দেওয়ায় তার ভ্রমণসংক্রান্ত নথি বাতিল করে কর্তৃপক্ষ। মার্কিন প্রশাসনের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফ্লাভিও ও তার পরিবারের সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে তাদের কী ধরনের ভিসা দেওয়া হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ফ্লাভিও বলসোনারোর বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে তাঁর দায় প্রমাণিত হয়েছে— এমন তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি।

AJ ACCOUNTING SERVICES

Accounting, Taxes & Business Consultants



Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA

Certified Public Accountant

Chartered Accountant



We Provide Broad Services Including

- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

IRS APPROVED

APPROVED

E-FILE PROVIDER

NOTARY PUBLIC

167-09 XXXXXXXXXX Hillside Ave, 1st Fl

Jamaica, NY 11432

Tel: 718-658-8767

Cell: 917-371-3633

Fax: 718-658-8765

abhattacharjee921@gmail.com

www.ajtaxaccounting.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



২৯ অক্টোবর ২০২৬, বাংলা ১৩ কার্তিক ১৪৩৩

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর

৩জাপানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফর দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অংশীদারত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর এ সফরকালে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং জাতীয় বাজেট সহায়তার জন্য প্রায় ২৫০ কোটি মার্কিন ডলারের গুরুত্বপূর্ণ ঋণচুক্তি সই হতে পারে। এছাড়া অবকাঠামো উন্নয়ন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তি ও সামরিক সহযোগিতাসহ সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের আওতায় দুই দেশের মধ্যে ৫ থেকে ৮টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক দিক হলো, আগামী পাঁচ বছরের জন্য ১২টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত খাতে প্রায় ১৩ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্যাকেজের প্রস্তাবও টোকিওর কাছে ঢাকা পেশ করতে যাচ্ছে, যা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে দেশের সার্বিক শিল্প খাতের চিত্রই বদলে যেতে পারে।

স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে ঢাকা শহরের বহুল কাঙ্ক্ষিত আধুনিক মেট্রোরেল প্রকল্প, মহেশখালী-মাতারবাড়ীর সমন্বিত মেগা উন্নয়ন উদ্যোগ-সব ক্ষেত্রেই জাপানের কারিগরি নির্দেশনা, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং আর্থিক অবদান অত্যন্ত প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ‘বে অফ বেঙ্গল ইনস্টিটিউট প্রোথ বেস্ট’ বা বিআইজি-বি উদ্যোগ এবং পার্শ্ববর্তী উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক সংযোগ সম্প্রসারণের যে বৃহত্তর ভিশন টোকিও গ্রহণ করেছে, তা পুরো বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

তবে বড় আকারের প্রস্তাবনা তৈরি করা কিংবা চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই করাই চূড়ান্ত সফলতা নয়; আসল পরীক্ষা হলো এগুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন। অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, উপযুক্ত জমি বরাদ্দে দীর্ঘসূত্রতা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, গ্যাস ও বিদ্যুতের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের অভাব এবং বন্দর শুষ্ক বা করসংক্রান্ত অনিশ্চয়তার কারণে অনেক উচ্চাভিলাষী বিদেশি বিনিয়োগ আলোর মুখ দেখার আগেই থমকে যায়। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে তীব্র প্রতিযোগী দেশগুলোর সঙ্গে টেক্সা দিয়ে নতুন বহুজাতিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে আমাদের কেবল সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক দক্ষতা, নীতির ধারাবাহিকতা, সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত দ্রুত পরিষেবা এবং আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক লজিস্টিক সক্ষমতা। প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের মাধ্যমে উত্থাপিত বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে শুরুতেই উভয় দেশের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী যৌথ কর্মদল গঠন করা প্রয়োজন, যারা নিয়মিত প্রকল্প পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি যে কোনো প্রশাসনিক বা আইনি বাধা দূর করতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবেন।

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও আঞ্চলিক ভূরাজনীতির প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফর অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বহন করে। বলা বাহুল্য, দ্বিপক্ষীয় কূটনৈতিক সম্পর্কের দীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে টোকিও সবসময়ই ঢাকার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও পরীক্ষিত উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে ভূমিকা রেখে এসেছে। এখন দুদেশের অংশীদারত্ব চুক্তির মতো অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোর সুফল পেতে হলে আমাদের নিজস্ব শিল্প কাঠামোর সংস্কার এবং বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করাই হবে মূল লক্ষ্য। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রধানমন্ত্রীর এ সফর একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে, এটাই প্রত্যাশা।

থামছেই না চাঁদাবাজি

চাঁদাবাজির মাত্রা এত বেড়েছে যে, কারও কারও কাছে তা অবিস্বাস্য মনে হয়। চাঁদাবাজির পৌনঃপুনিকতাও উদ্বেগজনক। শনিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে চাঁদা না দেওয়ায় খুলনার সন্দ্বীপ ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্সে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় এক রাউন্ড গুলিও চালিয়েছে তারা। একই রাতে নগরীর টুটপাড়া গাছতলা মন্দিরের সামনে সনাতন ধর্মের এক দোকানিকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। এ দুই ঘটনায় সমগ্র খুলনা নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ বলছে, হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। তারা এত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন যে, চাঁদা চাওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে বলতে চাইছেন না। আমাদের স্মরণ আছে, কিছুদিন আগে খুলনায় পুলিশ সদস্যদের রাতে একা রাস্তায় বের না হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরিস্থিতি কতটা উদ্বেগজনক এবং দুর্বৃত্তদের দৌরাভ্য কতটা বাড়লে পুলিশ সদস্যদেরও নিরাপত্তা বিপ্লিত হতে পারে, তা সহজেই বোধগম্য।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Weekly Jonmobhumi

Editor & President: Ratan Talukder

Published By Jonmabhum Group Inc.

37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372

Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964

Email: jonmabhum@gmail.com

Website: www.jonmobhumi.com

Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

সাথী আক্তারের অপরাধ কী মনজুরুল ইসলাম

ময়মনসিংহের ভালুকার নারী উদ্যোক্তা সাথী আক্তারের অপরাধ কী? তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে একের পর এক চুরির ঘটনায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ফেসবুক লাইভে বলেছেন, ‘বিএনপি সরকারকে ভোট দিয়া আজকে ভুক্তভোগী।’ সাথী আক্তারের এ বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করে বিচারের দাবি জানিয়েছেন। আর পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নিয়ে পরে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠিয়েছে। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। একজন নাগরিক তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, সরকারের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন এবং নিজের ভোটের সিদ্ধান্ত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এর চেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা আর কী হতে পারে? অথচ তাঁকে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো, তা শুধু একজন নারী উদ্যোক্তার হয়রানির ঘটনা নয়; এটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও ভিন্নমতের প্রতি ক্ষমতাসীন দল, পুলিশ এবং আদালতের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও গুরুতর প্রশ্ন তৈরি করেছে।

সাথী আক্তার প্রায় ১৪ বছর ধরে ব্যবসা করছেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকবার তাঁর দোকান থেকে বৈদ্যুতিক তার চুরি হয়েছে। আশপাশের দোকানেও একই ধরনের চুরি হয়েছে। এসব ঘটনায় তিনি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন। চুরি ঠেকানো এবং ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। ফলে এ নিয়ে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু সেই ক্ষোভের বিষয়টি আমলে নেওয়ার বদলে স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীরা অনেকটা মবের মতো তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে জড়ো হন। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতা বলেছেন, বিএনপিকে নিয়ে কথিত কটুজির কারণে দলীয় নেতা-কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওই নারীকে প্রতিহত করতে চেয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো, একজন নাগরিকের বক্তব্য তাঁদের পছন্দ না হলে তাঁকে ‘প্রতিহত’ করার অধিকার তাঁরা কোথায় পেলেন?

এর চেয়েও বিস্ময়কর পুলিশের ভূমিকা। ভালুকা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছেন, তিনি ভিডিওটি কয়েকবার দেখেছেন এবং সাথীর বক্তব্য বাস্তবায়নতার মধ্যে পড়ে। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, পরে কয়েকজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে ওই নারী মারমুখী আচরণকরায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। এ কারণেই তাঁকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

কোনো বক্তব্য অশলীল বা আপত্তিকর মনে হতে পারে। তার প্রতিবাদও হতে পারে। কিন্তু সেই অসন্তোষের জেরে দলীয় নেতাকর্মীরা একজন মানুষকে আটক করবেন, এরপর পুলিশ তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখাবে—এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোনো বক্তব্যকে সন্ত্রাসের অভিযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট উপাদান ও তার প্রমাণ থাকতে হবে। শুধু ক্ষমতাসীন দলের নেতাকে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলা সেই প্রমাণের বিকল্প হতে পারে না।

পুলিশের এই ব্যাখ্যা বিভ্রান্তিকর। যাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করা হলো, তাঁকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা তৈরিতে ঘেরাওকারীদের ভূমিকা কী ছিল? পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে কেন বক্তব্য দেওয়া ব্যক্তিটিকেই গ্রেপ্তার করতে হলো? ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারা কোনো সম্ভাব্য আমলযোগ্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োগ হতে পারে। শুধু উত্তেজনা তৈরি হয়েছে বলেই কোনো একজনকে ধরে এই ধারায় গ্রেপ্তার দেখানোর সুযোগ নেই। কেউ যদি কোনো বক্তব্যে সংস্কৃদ্ধ হন, আইনসম্মত পথ অনুসরণ করতে পারেন। কিন্তু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করে, ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করে এবং বক্তব্যদাতাকে পুলিশের কাছে তুলে দিয়ে বিচারের দাবি জানানো আইনের শাসনের পথ নয়। এ ধরনের ঘটনা অন্যদের জন্য ভয়াবহ বার্তা দেয়—ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনা করলে আইনবিরোধী আইনি সব ধরনের হয়রানি মুখে পড়তে হতে পারে।

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়

ভালুকার ঘটনার সঙ্গে মুসিগঞ্জের শ্রীনগরে গত ২ এপ্রিলের একটি ঘটনার মিল রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে কথিত কটুজির অভিযোগে শাওন মাহমুদ নামের এক ব্যক্তির রেস্টোরাঁয় স্থানীয় বিএনপি ও যুবদলের ২৫ থেকে ৩০ জন নেতা-কর্মী জড়ো-বাকী অংশ ২৯ পাতায়

লুলার বিজয় লাতিন আমেরিকার জন্য টার্নিং পয়েন্ট গুইলাম লং

আশি বছর বয়সে এসেও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা একটি অসাধারণ রাজনৈতিক বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারোর ছেলে ফ্ল্যাভিও বোলসোনারোর কাছে প্রথম রাউন্ডে ৪৭ শতাংশের বিপরীতে ৪৫ শতাংশ ভোট পেছিয়ে পড়ার পর সব প্রতিকূলতা জয় করে লুলা দ্বিতীয় রাউন্ডের নির্বাচনে নাটকীয়ভাবে ৫১.৮ শতাংশ ভোট পেয়ে দুর্দান্ত জয় নিশ্চিত করেছেন, যেখানে বোলসোনারো পেয়েছেন ৪৮.২ শতাংশ ভোট। তার এই বিজয় সব জনমত জরিপকে ভুল প্রমাণিত করেছে।

লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশটিতে লুলার এই বিজয় কেবল ব্রাজিলে উগ্র ডানপন্থিদের ক্ষমতায় ফেরার পথই রুদ্ধ করেনি, এটি পুরো অঞ্চলে ডানপন্থি নির্বাচনি বিজয়ের ধারাবাহিকতাতেও ছেদ টেনেছে এবং পশ্চিম গোয়ার্দে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপমূলক এজেন্ডায় এক বড় ধাক্কা দিয়েছে।

যদিও সরকার পতনের মুখে রয়েছে—এমন কোনো অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দেশটিতে মোটেও ছিল না। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে ব্রাজিলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ক্রমাগতভাবে ৯.২ শতাংশ, যেখানে এর দক্ষিণ আমেরিকান প্রতিবেশী দেশগুলোতে গড় প্রবৃদ্ধি ছিল মাত্র ৫.৬ শতাংশ। ২০২২ সালে বেকারত্বের হার যেখানে ছিল ৯.৩ শতাংশ, তা ২০২৬ সালে নেমে আসে ৫.৪ শতাংশ। সাবেক বোলসোনারো প্রশাসনের আমলে ব্রাজিল জাতিসংঘের হাস্কার ম্যাপ বা ক্ষুধার মানচিত্রে পুনরায় ফিরে গেলেও ২০২৫ সালে দেশটি তা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত হয়। এছাড়া আমাজনে বন ধ্বংসের পরিমাণ গত দশকের তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে, যা তার পূর্বসূরীদের আমলের বিপরীত ধারার এক দারুণ ইতিবাচক পরিবর্তন।

অবশ্য লুলার প্রশাসনের সবকিছুই যে ত্রুটিহীন ছিল, তাও নয়। ব্রাজিলের লাখ লাখ মানুষ এখনো ক্রেডিট কার্ডের খণের জালে জড়িয়ে আছে এবং অত্যন্ত চড়া সুদের হারের সঙ্গে লড়াই করছে। অন্যদিকে অনলাইন জুয়ার প্রকোপ বহু পরিবারের জীবনযাত্রাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে রান-অফের ফলাফল একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিল যে, সমাজে অসন্তোষ রয়েছে। অবশ্য লুলা অত্যন্ত সাহসী কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে এর জবাব দেন। যেমন, একটি বড় ধরনের ঋণ মওকুফের উদ্যোগ এবং অনলাইন জুয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা, সেই সঙ্গে সামাজিক সুবিধার পরিধি বৃদ্ধি, জ্বালানি ভর্তুকি এবং ছয় দিনের কর্মদিবসকে কমিয়ে পাঁচ দিনের কর্মদিবসে রূপান্তর। এই নীতিগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সাফল্যের সঙ্গে ব্রাজিলিয়ান ভোটারদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক উদ্বেগের মেলবন্ধন ঘটানো।

অন্যদিকে বোলসোনারো ব্রাজিলের জন্য একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপকল্প উপস্থাপন করেছিলেন। যেমন, ব্যাপক ব্যয় সংকোচন, বেসরকারীকরণ, করহ্রাস এবং সর্বোপরি অপরাধ ও নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে লৌহমানবসুলভ প্রতিক্রিয়া। তার প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল এল সালভাদরের কুখ্যাত কারাগার ব্যবস্থার আদলে পাঁচটি সর্বোচ্চ নিরাপত্তার কারাগার নির্মাণ এবং সশস্ত্র অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বলপ্রয়োগের অনুমোদন দেওয়া। বোলসোনারো আরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ২০২২ সালের নির্বাচন পশ্চিম করার ষড়যন্ত্রের দায়ে ২৭ বছরের সাজাপ্রাপ্ত তার পিতাকে তিনি ক্ষমা করবেন এবং ২০২৩ সালের ৮ জানুয়ারি ব্রাজিলের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হামলার দায়ে দণ্ডিতদেরও সাধারণ ক্ষমা প্রদান করবেন। তার সমর্থকদের কাছে এটি ছিল তাদের ভাষায় বিচারিক নিপীড়নের শিকার হওয়ার প্রতিশোধ নেওয়ার একটি সুযোগ। কিন্তু তার বিরোধীদের কাছে এটি ছিল অভ্যুত্থান চেষ্টার পুনর্বাসন এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতি এক গুরুতর হুমকি।

লুলার নির্বাচনি প্রচারণা নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এবং বহু তরুণ ব্রাজিলিয়ান তৃণমূল পর্যায়ে এতে অংশ নেন। মেটার মতো সোশ্যাল মিডিয়া জায়ান্টদের অ্যালগরিদমিক পক্ষপাতিত্বও এই প্রচারণা সফলভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়, যা মূলত বোলসোনারোর পক্ষে কাজ করছিল।

শেষ পর্যন্ত এই নির্বাচন কেবল ব্রাজিলের গণতন্ত্রের লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ থাকেনি, এটি দেশটির সার্বভৌমত্বের লড়াইয়ে পরিণত হয়। লুলার পুরো মেয়াদে ট্রাম্প প্রশাসন ব্রাজিলের রাজনীতিতে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে শাস্তিমূলক শুষ্ক আরোপ, জাইর বোলসোনারোর বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারপতির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং তার ছেলের প্রার্থিতাকে প্রকাশ্যে সমর্থন—বাকী অংশ ২৯ পাতায়



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

মধ্যবর্তী নির্বাচনে হেরে গেলেও কিট্রাম্পের তাড়ব থামবে স্টিভ ব্রুমফিল্ড

একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়াদের শেষ দুই বছরে যখন কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়ে যায়, জনপ্রিয়তার পারদ তলানিতে গিয়ে ঠেকে এবং নিজ দল পরবর্তী উত্তরসূরি নিয়ে ভাবতে শুরু করে, তখন ওভাল অফিসের অধিপতির ক্ষমতা যেন ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। বিশেষ করে দ্বিদলীয় সহযোগিতার ছিটেফোঁটাও না থাকা এই যুগে অভ্যন্তরীণ আইন প্রণয়নের কাজ সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ে।

তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার দিনগুলো যত ঘনিষ্ঠে আসে এবং প্রেসিডেন্টরা নিজেদের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কথা চিন্তা করতে থাকেন, তখন তাঁদের সামনে একটা জায়গাই বাকি থাকে—বাকি বিশ্বের ওপর প্রভাব খাটানো।

১৯৯২ সালে নিজ মেয়াদের শেষ সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ দুর্ভিক্ষ দূর করার লক্ষ্যে সোমালিয়ায় ২৮ হাজার মার্কিন সেনা পাঠিয়েছিলেন। বিল ক্লিনটনের ক্ষেত্রে তা ছিল ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত অবসানের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার একটি একনিষ্ঠ কিন্তু ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

অন্যদিকে বারাক ওবামা কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে হাভানা সফর



করেছিলেন, যার মাধ্যমে রচিত হয় এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। পাশাপাশি তিনি মেয়াদের শেষ লগ্নে ইরানের সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি সফলভাবে সম্পন্ন করতে জোর তাগিদ দিয়েছিলেন। আর মাত্র ১০ দিনের মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর মেয়াদের এমন এক পড়ন্ত বিকেলে বা গোপালিলগ্নে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের নিয়ন্ত্রণ হারানো তাঁর প্রায় নিশ্চিত, এমনকি ডেমোক্র্যাটিক সিনেটের মুখোমুখি হওয়াও তাঁর জন্য অসম্ভব কিছু নয়।

অভ্যন্তরীণ নীতি পাসের যেকোনো আশা একবারেই মিলিয়ে যাবে। এর বদলে তাঁকে মুখোমুখি হতে হবে বেশ কিছু তদন্তের, যা তাঁকে আবারও অভিশংসনের মুখে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। তবে বিশ্বমঞ্চের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। আর বুশ সিনিয়র, ক্লিনটন বা ওবামার মতো ট্রাম্পের উদ্দেশ্যগুলো কিন্তু মোটেও শান্তিপূর্ণ নয়। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম দুই বছর যতটা বিপর্যয়কর ছিল, শেষের দুই বছর হতে পারে তার চেয়েও ভয়াবহ।

মধ্যবর্তী নির্বাচন শেষ হলেই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে এক অন্তহীন যুদ্ধ নতুন করে শুরু করার পরিকল্পনা করছে বলে জানা গেছে। এরই মধ্যে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যৌথ মহড়া পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অঞ্চলটি থেকে মার্কিন কূটনীতিকদের সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

এমন একটি নজিরবিহীন সম্মেলন যদি সত্যি বাস্তবায়িত হয়, তবে বাকি বিশ্বের জন্য এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। এই তিন নেতারই মূল লক্ষ্য বিশ্বের পরিচালনাব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া, মূলত সমগ্র বিশ্বকে নিজ নিজ প্রভাববলয়ে বিভক্ত করে ফেলা।

অপর দিকে ইউক্রেনকে রাশিয়ার হাতে বিকিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াও পুরোদমে চলছে। গত সপ্তাহেই ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছেন, ‘রাশিয়া সত্যি বলতে ইউক্রেন ইস্যুতে ঠিকই আছে।’

মধ্যপ্রাচ্যে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন যুদ্ধ এবং ইউরোপে ভোষণনীতির পাশাপাশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা, যা ট্রাম্প তাঁর মেয়াদের শেষ বছরগুলোতে নির্মমভাবে তুরান্বিত করবেন। পুতিন তিনি নিজে ট্রাম্প ও চীনের সি চিন পিংয়ের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন, যা আগামী মাসে চীনে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

এমন একটি নজিরবিহীন সম্মেলন যদি সত্যি বাস্তবায়িত হয়, তবে বাকি বিশ্বের জন্য এর পরিণতি হতে পারে ভয়াবহ। এই তিন নেতারই মূল লক্ষ্য বিশ্বের পরিচালনাব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া, মূলত সমগ্র বিশ্বকে নিজ নিজ প্রভাববলয়ে বিভক্ত করে ফেলা। একটি মাত্র শীর্ষ সম্মেলন একটি ধারণাকে হয়তো রাতারাতি বাস্তবে রূপ দেবে না, তবে এটি আমাদের এক অত্যন্ত বিপজ্জনক পথের দিকে ঠেলে দেবে।

দুই বছর ধরে আমরা পশ্চিমা বিশ্বের পতন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি, আর এ মুহূর্ত যেন সেই সব ভয়কেই বাস্তবে রূপ দেওয়ার মতো এক সন্ধিক্ষণ।

বিশ্বকে প্রভাববলয়ে বিভক্ত করা এবং স্বৈরশাসকদের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রাম্প প্রশাসনের যে প্রচেষ্টা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা বহু আগে থেকেই স্পষ্ট। গত বছরের জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ার মার্কিন ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের চরম সমালোচনা করা হয়েছিল। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় ছিল, দলিলটিতে যা লেখা হয়নি তা। সেখানে রাশিয়া ও চীন দুই দেশই সরাসরি সমালোচনা থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

তাইওয়ানের প্রতি হুমকি বর্ণনা করে লেখা হয়টি অনুচ্ছেদের একটিতেও চীনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়নি। উল্টো নথির অন্যত্র চীনের প্রশংসা করে বলা হয়েছে।

ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের অংশে এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল, তার কোনো উল্লেখ ছিল না, কিংবা পুতিনকে পরাজিত করা উচিত বলেও কোনো প্রস্তাব দেওয়া হয়নি; বরং যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে ইউরোপ ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারে, সেদিকেই নজর দেওয়া হয়েছিল। পুতিনের জন্য এটি প্রায় তিন দশকের দীর্ঘ এক প্রচেষ্টার সাফল্য। —বাকী অংশ ২৯ পাতায়

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো
আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র
হননের হাতিয়ার নয়!

বিশ্বজুড়ে জেন-জি বিক্ষোভে ইইউ একো ফাটলের সম্ভাবনা ড. ফরিদুল আলম

বিশ্বজুড়ে জেন-জি বিক্ষোভ একের পর এক ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন দেশে, যার বর্তমান হটস্পটে পরিণত হয়েছে ইউরোপ। এই ইউরোপের মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে জটিল অবস্থায় রয়েছে ফ্রান্স।

দেশজুড়ে এই আন্দোলনের শুরুটা শিক্ষার সংস্কার নিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে এটি দানা বেঁধেছে জীবনযাত্রার সব খাতে অতিরিক্ত ব্যয় নিয়ে জন-অসন্তোষের প্রবল বিক্ষোভের মাধ্যমে। আমরা জানি একসময় বিনা মূল্যে শিক্ষার জন্য ইউরোপ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পেলেও ক্রমান্বয়ে গুটিকয়েক দেশ ছাড়া বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশগুলোতেই শিক্ষা এখন আর ফি মুক্ত নয়। শিক্ষা খাতে ধারাবাহিকভাবে সরকারি ভর্তুকি কমিয়ে দেওয়া বা প্রত্যাহারের সঙ্গে শিক্ষক স্বল্পতা এবং শিক্ষা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা মানুষকে এই খাত নিয়ে বিধিয়ে তোলে। ছাত্রদের এই আন্দোলনে এক পর্যায়ে সম্পৃক্ত হতে থাকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, আর এর জেরে কয়েক সপ্তাহ ধরে ফ্রান্সের বড় শহরগুলোর বিপণিবিতান, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে আঘাত আসে।

বিক্ষোভ দমন করতে গতকাল পর্যন্ত ফ্রান্সে ৭০ হাজারের বেশি সরকারি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে, গ্রেপ্তার করা হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে। তবুও দমানো যাচ্ছে না। এটি এখন ফ্রান্সের সীমানার বাইরে গ্রিস, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, ইতালি, স্পেন, আলবেনিয়াসহ ইউরোপের বাইরে ল্যাটিন আমেরিকার কয়েকটি দেশেও ছড়িয়ে পড়ছে।

এসব আন্দোলনের আবহ ইউরোপে ছড়িয়ে পড়াটা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এর মূল কারণ হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই কার্যত ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে শাসন করছে।

অর্থনৈতিক, বিশ্বজুড়ে জেন-জি বিক্ষোভে ইইউ একো ফাটলের সম্ভাবনাসামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে এসব ভূমিকা গোটা বিশ্ব তথা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতির জন্য এক ধরনের কার্যকর নির্ভরশীলতায় পরিণত করেছে। বাংলাদেশের কথাই যদি ধরি, তাহলে বলতে হয় দেশটির মোট রপ্তানির অর্ধেকের বেশি আসে এই ইউরোপ থেকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশাল সংখ্যার জনশক্তি রেমিট্যান্স প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের দেশগুলোতে রয়েছে একটা বড় সংখ্যার অভিবাসী, যারা মূলত এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে যাওয়া।

ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যার সাত ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ প্রায় এক কোটি নাগরিক বিভিন্ন দেশের অভিবাসী। এর বাইরে দেশটিতে রয়েছে মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ মুসলিম, তারাও মূলত বিভিন্ন মুসলিম দেশগুলো থেকে গিয়ে এক পর্যায়ে বংশানুক্রমিকভাবে দেশটির নাগরিকত্ব অর্জন করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন আজ অভিবাসী নিয়ে অনেক নেতিবাচক মন্তব্য করলেও ইউরোপের মতো এসব অভিবাসীরাই কার্যত এসব দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব কথার অবতারণা এ কারণেই যে এসব আন্দোলনে অভিবাসীদের উসকানি রয়েছে বলে সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সমপ্রতি এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, “সম্পূর্ণ ভিন্ন জগৎ থেকে আসা, হৃদয়ে ঘৃণা পোষণ করা একদল লোক দেশটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।” তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেছেন, “বৈচিত্র্য এবং সহানুভূতির নামে পশ্চিমা উদারপন্থীরা তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে ফ্রান্সে এনেছেন।”

বাস্তবে ট্রাম্প এবং ভ্যান্স যে কথাগুলো বলতে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, এটা কতটা সত্য, তা বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে অতীতের আন্দোলন এবং বিক্ষোভের সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ের বিক্ষোভকে এক করে দেখার সুযোগ নেই। অতীতে বিভিন্ন সময়ে বর্ণবাদ এবং অভিবাসীদের প্রতি বিরূপ আচরণকে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নাশকতার ঘটনা ঘটলেও এর রেশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই আন্দোলন ফ্রান্সসহ অপরাপর দেশগুলোর কাঠামোগত বাস্তবতাকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এর মধ্য দিয়ে এটাই বোঝানো হচ্ছে যে রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারগুলো যে নীতি অবলম্বন করে যাচ্ছে, তা বাস্তবসম্মত এবং সর্বজনীন নয়। জনগণের করের পয়সার বিনিময়ে জনকল্যাণের দিকটি উপেক্ষিত হয়ে আছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের মতো বিষয়গুলো মৌলিক হলেও সরকারি নীতির কারণে তা আজ মানুষের কাছে ব্যয়বহুল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের নীতির বলি হতে হচ্ছে জনগণকে, অথচ সরকারকে এই মৌলিক খাতগুলোতে কৃচ্ছ্রতা সাধন করতে হচ্ছে বর্তমান সময়ের অপ্রয়োজনীয় কিছু যুদ্ধে এবং সামরিক সহায়তায় ব্যয় এবং এর ফলশ্রুতিতে জ্বালানি তেলসহ বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণে। এর দায়ভার সাধারণ মানুষ মেনে নিতে চাইছে না। এখানে ডানপন্থী বনাম বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তির প্রতিযোগিতাকেও বড় করে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে ফ্রান্সে আগামী বছরের এপ্রিল মাসের জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জনমত জরিপে অনেকটাই এগিয়ে থাকা ডানপন্থী নেতা মেরিন ল্য পিন, এমনকি মধ্য বামপন্থী হিসেবে পরিচিত বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য-বাকী অংশ ২৯ পাতায়



VIRASAT CAFE

Taste of Home

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

READY TO GO

FRESH DESHI SNACKS
COOKIES, TEA & COFFEE
CAKES & DELICIOUS SWEETS
AND MORE



Real Deshi Taste of
Yogurt
In Natural Clay Pot






WE TAKE ORDER FOR ALL OCCASIONS

37-39 74TH STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
718-791-8203 | WWW.VIRASATCAFE.COM

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



দুর্গাপূজা শেষ, মানুষের পরীক্ষা কি এবার শুরু? জহিরুল ইসলাম

প্রতিমা বিসর্জনের পর নদীর জল আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে। মন্দিরের আলো নেভে, উৎসবের ভিড় কমে, শহর ও জনপদ ফিরে যায় চেনা জীবনে। কয়েক দিনের আনন্দ, আয়োজন ও শুভেচ্ছা ধীরে ধীরে স্মৃতির অংশ হয়ে ওঠে। কিন্তু উৎসবের সঙ্গে যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও মানবিকতার কথা আমরা বলি, সেগুলোর কী হয়? সেগুলোও কি উৎসবের আলোর সঙ্গে মিলিয়ে যায়, নাকি মানুষের দৈনন্দিন আচরণে বেঁচে থাকে?

দুর্গাপূজা শেষ হওয়ার পর এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, একটি উৎসব কতটা জাঁকজমকপূর্ণ হলো, কত মানুষ মন্দিরে এলেন কিংবা কত সুন্দর আয়োজন করা হলো—এসব দিয়ে তার সামাজিক তাৎপর্য পুরোপুরি বোঝা যায় না। আরও গভীর একটি মানদণ্ড আছে: উৎসব আমাদের মানুষ হিসেবে কতটা উদার, সংবেদনশীল ও ন্যায্যপারায়ণ হতে শেখাল?

উৎসবের আনন্দ মূল্যহীন নয়। মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমানো, পরিচিত-অপরিচিতের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখা এবং সম্মিলিত আনন্দের সুযোগ সৃষ্টি করা—এসবের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। দুর্গাপূজা ধর্মীয় উপাসনার পাশাপাশি বহু মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক মিলন, শিল্পের প্রকাশ ও সামাজিক অংশগ্রহণের উপলক্ষও। কিন্তু এই আনন্দের অর্থ তখনই গভীর হয়, যখন তার মানবিক শিক্ষা উৎসবের নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম করে। প্রশ্ন হলো, সেই উত্তরণ কতটা ঘটে?

উৎসবের সম্প্রীতি, দৈনন্দিন জীবনের দূরত্ব ধর্মীয় উৎসবের সময় মানুষ একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানায়, মন্দিরে যায়, সাংস্কৃতিক আয়োজনে অংশ নেয়, আনন্দ ভাগ করে নেয়। এসব দৃশ্য সামাজিক সম্প্রীতির সম্ভাবনাকে দৃশ্যমান করে। ভিন্ন ধর্মের মানুষের পাশাপাশি দাঁড়ানো, একে অন্যের আনন্দকে সম্মান করা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করার মধ্যে একটি উদার সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সম্প্রীতির অর্থ শুধু উৎসবের দিনে পাশাপাশি দাঁড়ানো নয়। এর প্রকৃত পরীক্ষা হয় দৈনন্দিন জীবনে—যখন ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হন, যখন কারও ধর্মীয় পরিচয় তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার বাধা হয়ে দাঁড়ায়, যখন মতের অমিলের কারণে কাউকে অপমান করা হয় কিংবা কারও নাগরিক অধিকার উপেক্ষিত হয়।

কোনো উৎসবে অংশ নেওয়া মানেই একজন মানুষ সব ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্ত—এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না। আবার উৎসবে অংশ না নেওয়াকে অসহিষ্ণুতার প্রমাণ বলাও যুক্তিসংগত নয়। মানুষের বিশ্বাস, পছন্দ ও অংশগ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ হলো, অন্যের সেই স্বাধীনতাকে আমরা কতটা সম্মান করি।

সম্প্রীতি তাই কেবল সৌজন্যের বিষয় নয়; এটি ন্যায়বোধেরও প্রশ্ন। কারও সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলা সহজ, কিন্তু তার সমান অধিকার রক্ষায় নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন। উৎসব আমাদের প্রথম কাজটি করতে শেখাতে পারে; দ্বিতীয়টির জন্য প্রয়োজন গভীর সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিক সাহস।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বাস্তবতা এক নয়। ইতিহাস, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং সামাজিক অভিজ্ঞতায় তাদের পার্থক্য রয়েছে। তবু দুই বাংলার মানুষের কাছে একটি প্রশ্ন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক: ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের বৈচিত্র্যকে আমরা কি কেবল উৎসবের সৌন্দর্য হিসেবে গ্রহণ করি, নাকি সমান মর্যাদায় একসঙ্গে বেঁচে থাকার নীতিও হিসেবে মানি?

দেবীর আরাধনা, জীবিত নারীর মর্যাদা দুর্গাপূজার আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক রয়েছে। দেবী দুর্গা শক্তি, সাহস এবং অশুভের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতীক। তাঁর আরাধনায় নারীর শক্তির যে প্রতীকী স্বীকৃতি প্রকাশ পায়, তা আমাদের একটি অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়: দেবীকে শক্তির প্রতীক হিসেবে সম্মান জানালেও বাস্তব জীবনের নারীর স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে আমরা কতটা স্বীকার করি?

এই প্রশ্ন তোলার অর্থ ধর্মীয় উপাসনার মূল্য অস্বীকার করা নয়। বরং প্রতীক ও বাস্তবতার সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করা। কোনো সমাজে নারীকে দেবীর আসনে বসানো হতে পারে, অথচ সেই সমাজের কোনো নারী নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। নারীকে সম্মানের কথা বলা হতে পারে, অথচ তাঁর শ্রমের যথাযথ স্বীকৃতি নাও মিলতে পারে। তাঁর সাফল্যে গর্ব করা হতে পারে, অথচ তাঁর মতপ্রকাশ, চলাফেরা কিংবা ব্যক্তিগত পছন্দের স্বাধীনতা নিয়ে আপত্তি উঠতে পারে।

এখানে মূল প্রশ্ন ধর্মের নয়, আচরণের। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা যদি কেবল প্রতীকী আরাধনায় সীমাবদ্ধ থাকে, তবে সেই শ্রদ্ধার সামাজিক তাৎপর্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। জীবিত নারীকে মানুষ হিসেবে স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সমান মর্যাদা দেওয়া ছাড়া নারীর শক্তির বন্দনা পূর্ণতা পায় না।

এই উপলব্ধি শুধু দুর্গাপূজার জন্য প্রযোজ্য নয়। যে কোনো সমাজে নারীকে নিয়ে উচ্চকিত প্রশংসা এবং বাস্তব জীবনে তাঁর অধিকার সংকুচিত করার মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা যায়, তা নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। উৎসবের প্রতীক আমাদের প্রশ্ন করার ভাষা দিতে পারে; উত্তর খুঁজতে হবে সমাজের বাস্তবতায়।

উৎসবের আলোয় অদৃশ্য মানুষেরা উৎসবের সৌন্দর্য দেখতে গিয়ে আমরা অনেক সময় সেই সৌন্দর্য নির্মাণের পেছনে থাকা মানুষদের কথা ভুলে যাই। প্রতিমামিল্লী, কারিগর, আলোকসজ্জার কর্মী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের শ্রমে উৎসবের আয়োজন পূর্ণতা পায়। অথচ তাঁদের অনেকের জীবনেই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, শ্রমের যথাযথ স্বীকৃতির অভাব কিংবা সামাজিক অবমূল্যায়ন থেকে যায়।

উৎসবের জাঁকজমক তাই আরেকটি প্রশ্ন সামনে আনে: আনন্দের আয়োজন যাদের শ্রমে সম্ভব হয়, সেই মানুষগুলোর জীবন কতটা মর্যাদাপূর্ণ? তাঁদের শ্রমের মূল্য, কাজের পরিবেশ ও সামাজিক স্বীকৃতি নিয়ে আমরা কতটা ভাবি?

এখানে উৎসবের আনন্দকে ছোট করে দেখার কিছু নেই। বরং আনন্দের পরিধি আরও বিস্তৃত

করার কথা রয়েছে। যে আনন্দ অন্যের শ্রমকে স্বীকার করে, যে উদ্যাপন সমাজের অপেক্ষাকৃত দুর্বল মানুষের অবদানকে দৃশ্যমান করে, যে সংস্কৃতি মানুষের মর্যাদাকে অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে ভাগ করে না—সেই আনন্দই অধিকতর মানবিক।

সমাজের বৈষম্য কোনো একটি উৎসবের কারণে তৈরি হয় না, আবার একটি উৎসবের মাধ্যমে তা দূরও হয়ে যায় না। কিন্তু উৎসব আমাদের সামনে বৈষম্যকে নতুন করে দেখার একটি সুযোগ তৈরি করতে পারে। প্রশ্ন হলো, আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করি কি না।

বিশ্বাসের মর্যাদা, স্বাধীনতার দায় মানুষের জীবনে ধর্মের ভূমিকা বহুমাত্রিক। ধর্ম অনেকের কাছে বিশ্বাস, আশ্রয়, নৈতিক প্রেরণা ও জীবনের অর্থ খোঁজার পথ। আবার মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন, যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের বাইরে থেকে জীবন ও নৈতিকতার অর্থ অনুসন্ধান করেন। একটি বহুত্ববাদী সমাজে এই ভিন্নতার সহাবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সহাবস্থান মানে কেবল পরস্পরকে সহ্য করা নয়। এর অর্থ এমন একটি সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা, যেখানে কেউ নিজের বিশ্বাস পালন করতে গিয়ে ভয় বা বৈষম্যের শিকার হবেন না, আবার কেউ অবিশ্বাসী কিংবা ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ার কারণে অপমানিত হবেন না। একজনের স্বাধীনতা যেন অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার কারণ না হয়।

এই জায়গায় উৎসবের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আরও গভীর। মানুষ নিজের বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবে, অন্যের বিশ্বাসের স্বাধীনতাও স্বীকার করবে—এটাই পারস্পরিক মর্যাদার ভিত্তি। সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে একই রকম বিশ্বাসী হতে হবে না; প্রয়োজন ভিন্নতার মধ্যেও ন্যায্য সম্পর্ক বজায় রাখার সদিচ্ছা। তবে সদিচ্ছা একা যথেষ্ট নয়। নাগরিক অধিকার রক্ষা, বৈষম্যের প্রতিকার, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব

রয়েছে। সম্প্রীতি কেবল ব্যক্তিগত সৌজন্যের ওপর ছেড়ে দিলে চলবে না; তাকে ন্যায়বিচার ও সমান অধিকারের ভিত্তিও দিতে হবে।

একই সঙ্গে আমাদের নিজস্বের আচরণও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমরা কি কেবল নিজের মতের মানুষের অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন, নাকি ভিন্নমতের মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও প্রতিবাদ করি? নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় হলে যেমন কষ্ট পাই, অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি অন্যায় হলেও কি তেমনই বিচলিত হই? ন্যায়বোধের সর্বজনীনতা যাচাই করার জন্য এই প্রশ্নগুলো জরুরি। কারণ, নিজের পরিচয়ের মানুষের প্রতি সহানুভূতি সহজাত হতে পারে; কিন্তু অপরিচিত কিংবা ভিন্ন পরিচয়ের মানুষের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসার মধ্য দিয়ে নৈতিকতার গভীরতা প্রকাশ পায়।

উৎসবের পরেই আত্মজিজ্ঞাসা উৎসব মানুষের জীবনে আনন্দ আনে, স্মৃতি তৈরি করে, সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু উৎসবের কাছে এমন কোনো অলৌকিক প্রত্যাশা রাখা উচিত নয় যে কয়েক দিনের উদ্যাপনেই সমাজের সব বৈষম্য, বিদ্বেষ ও অন্যায় দূর হয়ে যাবে। সামাজিক পরিবর্তন দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, সচেতনতা, ন্যায্যসংগত প্রতিষ্ঠান, দায়িত্বশীল নাগরিক আচরণ এবং নিজের ভুল স্বীকার করার মানসিকতা।

তবু উৎসবের মূল্য এখানেই যে, তা আমাদের সম্মিলিতভাবে ভাবার একটি উপলক্ষ দেয়। প্রতিমা বিসর্জনের পর আমরা যদি কেবল পরবর্তী উৎসবের প্রস্তুতির অপেক্ষা করি, তাহলে হয়তো তার আনন্দটুকু উপভোগ করব, কিন্তু তার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব এমন মানবিক শিক্ষার বড় অংশই অনালোচিত থেকে যাবে।

প্রকৃত পরিবর্তন শুরু হতে পারে ছোট ছোট আচরণ থেকে—ভিন্ন পরিচয়ের প্রতিবেশীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া, কর্মক্ষেত্রে নারীর মতামতকে মর্যাদা দেওয়া, শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য পারিশ্রমিকের প্রশ্ন তোলা, গুজব ও বিদ্বেষ ছড়ানোর আগে সত্য যাচাই করা কিংবা অন্যায়কে নিজের পক্ষের বলে উপেক্ষা না করা। এসব কাজের কোনোটিই উৎসবনির্ভর নয়; বরং উৎসবের মানবিক তাৎপর্যকে দৈনন্দিন জীবনে বহন করার উপায়।

এখানে আত্মসমালোচনাটিও জরুরি। আমরা অন্যের অসহিষ্ণুতা সহজে দেখতে পাই, নিজের অসহিষ্ণুতাকে অনেক সময় যুক্তি দিয়ে আড়াল করি। অন্যের পক্ষপাতকে অন্যায় বলি, নিজের পক্ষপাতকে স্বাভাবিক মনে করি। অন্যের আচরণে মানবিকতার অভাব খুঁজি, অথচ নিজের সুবিধার জন্য কতবার অন্যের অসুবিধাকে উপেক্ষা করি, সেই হিসাব রাখি না।

এই প্রবণতা কোনো একটি ধর্ম, সম্প্রদায় বা দেশের মানুষের একক বৈশিষ্ট্য নয়। এটি মানুষেরই একটি দুর্বলতা। তাই উৎসব-পরবর্তী আত্মজিজ্ঞাসা অন্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য নয়; নিজের অবস্থানও সেখানে পরীক্ষা করার জন্য।

দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জিত হয়েছে, উৎসবের আয়োজন গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার কোনো বিসর্জন নেই। সেই দায় রয়ে যায় প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কে, কর্মক্ষেত্রে, নাগরিক জীবনে, মতের বিরোধে এবং অন্যায়ের মুখোমুখি দাঁড়ানোর মুহূর্তে। উৎসবের আলো একসময় নিভে যায়। কিন্তু সেই আলোয় আমরা যে মানুষকে দেখেছি, তাঁর প্রতি আমাদের দায়িত্ব শেষ হয় না। বরং দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক আলো-অন্ধকারে ফিরে গিয়েই বোঝা যায়, উৎসব আমাদের ভেতরে কতটা পরিবর্তন আনতে পেরেছে।

দুর্গাপূজার পর তাই প্রশ্নটি শুধু এই নয় যে, আমরা কত সুন্দর করে উৎসব উদ্যাপন করলাম; প্রশ্ন হলো, উৎসবের আনন্দ পেরিয়ে অন্য মানুষের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকারের পাশে দাঁড়াতে আমরা কতটা প্রস্তুত?

লেখক : জহিরুল ইসলাম ; সাংবাদিক ও কলামিস্ট, কক্সাজার, বাংলাদেশ।

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নি আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নি মঈন চৌধুরী



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



♦ গাড়ী দুর্ঘটনা
♦ বিন্ডিং এ দুর্ঘটনা,
♦ কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
♦ ট্রিপ এন্ড ফল
♦ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন

৯১৭-২৮২-৯২৫৬

♦ কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
♦ স্লিপ এন্ড ফল
♦ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
♦ লেড পয়জনিং

IMMIGRATION

• স্টুডেন্ট ভিসা • ডিপার্টেশন কেইসেস
• ইন্ভেস্টমেন্ট ভিসা • ভিজিট ভিসা - এন্ট্রেনশন সহ
• বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড • সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ ও সাম্প্রদায়িকতা সুধীর বরণ মাঝি

জন্মেছি এই বাংলায়, ধন্য তাই এই জীবন। বাংলাদেশ একটি বহু ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের দেশ। হাজার বছরের ইতিহাসে এ ভূখণ্ডে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করেছে। পারস্পরিক সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও মানবিক সম্পর্ক আমাদের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য। বাংলাদেশের ইতিহাস শুধু একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাস নয়; এটি একই সঙ্গে বহুত্ববাদী, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক একটি সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস। এ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে মিশে আছে নানা ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির মানুষের দীর্ঘদিনের সহাবস্থান। মসজিদের আজান, মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি, গির্জার প্রার্থনা কিংবা বৌদ্ধবিহারের প্রার্থনা-সব মিলিয়েই বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। এই শক্তির ভিত কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ, গুজব, রাজনৈতিক স্বার্থ ও সামাজিক অসহিষ্ণুতায় আক্রান্ত হয়।

সাম্প্রদায়িকতা কোনো হঠাৎ তৈরি হওয়া সমস্যা নয়। এটি মানুষের চিন্তা, সামাজিক আচরণ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভেতরে ধীরে ধীরে জায়গা করে নেয়। প্রথমে তৈরি হয় ‘আমরা’ ও ‘তারা’-র বিভাজন। এরপর ভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস জন্ম নেয়। একপর্যায়ে সেই অবিশ্বাস ঘৃণায় রূপ নেয় এবং সুযোগ পেলে তা সহিংসতায় পরিণত হয়। তাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই শুধু কোনো ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েনের বিষয় নয়; এটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। প্রত্যেক মানুষের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং অন্যের ধর্ম, বিশ্বাস ও অধিকারকে সমানভাবে সম্মান করাই অসাম্প্রদায়িকতার মূল কথা। একজন মানুষ যেমন তার ধর্ম পালন করবেন, তেমনি অন্য একজনেরও একই অধিকার থাকবে। এই পারস্পরিক সম্মানই একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্রের ভিত্তি। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ শুধু একটি রাজনৈতিক শ্লোগান নয়; এটি নাগরিকের নিরাপত্তা, মর্যাদা, সমঅধিকার এবং রাষ্ট্রের

ন্যায়বিচারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি বিষয়। অসাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণা আছে। অনেকে মনে করেন, অসাম্প্রদায়িকতার অর্থ ধর্মকে অস্বীকার করা। অসাম্প্রদায়িকতা মানে হলো-রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে নাগরিক অধিকারের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করবে না এবং প্রত্যেক মানুষ তার নিজস্ব ধর্ম পালন করার পাশাপাশি অন্যের ধর্মীয় স্বাধীনতাকেও সম্মান করবে। বাংলাদেশের সংবিধানে এই ধারণার সুস্পষ্ট ভিত্তি রয়েছে। সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১২ অনুচ্ছেদে সাম্প্রদায়িকতা দূর করা, কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা না দেওয়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বন্ধ করা এবং

কোনো নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বা নিপীড়ন দূর করার কথা বলা হয়েছে। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ২৮ অনুচ্ছেদে ধর্মসহ বিভিন্ন পরিচয়ের ভিত্তিতে বৈষম্য না করার নীতি রয়েছে।

আবার ৪১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের ধর্ম পালন, চর্চা ও প্রচারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু নাগরিকের নিরাপত্তা কোনো বিশেষ সুবিধা নয়; এটি তার সাংবিধানিক অধিকার। বাংলাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এ দেশের নাগরিকত্ব কোনো একটি ধর্মের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যার ৯১ দশমিক ০৪ শতাংশ মুসলিম, ৭ দশমিক ৯৫ শতাংশ হিন্দু, ০ দশমিক ৬১ শতাংশ বৌদ্ধ, ০ দশমিক ৩০ শতাংশ খ্রিস্টান এবং ০ দশমিক ১২ শতাংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। এই পরিসংখ্যান আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য মনে করিয়ে দেয়-বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতা বহুধর্মীয়। তাই রাষ্ট্রের দায়িত্বও বহুধর্মীয় নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা। সংখ্যাগরিষ্ঠতা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি বাস্তব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় হতে পারে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা কখনো সংখ্যালঘুর অধিকার হরণ করার লাইসেন্স হতে পারে না। একটি রাষ্ট্রের নৈতিক শক্তি বোঝা যায় সে রাষ্ট্রে কমসংখ্যক মানুষের অধিকার কতটা নিরাপদ, তা দিয়ে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের শক্তি তখনই মহৎ হয়ে ওঠে, যখন তা দুর্বল বা কমসংখ্যক মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালির রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম। দীর্ঘদিনের বৈষম্য, শোষণ, বঞ্চনা ও অধিকারহীনতার বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ধর্মের পরিচয় তখন মানুষের ঐক্যের পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে লড়েছেন, জীবন দিয়েছেন এবং একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল এমন একটি রাষ্ট্রের, যেখানে মানুষ তার অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে। মুক্তিযুদ্ধের চेतনার কথা বললে অসাম্প্রদায়িকতার কথাও বলতে হবে।

আজকের প্রজন্মকে তাই শুধু ১৯৭১ সালের তারিখ ও ঘটনা মুখস্থ-বাকী অংশ ১৮ পাতায়

নেতৃত্বের মুখোশে স্বার্থের রাজত্ব জেপুলিয়ান দত্ত জেপু

নেতৃত্ব একটি মহৎ গুণ, একটি গুরুদায়িত্ব এবং মানুষের বিশ্বাস ও ভালোবাসা অর্জনের কঠিন পরীক্ষা। সমাজে নেতৃত্ব দেওয়া যতটা সহজ বলে মনে হয়, প্রকৃত অর্থে নেতৃত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। কারণ, নেতা হওয়া যায় পদ-পদবি, অর্থবিশিষ্ট কিংবা প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে; কিন্তু প্রকৃত নেতা হতে হলে প্রয়োজন বিনয়, সততা, মানবিকতা, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের মানসিকতা। অহংকারের উর্ধ্বে উঠে যিনি মানুষকে ভালোবাসতে পারেন, সদাহাস্যোজ্জ্বল মুখে যিনি সবার সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেন এবং যিনি নিজের স্বার্থের চেয়ে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থকে প্রাধান্য দেন, তিনিই প্রকৃত নেতৃত্বের দাবিদার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, নেতৃত্বের এই মৌলিক গুণাবলির ঘাটতি আজ আমাদের সমাজের একাংশে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

সমাজে নেতৃত্বের আসনে বসার আকাঙ্ক্ষা অনেকেরই থাকে, কিন্তু সেই আসনের মর্যাদা রক্ষার যোগ্যতা সবার থাকে না। কেউ নেতৃত্বকে দেখেন জনসেবার পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে, আবার কেউ একে ব্যক্তিগত চরিতার্থ করার মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। তাদের মুখে থাকে সমাজের উন্নয়ন, মানুষের কল্যাণ ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বুলি; অথচ অন্তরের গহিনে লুকিয়ে থাকে লোভ, হিংসা, প্রতিহিংসা, আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা কিংবা আর্থিক সুবিধা লাভের দুরভিসন্ধি। কেউ অতীতের অপকর্মের কালিমা মুছে ফেলতে নেতৃত্বের আশ্রয় খোঁজেন, কেউ ব্যক্তিগত জেদ ও অহংবোধের তাড়নায় অন্যকে পরাভূত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাদের কাছে নেতৃত্ব মানুষের সেবা করার অঙ্গীকার নয়, বরং নিজের প্রভাব বিস্তার ও স্বার্থরক্ষার নিরাপদ আশ্রয়। এ ধরনের নেতৃত্বের সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হলো সমাজে বিভেদ ও অবিশ্বাসের বিস্তার। যেখানে নেতৃত্বের মূল ভিত্তি হওয়ার কথা ভালোবাসা, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় ভয় ও কর্তৃত্বের সংস্কৃতি। যেখানে মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার কথা, সেখানে জন্ম নেয় দলাদলি, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা। সমাজের উন্নয়ন, অসহায় মানুষের কল্যাণ কিংবা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের মতো মহৎ বিষয়গুলোও তখন অনেক ক্ষেত্রে লোকদেখানো কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়। জনকল্যাণের নামে চলে আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতা, আর সেবার আবারের আড়ালে সক্রিয় থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের নিরন্তর প্রয়াস। ফলে সমাজের প্রকৃত সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থেকে যায়, অথচ নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রশ্ন জাগে, যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারেন না, তিনি কীভাবে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করবেন? যার হৃদয়ে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, যার আচরণে বিনয় নেই, যার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা নেই, তিনি কেবল নেতৃত্বের আসনে বসেই কি মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারবেন? মনে রাখতে হবে, পদমর্যাদা মানুষকে সাময়িক ক্ষমতা দিতে পারে, কিন্তু সম্মান অর্জন করতে হয় নিজের কর্ম, চরিত্র ও আচরণের মধ্য দিয়ে। জোর করে আনুগত্য আদায় করা যায়, কিন্তু হৃদয়ের ভালোবাসা জয় করা যায় না। ভয় দেখিয়ে মানুষকে নীরব রাখা যায়, কিন্তু তাদের বিশ্বাস অর্জন করা যায় না।

বিশেষ করে ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধ আরও গভীর হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম মানুষকে সংযম, সত্যনিষ্ঠা, পরোপকার, সহমর্মিতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দেয়। অথচ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব যদি ব্যক্তিগত বিরোধ, আর্থিক স্বার্থ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মাধ্যম হয়ে ওঠে, তবে তা কেবল নেতৃত্বের অবক্ষয় নয়, প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও মর্যাদাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক জাঁকজমক যতই বৃদ্ধি পাক, মানুষের হৃদয়ে যদি মানবিকতা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ না ঘটে, তবে সেই আয়োজনের সামাজিক তাৎপর্য অর্পণই থেকে যায়।

আমাদের মনে রাখা উচিত, সমাজ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, নেতৃত্বও কারও বংশগত অধিকার কিংবা একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সনদ নয়। সমাজের প্রতিটি মানুষ সম্মান, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রাখেন। তাই নেতৃত্বের মূল্যায়ন করতে হবে কথার চাকচিক্য দিয়ে নয়, কাজের স্বচ্ছতা দিয়ে; আত্মপ্রচারের জৌলুশ দিয়ে নয়, মানুষের -বাকী অংশ ১৮ পাতায়

SYLHET MOTORS Inc.

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

Getting Approved is EASY
Bad Credit ?
No Credit ?
No Problem.

YOU WORK
YOU DRIVE

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

জীবনানন্দ দাশ এক নক্ষত্র বিম্বিত জলাশয় কামরুল ইসলাম

তিরিশের প্রধান পাঁচজন আধুনিক কবির মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সর্বাধিক প্রভাবসঞ্চারী ও প্রতিনি-ধিত্বকারী কবি হিসেবে তাঁর পরের কবিদের আলোড়িত করেছেন, তাঁদের নতুন ভাষায় নতুন কবিতা লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি আজ কবিদের কবি।

ক্রিনটন বি সিলি লেখেন—

‘ভাষার বাধা সত্ত্বেও জীবনানন্দের কবিতার এমন ক্ষমতা আছে, যা আমাদের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে পারে সূক্ষ্মভাবে জড়িত আবেগমখিত কল্পনাশক্তি কেমন জিনিস। যাঁর এমন কল্পনাশক্তি, তিনি সাধারণ মানুষ, আবার অসাধারণ কবি; এবং সাধারণ কবিদের চেয়ে পৃথকও বটে।’ (আ পোয়েট অ্যাপার্ট, ৩৪০)

জীবনানন্দ দাশ কবিতার সংসারে সেই মেনে যাওয়া মানুষ, যাঁকে কবিতার বারামখানায় আকাশ ও নক্ষত্রের ঐশী আলোয় চিত্ত-বিমোচনের সাধনায় আমরা সিক্ত হতে দেখেছি। নক্ষত্র আর অন্ধকারের এক যৌথ খেলার মধ্যে তাঁর পোয়েটিক প্লেজার যে জটিল চিত্রকল্পের জন্ম দেয়, তা হঠাৎ জেগে ওঠা জীবনেরই এক বিষাদ ও উল্লাস একই সঙ্গে।

স্বপ্ন ও কল্পনার গহিন থেকে উঠে আসা নতুন নতুন চিত্রকল্প নির্মাণের মাধ্যমে তিনি পরবাস্তবতার জগৎ তৈরি করেছেন। বাংলা কবিতায় তিনিই প্রথম সার্থক পরবাস্তব কবি।

‘সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিলো—আকাশে এক তিল/ফাঁক ছিলো না;/পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি;/অন্ধকার রাতে অশ্বখের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো/ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা;/জ্যোত্স্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার/শালের মতো জ্বলজ্বল করছিলো বিশাল আকাশ!/কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিলো।’ (হাওয়ার রাত, বনলতা সেন)

‘হাওয়ার রাত’ কবিতাটি আমার কাছে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরবাস্তব কবিতা বলে মনে হয়েছে। এই কবিতার ব্যাপ্তি ও গভীর উজ্জ্বল শব্দসম্ভারের সংকেতময় আবহ কোনো কবিতা-পাঠককে নিয়ে যায় অনেক দূরের শূন্যে, এ যেন এক মহান দ্রষ্টার তৃতীয় নয়নের অবিরাম ছুটে চলা আকাশ-নক্ষত্রের বারান্দায় বারান্দায়। বোধের কোন পরিসীমায় পৌঁছলে এ রকম কবিতা লেখা সম্ভব, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। আকাশ ও পৃথিবী তাঁর কবিতার বিস্মৃত দুনিয়ায় এমন এক ছায়া ফেলে আছে যে আমরা কখনোই এই ছায়ার কুহকী অবয়ব ছেড়ে তাঁর কবিতার কোনো দরজা খুঁজে পাব না।

দীপ্তি ত্রিপাঠী লিখেছেন, ‘এক বিমূঢ় যুগের বিভ্রান্ত কবি জীবনানন্দ। পৌষের চন্দ্রালোকিত মধ্যরাত্রির প্রকৃতির মতো তাঁর কাব্য কুহেলীকুহকে আচ্ছন্ন।

স্বভাবোক্তি অলংকার ও বাক-প্রয়োগের দেশজ রীতির মিলনে সৃষ্ট তাঁর আপাতসুবোধ্যতার অন্তরালে এক দুর্জয় রহস্য বিরাজিত। বলতে কি, আধুনিক কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাব্যেই এ-যুগের সংশয়ী মানবাত্মার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত পরিচয়টি ফুটে উঠেছে।...সত্যের অন্বেষণে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গিত কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে তিনি লাভ করেননি।...কিন্তু জীবনানন্দের অন্তর্লোকে যে-সমুদ্রমহুতন চলেছে তার উগরানো বিষ তাঁকেই পান করে নীলকণ্ঠ হতে হয়েছে। এজন্য তাঁর কাব্যের ট্রাজিক মহিমা এত বেশি মর্মভেদী।’ (আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়, পৃষ্ঠা-১১৭)

অনুভূতির গভীরতল থেকে কিংবা অবচেতনের দেশ থেকে আলো না এলে কবিতা হয় না। আমরা জীবনানন্দ দাশ থেকে পাই : ‘মানুষের ভাষা তবু অনুভূতির দেশ থেকে আলো/না এলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঞ্চাল।’ বাগরীতির এক অভিনব বিন্যাস, শব্দের স্বাভাবিক রীতিবিরুদ্ধ ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দে চলনের কারিশমা জীবনানন্দ দাশ অবিরাম কসরতেই আয়ত্ত করেছিলেন।

‘আমলকি গাছ ছুঁয়ে তিনটি শালিখ/কার্তিকের রোদে আর জলে/আমারি হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন/সূর্য? নাকি সূর্যের চপ্পলে/পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে/পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়/এ জীবনে আমি ঢের শালিখ দেখেছি/তবু সেই তিনজন শালিখ কোথায়?’ (কার্তিকের ভোরবেলা) অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন, ‘ভাষার এই অকুতোভয় ব্যবহার, এই অনায়াস সঞ্চরণ, বাংলা কবিতায় এর আগে কিংবা পরে হয়েছে কিনা, সেই মর্মে সুবিনীত সংশয় প্রকাশ করা যায়।’ (জীবনানন্দ)

জীবনানন্দের ‘সাতটি তারার তিমির’ গ্রন্থে ‘রাত্রি’ নামের যে কবিতাটি রয়েছে, সেই কবিতায় যেসব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন, তা ছিল অনেকের মতে অকাব্যিক। বিশেষ করে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর যারা তাঁর বিরুদ্ধে সরব ছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এই কবিতার শব্দ ব্যবহার নিয়ে চরম আপত্তি তুলেছিলেন। এই আপত্তির কারণ ছিল এই যে সে সময় এ রকম শব্দ তিনি ছাড়া আর কেউ ব্যবহারের সাহস দেখাননি এবং কবিতা-পাঠকরা, এমনকি কোনো কোনো কবিও এ রকম শব্দ কবিতায় ব্যবহার করা যায়, তা ভাবতেও পারেননি। এলিয়টীয় নগর-সভ্যতার ফাঁপা-অন্তঃসারশূন্যতা, যৌনতা, পাপ, কর্দমতা—যেগুলো বোদলেয়ারীয় জগতের প্রতিফলনও বটে, তাঁর কবিতায় দেখা যায়। কলকাতার নাগরিক জীবনের বিচিত্র, বিষণ্ণ কিছুটা পরবাস্তব দৃশ্যের প্রতিফলন দেখি ‘রাত্রি’ কবিতায়।

‘হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল;

অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা গিয়েছিল ফেঁসে।

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে

একটি মোটরকার গাড়ুলের মতো গেল কেশে

অস্থির পেটলি ঝেড়ে:’

(রাত্রি, সাতটি তারার তিমির)

মৃগাঙ্ক রায় এই কবিতার সমালোচনায় সে সময় লিখেছিলেন, ‘এই রবীন্দ্রসংস্কারের যুগের পাঠক এর প্রতিটি শব্দে হোঁচট খেতে বাধ্য। চেটে নেয় জল, ফেঁসে, গাড়ুল, পেটলি ঝেড়ে ইত্যাদি শব্দের কোনো কাব্য পরিমন্িল আজও এদেশে গড়ে ওঠেনি। জীবনের কোনো মূল আবেগের সঙ্গে এসব শব্দ যুক্ত হতে পারেনি।’ (নতুন সাহিত্য, ভাদ্র ১৩৬০)

উল্লেখ্য, সে সময় প্রগতিশীল লেখক বলে যারা নিজেদের মনে করতেন, তাঁদের মধ্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মৃগাঙ্ক রায় ও নীলী ভৌমিক জীবনানন্দ দাশের কবিতার কঠোর সমালোচক ছিলেন; যদিও পরে তারা তাঁদের সেইসব আক্রমণাত্মক ভূমিকা থেকে সরে এসেছিলেন।

নূপুরের ছন্দ সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

পুতুল নাচে ধিনতা ধিন
লেজ দুলে পুষি,
বাজনা বাজে ধুডুম ধুডুম
রাঙা খুক খুশি।
কুটুম হাতে মিষ্টির হাঁড়ি
বৃষ্টি ঝর ঝর,
ডাকছে ব ্যাঙ ডোবার ধারে
হর্ষ খেলাঘর।
খেলনা পাতি খেলার ধুম
জামা পরে সাজে,
কতই খুশি হাসির বান
যায় বেলা কাজে।
মেহেদি হাতে রঙিন কত
নূপুরের ছন্দ,
খুশবু কী যে ছড়ায় ঘ্রাণ
ফুলে ফুলে গন্ধ।
রঙিন রঙে সময় যায়
ফুঁর্তি মন জুড়ে,
পুতুল ওই করছে নৃত ্য
বাঁশ বাজে সুরে।

পথভোলা মেঘের সঙ্গে সংলাপ মাসুদ খান

বনের ভেতর বয়ে যায় মৃদু মেঘ
পথভোলা মেঘ, বয়স তোমার কত?
মেঘ বলে, আছি আটকে আটতিরিশে
বনে বনে ঘুরি ভবঘুরেদের মতো।
তুমি-আমি যেন সমানবয়সী হুই
মৌসুমি মেঘ, এটাই তোমার চাওয়া।
কিন্তু তুমি যে বয়সে অনেক ছোট
সম্ভব কি, সমানবয়সী হওয়া?
নভোযানে আমি উড়ব বছরখানেক
মেঘ তো বাড়বে মেঘের মতোই দ্রুত
আমার বয়স বাড়বে এক বছর
ডুজনেই হবে সত্তরে উপনীত।
অনন্তকালে তুচ্ছ এ-দুটি কণা
আটকে রয়েছে বয়সের কারাগারে
মহাকাল, তুমি উদ্ধার করে দাও
এই কাল থেকে নাও গো কালান্তরে।

দুটি সুগন্ধি ফুল কাব্য কবির

আমার মনের মাঝে সব সময় হাসে দুটি
সুগন্ধি ফুল,
একটি নাম রবি,একটি নাম নজরুল।
রবি ফুলের সুবাসে পাই একলা পথে
চলার প্রেরণা,ভালোবাসা, প্রেম,দ্রোহ।
আমাকে করে তোলে কাব্যিক।
আমার সোনার বাংলা গানের বুঝিয়ে দেয়
মর্মার্থ।
বুঝিয়ে দেয় দেশপ্রেম আসলে কী জিনিস!
কীভাবে মহাকাল কে সাক্ষী রেখে
সোনার তরীকে ঘাটে রেখে যেতে হয়।
নজরুল ফুলের সুবাসে পাই বিদ্রোহী হবার
অনুপ্রেরণা,মানবতার জয়গান।
প্রতিবাদের আগুন ছড়িয়ে দেয় আমার
শিরা-উপশিরায়।
আমাকে করে তোলে বিপ্লবী।আমি বিপ্লবের
আগুন চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ লোকের
বুকে মারি ছুড়ে।আমি ভয় পাই না।
কারন নজরুল ফুল আমাকে বলে দিয়েছে
ভয় রেখে আসতে হয় মারিয়ানা ট্রেশ্বের
গভীরে।গাইতে হয় বিপ্লবের গান,ছড়িয়ে
দিতে হয় বিশ্বের বুকে সাম্যের বাণী।

একটি বিচ্ছেদী গান আফরোজা সোমা

ফুল তোলা রুমালেতে
লিখে রাখো নাম,
লিখে রাখো, ‘ভালোবাসা’।
শহরজুড়ে ভালোবাসা,
শহর ভরা প্রেম;
প্রাণে নিয়ে ঘুরছো তুমি
মধু মধু প্রেম!
ফুল তোলা রুমালেতে
দুইটি সবুজ পাতার মাঝে
একটি গোলাপ ফুল।
তার উপরে লেখা আছে:
‘গাছের পাতা নড়েচড়ে
তোমার কথা মনে পড়ে’!



তোমার কথা মনে পড়ে
শহর ভরা প্রেমে,
তোমার কথা মনে পড়ে
বিজনে ও ভিড়ে।
ফুল তোলা রুমালেতে
লেখা আছে আকুলতা:
‘ভুলো না আমার’।
ভুলে তবু যায় পাখি,
রেডিওতে বাজে দূরে বিজয় বিচ্ছেদ:
‘বুকের ব্যথা মুখে বলা চলে না,
তুমি জানো না রে প্রিয়’...

অধরা ফুল মোঃ রহমত আলী

ওহে প্রিয়, তুমি তো বলেছিলে,
একদিন একটি ফুল দেবে আমায়।
কই, সে ফুল তো আজও দিলে না!
তবে তোমার না দেওয়া সে-ই
ফুলের সুবাসে আমি আজও মুখরিত!

হে প্রিয়, তুমি বলেছিলে তাই বলছি
ভুল করেও যদি অবচেতন মনে
কভু একটি শুকনো ফুলও দিতে!
তাও ধন্য হতাম তোমার ফুলের জন্য,
সৌরভে প্রফুল্ল হতো মোর পাগল মন।

ওহে প্রিয়, তুমি কী ভুলে গেলে?
এইতো সেদিন যা বলেছিলে।
তবে হ্যাঁ, মনে আছে সবই মোর মনে মনে!
এইতো সেদিনেরই যত মধুময় কথা,
তবু তুমি সে বেলা গিয়াছো হেলায় ভুলিয়া।

ওহে মোর, হে প্রিয় –
আজও ফুল একটিও দিলে না তো!

রাজকন্যা লুৎফুর রহমান চৌধুরী

তুমিই আমার রাজ কন্যা
ছোট্ট ঘরে আলো
যাচ্ছেো তুমি অন্যের ঘরে
মনটা নেই ভালো।

তুমি আমার ঘরের ছাউনি
আলো করতো ঝলমল
তুমি ছাড়া আলয় মাগো
পুরো দমে অচল।

তোমার স্মৃতি ঝুলে আছে
গৃহের চার দেয়ালে
মনের ভেতর কণ্ঠ গুলো
হেঁটে হেঁটে চলে।

ওগো আমার রাজকুমারী
কেমন করে ভুলি
সর্বদা তুমি হৃদয় তারা
ছবি আঁকা তুলি।

জানি মাগো যেতে হবে
মেয়েরা অন্যের ঘরে
সেথায় মাগো নিলয় রেখো
আদর যতন করে।

ফেরার ভুলে পাখিরা আনজানা ডালিয়া

ঘাসফড়িং টা ডানাগুলো হারিয়েছে
আকাশে ওড়াউড়ি ভুলে গেছে
ভুলে গেছে সোনালু ফুলে নাকছাবি বানানো
হয়না আর পাহাড়ি লতা দিয়ে কগাছা চুড়ি
জড়ানো।
ট্রেইল গোনো আর হবেনা রূপসীতে
নূপুর ভেবে শিকল বেঁধেছে নিজ মতে।
আশার আলো বুকের গভীরে যতনে
রাখে
নীড়ে ফেরার জন্য ভুলে পাখিরা নিত্য ডাকে।

মা আমার জয়গান! রকিবুল ইসলাম

আজ ধরায় বারির আবাহন,
উদাস করে ব্যাকুল মন।
মাগো আমার গগন নীড়ে,
কাঁদছে বুঝি আমায় ভেবে।
ওমা তুমি কেঁদো নাকো,
তোমার খোঁকন আছে ভালো।
কাঁদলে তুমি আকাশ কাঁদে,
পাহাড় কাঁদে ঝর্ণার বেশে।
প্রভুর দরবারে করি মিনতি,
মা যেন হয় চিরসুখী।
মায়ের মুখের শুভ আশিसे,
খোঁকার প্রাণে শান্তি আসে।
তোমার ছায়া হৃদয় জুড়ে,
রবে মাগো ঝড় বাদলে।
যতই যাই দূর দেশে,
তোমার স্মৃতি পড়ে মনে।
তোমার তরে নিবেদিত প্রাণ,
মাগো তুমি আমার জয়গান।

হেমন্তে নবান্নের উৎসব মহসিন আলম মুহিন

হেমন্তের আগমনে-অগ্রহায়ণে’ গুরু নবান্নের উৎসব,
ঘরে ঘরে আয়োজন-অতিথিদের মধুর কলোরব।।

সোনালি ধানের শীষে-কৃষাণ-কৃষাণীর প্রাণ হাসে,
একটি বছর ঘুরে আসিনাতে গোলা ভরে শস্য আসে।।

কুয়াশা দেখা মেলে শিশির ভেজা দুর্বা ঘাসে,
কৃষাণীর বুকে প্রেম জাগে সোনালী ধানের শীষে।।

রাত ভরে পিঠা-পুলি পায়স-সাথে আরো খানাপিনা,
নবান্নের উৎসবে, কলোরবে মুখরিত সকলের আঙ্গিনা।।

হেমন্তের সাথে নবান্নের যেমন মিল ও মেলা মেশা,
তেমনি কবি প্রাণে, প্রেমিক মনে জাগে নতুন নেশা।।

মন নাচে আনন্দে জারী-সারি গান উঠে কণ্ঠ জুড়ে,
হলুদিয়া রোদুর হাসি খুশিতে ভরপুর-নতুনের তরে।।

নবান্নের বন্দনা সুকান্ত, কবি গুরু, নজরুলের
কবিতায়,
জীবনানন্দ, আল-মাহমুদ ‘সহ জঙ্গীমের নক্সী
কাঁথায়।।

আমরাও মেতে উঠি হেমন্ত ও নবান্নের সুন্দর
উৎসবে,
শুকরিয়া জ্ঞাপন করি নেয়ামতের-মহান রবের
সবে।।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের
লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ
অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন :
www.ionmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ધર્મ

সম্পদের দেবী দেবী লক্ষ্মী

অরুণ মুখোপাধ্যায়

দেবী দুর্গা বিজয়া দশমীর পর যখন কৈলাসে ফেরেন, সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর পুত্র-কন্যাদের। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই মর্তে পুজো পেতে চলে আসেন দেবী লক্ষ্মী। তিনি সম্পদের দেবী। প্রাচীনকালে ধনসম্পদ এবং ধান্যশস্য ছিল সমার্থক শব্দ। কৃষিপ্রধান এই দেশে দেবী লক্ষ্মী হচ্ছেন সম্পদের দেবী, ধানের দেবী, মুদ্রার দেবী।

বিশ্বপুরাণ অনুসারে, মহর্ষি ভৃগু ও দক্ষকন্যা খ্যাতির সন্তান দেবী লক্ষ্মী। ভৃগুর কন্যা বলে দেবীকে ভার্গবীও বলা হয়। লক্ষ্মী শব্দটি প্রথম দেখা যায় ঋগ্বেদে। এর অর্থ সুন্দর। পবিত্র। দেবী সেখানে স্থিত হয়েছেন পদ্মের উপর। হিরণ্যবর্ণা ও সালংকারা এই দেবীকে যজুর্বেদে বলা হয়েছে মাহি, ভূমিদেবী, ধাত্রী। যৌবনে দেবী লক্ষ্মী নারায়ণের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। তাঁকে স্বামী রূপে পাওয়ার জন্য লক্ষ্মী কঠিন তপস্যা শুরু করেছিলেন।

তিনি তপস্যা করছিলেন সমুদ্রের একাধারে তলদেশে। সে কঠিন তপস্যা। দিনের পর দিন যায়। অবশেষে নারায়ণ বিচলিত হয়ে ওঠেন। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে পাঠালেন তপস্যার স্বচ্ছতা, গভীরতা, আধ্যাত্মিকতা, নিষ্ঠা বিচার করার জন্য। তাঁর হাতে তখন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। তিনি নিলেন নারায়ণের ছদ্মবেশ। ইন্দ্রদেবের এই ছলনা বুঝতে অসুবিধা হল না দেবী লক্ষ্মীর। ইন্দ্র যে নারায়ণের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছেন, তা বুঝতে পেরে দেবী রীতিমতো বিরক্ত হলেন। তখন তিনি ইন্দ্রকেই কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দিলেন। ছদ্মবেশী দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে তিনি বিশ্বরূপ দেখতে চাইলেন। ইন্দ্র কি তা পারেন? পারলেন না। কিন্তু ইন্দ্রের এই পরাজয়ে কোনো গ্লানি নেই। শ্রী-নারায়ণ প্রসন্ন চিত্তে দেবী লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। সেই থেকে দেবী লক্ষ্মীর স্থান রয়ে গেছে নারায়ণের পাশে। কথাতই আছে লক্ষ্মীনারায়ণ।

দেবী লক্ষ্মীর জন্ম সমুদ্র মন্থনে। ক্ষীর সমুদ্রে দেবতা ও অসুররা মিলে মন্দার পর্বতকে মন্থন দণ্ড এবং বাসুকি নাগকে মন্থন রজ্জু করে সমুদ্র মন্থন করেছিল। সেই মন্থনে অনেক সম্পদ উঠেছিল। দেবতারা অস্ত্রবিহীন অবস্থায় এসে অসুরদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল। সখ্য স্থাপিত হয়েছিল। তারা সবাই একত্র হয়ে সমুদ্র মন্থন করতে রাজি হয়েছিল। মন্দার পর্বতের তলায় পড়় অনেক দেবতা ও অসুর বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তারা আবার সুস্থ হয়ে উঠল। শ্রীকৃষ্ণ দেবতাসকলকে বাসুকির পুচ্ছের দিকে এবং দৈতাদের সাপের সামনের দিকে নিযুক্ত করলেন। অমৃত লাভের আশায় ঝুঁক হ'ল মন্থনকার্য। ভগবান বললেন, সমুদ্র মন্থন হলে যে অমৃত উৎপন্ন হবে তা পান করলে দেবতারা ও অসুরেরা উভয়েই বলালন হবে। তারপর ভগবান এমন কাজ করবেন যাতে দেবতাদ্বৈগীণ অমৃত না পায় কেবল ক্রেশভাগী হবে।

মহুদন চলতে চলতে বাসুদিকর মুখ থেকে বিধ নির্গত হল। অসুরেরা সেই সাপের মুখের বিধ এবং আশুন দ্বারা নিজ সৌন্দর্য হারাতে শুরু করল এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ল। দেবতা এবং অসুররা মহোদয়ের শরণাপন্ন হলেন। বললেন, যে বৈদশ্বর্য ভগবান। আপনি সর্বশক্তিমান। আপনার যোজ্যমি স্বরূপ হল পরমব্রহ্ম। মহোদব সেই হলাহল পান করে হলেন নীলকণ্ঠ। মহুদে প্রথমে উঠে এল উচ্চৈশ্বর্য নামে একটি সাদা ঘোড়া। এল ঐরাবত। যার চারটি সাদা দাঁত আছে। এল কৌস্তম্ভ নাম। নারায়ণ সেই মহি বৃক ধারণ করলেন। একে এল অশ্বরা, কল্পবৃক, কামনুদে। নারায়ণ দ্বিধ দ্বিধ উঠে এলেন এক মূর্তি সারি। অসুদ্যাবর তাঁর কপ। বারদিক আলোয় উদাসিত।

হয়ে উঠল। তিনি পদ্মফুলের উপর দাড়িয়ে অছেন। তাঁর দু'হাতে দুটি পদ্মফুল। দেবীর নাম তখন পদ্মা। কেউ বলল কমালা। লক্ষ্মীর মহিমাধামে আবির্ভাবে সকলে মোহিত হল। স্বয়ং ইন্দ্র লক্ষ্মীদেবীকে বসার জন্য আসন দিলেন। সোনার কলসিতে জল ভর্তি করে অসংখ্য নদী স্বর্ণবৃক্ষের মাধ্যমে দেবীকে জলের বরনা উপহার দিতে লাগলেন। অভিষেকের জন্য পৃথিবী তাঁর সমস্ত দ্রব্য দান করলেন। গন্ধর্ব্বরা নৃত্য-গীত পরিবেশন করলেন। ব্রাহ্মণরা গুরু করলেন বেদপাঠ। বিশ্বকর্মা দিলেন অলংকার। বরণ দিলেন মালা। সরস্বতী দেবী লক্ষ্মীর গলায় পরিয়ে দিলেন মুক্তার মালা। ব্রাহ্মণদের মন্ত্রপাঠের পর লক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণকে গ্রহণ ও বরণ করলেন। জগৎপিতা শ্রীবিষ্ণু জগতের সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে নিজের বুকে স্থাপন করলেন। পুষ্পবস্ত্রি হতে লাগল।

বিষ্ণুপুরাণে শ্রীলক্ষ্মীকে কত নামে আপ্যায়ন করেছে। শ্রীলক্ষ্মী হলেন নিত্য, সর্বগতা। শ্রীবিষ্ণু অর্থ, লক্ষ্মী হলেন বাণী। বিষ্ণু বোধ, লক্ষ্মী বুদ্ধি। বিষ্ণু

ডাঃ ইফতেখার চৌধুরী নিয়মিত রোগী দেখছেন, যৌন সমস্যা, ডায়েবেটিকস ও উচ্চ রক্তচাপ সহ জটিল, কঠিন রোগ সমূহের পরামর্শ নিতে আজই চলে আসুন

Since

1989

Nutra Herbal™

Promoting Health Through Herbs & Nutrition

ARE YOU SICK & TIRED OF ALOPATHIC MEDICINE SIDE EFFECTS?

TRY HOMEOPATHIC MEDICINE WHICH WORKS BETTER & HAS NO SIDE EFFECTS.

ALL PRESCRIPTIONS ARE MADE IN INDIA AT GURUGRAM

NHHC

NUTRA HERBAL HOMEOPATHIC CENTER

LOCATIONS

72-15 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
718-396-3600

112-04 101st Avenue
Richmond Hills, NY 11419
718-480-1102



Dr. Mahesh Choudhry, D.H.M.
 (Master's in Homeopathic Treatment)
OVER 30 YEARS OF EXPERIENCE

Promoting Health
Through
Herbs & Nutrition

FREE CONSULTATION
IN-PERSON OR BY PHONE

ORDER ONLINE

WWW.HOMEOPATHICUSA.NET



শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষার ৬ উপায়
মুফতি ওমর বিন নাছির

মানুষের প্রকাশ্য শত্রুকে নো সহজ, কিন্তু যে শত্রু অদৃশ্য থেকে মানুষের চিন্তা, বিবেক ও প্রবৃত্তিকে প্রভাবিত করে, তার প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা অনেক বেশি কঠিন। শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সে কখনো পাপকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করে, কখনো নেক আমলে অলসতা সৃষ্টি করে, আবার কখনো মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করার পর হতাশা ও নিরাশার অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়। পবিত্র কেঁরআনে আল্লাহ শয়তানের শত্রুতার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু'। সুতরাং তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো। যে তো তার দলবলকে আহ্বান করে, যাকে তারা জাহান্নামের অধিবাসী হয়।' (সূরা : ফাতির, আয়াত : ৬)

শয়তানের প্রভাবণা থেকে আত্মরক্ষার ৬ উপায়
 ১. আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা
 শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার প্রথম ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। মানুষের মনে যখন পাপের চিন্তা, বিবেচ, অহংকার কিংবা অন্যায়ের প্রলোভন সৃষ্টি হয়, তখন তার উচিত আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। কারণ, আল্লাহর আশ্রয়ই মুমিনের



সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, ‘আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে আল্লাহর আশ্রয় চাও।

নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা : ফুসসিলাত, আয়াত : ৩৬)
 শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চেয়ে বেশি পরিমাণে পাঠ করতে হবে,
 উচ্চারণ : আউয় বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম।

অর্থ : বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই।

২. নিয়মিত নামাজ আদায় ও কোরআন তিলাওয়াত করা নামাজ মুমিনের জীবনে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। নিয়মিত নামাজ মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয় এবং অন্যায় থেকে ফিরে আসতে সাহায্য করে।

অন্যদিকে, কোরআন তিলাওয়াত মানুষের অন্তরে ঈমানি চেতনা জাগ্রত করে এবং সত্য-মিথ্যা ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।’ (সূরা : আনকাবুত, আয়াত : ৪৫)

৩. আল্লাহর জিকির ও ইস্তিগফারে অভ্যস্ত হওয়া

আল্লাহর স্মরণ মানুষের অন্তরকে প্রশান্ত করে এবং তাকে নিজের দায়িত্ব ও পরিণতি সম্পর্কে সচেতন রাখে। বিপরীতে, আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে পড়লে মানুষ অনেক সময় প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পাপের দিকে ঝুঁকে যায়। এ কারণে মুমিনের উচিত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আল্লাহকে স্মরণ করা। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'জেনে রেখো, আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।' (সূরা আন-রা'দ, আয়াত: ২৮)

আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমে রয়েছে সুবহানল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করা। সকাল-সন্ধ্যার মাসনুন জিকির ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো দোয়াগুলো নিয়মিত পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

৪. রাগ ও উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখা রাগ মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি। কিন্তু নিয়ন্ত্রণহীন রাগ অনেক সময় মানুষকে এমন কথা বলতে কিংবা এমন কাজ করতে প্ররোচিত করে, যার জন্য পরে তাকে অনুতপ্ত হতে হয়। পারিবারিক কলহ, সম্পর্কের অবনতি, অন্যকে অপমান করা এবং অন্যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনেও অনেক সময় রাগের ভূমিকা থাকে।



THE BEST HOPE REALTY INC.

THE BEST HOPE REALTY INC.





REALTOR®



MEMBER - NATIONAL
MLS



EQUAL OPPORTUNITY

37-22 73rd St, Suite # 2G
Jackson Heights, NY 11372

Office : 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@gmail.com
Cell : 01927011099 (BD)

Mohammed Solaiman Ali
Lic, Real Estate Broker/Owner
Lic. General Contractor & Multiservice Provider

1 in Selling, Buying or Renting With Govt. Program

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



নিজ দলের নেতাকর্মীরাও এখন বিএনপির হাতে নিরাপদ নয়: সাদিক কায়েম

ঢাকা, ক্ষমতা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি এবং অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বিএনপির নিজস্ব নেতাকর্মীরাও এখন নিরাপদ নন বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি সাদিক কায়েম। নাটোর পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাকিল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বিএনপিকে ‘সন্ত্রাসের রাজনীতি’ বন্ধ এবং অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতা না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এসব মন্তব্য করেন সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, প্রতিহিংসা ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি দেশের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠছে। পোস্টে সাদিক কায়েম দাবি করেন, জুলাই বিপ্লবের পর থেকে বিএনপির সন্ত্রাসী রাজনীতির শিকার হয়েছেন অসংখ্য মানুষ। মিটফোর্ডে পাথরকাণ্ডে নিহত সোহাগের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এবার নিজ দলের নেতাকর্মীদের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন নাটোর পৌর ছাত্রদলের সদস্যসচিব শাকিল ইসলাম। বিএনপির এক সংসদ সদস্যের দুই ছেলের বিরোধের জেরে শাকিলকে হত্যা করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

শাকিল হত্যাকাণ্ডের পর কেন্দ্রীয় ছাত্রদল ও বিএনপির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাদিক কায়েম। তার ভাষ্য, স্থানীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ একজন নেতা নিহত হওয়ার পরও দলটির নীরবতা বিস্ময়কর। প্রতিবাদ যদি দলীয় স্বার্থ ও রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে, তাহলে ক্ষমতা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি দেশের জন্য আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, খুন ও ধর্ষণসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগও তোলেন ডাকসুর ভিপি। তিনি দাবি করেন, গত দুই বছরে দলটির বেপরোয়া রাজনীতিতে দেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তার অভিযোগ, গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রেও নামমাত্র বহিষ্কারের মাধ্যমে অভিযুক্তদের দায়মুক্তি দেওয়া হচ্ছে।

সাদিক কায়েম বলেন, প্রতিহিংসার রাজনীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিএনপির নিজস্ব নেতাকর্মীরাও নিরাপদ নন।

বিএনপিকে সন্ত্রাসের রাজনীতি ও অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে তিনি সতর্ক করেন, অন্যথায় জনগণের ঘৃণা ও প্রত্যাখ্যানের মুখে দলটিকে এই অপরাধরাজনীতির পরিণতি ভোগ করতে হবে।

আগে প্রশ্ন দিত আ.লীগ, এখন দিচ্ছে বিএনপি: নাহিদ

ঢাকা, মাদক নিয়ন্ত্রণ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, ব্যাংকিং খাতের সংস্কার, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সব ব্যর্থতা বিএনপি সরকারের বলে সমালোচনা করেছেন বিরোধীদলীয় চিফ ছইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

তিনি আরও বলেন, আগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মাদককারবারীদের প্রশ্ন দিতেন, এখন বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ঠিক একই ধরনের অভিযোগ উঠছে। এ পরিস্থিতিতে পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা নিতে পারছে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজ এলাকায় মাদক নিয়ন্ত্রণ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পৌর মিলনায়তনে এনসিপির রাজবাড়ী জেলা শাখার আয়োজনে সাংগঠনিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনকেন্দ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় নাহিদ ইসলাম এসব কথা বলেন।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান বিএনপি সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না।

এছাড়া ব্যাংকিং খাতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার না হওয়া এবং ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যাওয়ার বিষয়টিও তুলে ধরেন বিরোধীদলীয় চিফ ছইপ।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেন, বিএনপির ছত্রছায়ায় সন্ত্রাসীরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

মতবিনিময় সভায় জাতীয় নাগরিক পার্টির সাংগঠনিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে করণীয় নির্ধারণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সারজিস আলম।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম, আবীদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ হোসাইন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হাসিবুর রহমান অপু এবং সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাইয়েদ জামিল।

এ সময় ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও গোপালগঞ্জ জেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন রক্তে বুক ভিজে যাচ্ছে স্বামী, হাসপাতালে নিতে নিতে শেষ

ঢাকা, লক্ষ্মীপুরে মাটির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের লোকজন ডেকে নিয়ে খোরশেদ আলম (৪৫) নামের এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে। আজ বুধবার বেলা দেড়টার দিকে সদর উপজেলার পার্বতীনগর ইউনিয়নের দিলসাদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে উপজেলায় তিন দিনের ব্যবধানে দুজনকে খুন করা হয়।

খোরশেদ ওই গ্রামের খান বাড়ির রুহুল আমিনের ছেলে। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, অস্ত্র, মাদকসহ একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

নিহত খোরশেদের স্ত্রী আকলিমা আক্তার বলেন, খোরশেদ মাটির ব্যবসা করতেন। আজ দুপুরে তাঁকে মোরশেদ ও মজিদ নামের দুজন বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান। ঘর থেকে বের হয়ে কিছু দূর যাওয়ার পরই গুলির শব্দ শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখেন স্বামীর বুক রক্তে ভিজে যাচ্ছে। স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এসে হাসপাতালে নিতে নিতে সব শেষ হয়ে যায়।

আকলিমা আক্তার অভিযোগ করেন, ওয়ালিদ নামের ব্যক্তি মাটির ব্যবসা নিয়ে এর আগেও তাঁর স্বামীকে বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে এখন নিজেদের নিরাপত্তা নিয়েও শঙ্কিত আকলিমা। তাঁর আশঙ্কা, পরিবারের অন্য সদস্যরাও হামলার শিকার হতে পারেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, খোরশেদের বুক গুলির চিহ্ন রয়েছে। স্বজনরা তাঁকে মৃত অবস্থায় লক্ষ্মীপুর জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তাঁর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

লক্ষ্মীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়ালিদ পারভেজ বলেন, গুলিবদ্ধ হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একাধিক দল কাজ শুরু করেছে। দ্রুত তাঁদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এর আগে গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে জাকির হোসেন নামের এক যুবককে হত্যা করা হয়েছে। গত রোববার দিবাগত রাত ১টার দিকে সদর উপজেলার দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়নের পূর্ব নন্দনপুর গ্রামের ডিপুটি বাড়ি এলাকার একটি সুপারিবাগান থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

‘মাদক কারবার’ নিয়ে বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ। নিহত জাকির পূর্ব নন্দনপুর এলাকার তোফায়েল আহমেদের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদকের একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আইফোন ছিনিয়ে নিতে বন্ধুকে হত্যা, বিক্রি করে কেনেন বাটনফোন

ঢাকা, ঢাকা জমিয়ে শখ করে একটি আইফোন কিনেছিলেন নির্মাণশ্রমিক তারেক মিয়া। সেই ফোনের প্রতি লোভ হয় তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী সায়েল মিয়া। পরে বন্ধুকে হত্যা করে ছিনিয়ে

নেওয়া আইফোন বিক্রি করে কেনেন নতুন জামা ও একটি বাটনফোন। নিখোঁজ তারেকের খোঁজ করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। উদ্ধার করা হয় তাঁর মরদেহ।

এ ঘটনায় করা হত্যা মামলায় সায়েল মিয়াকে (২০) গ্রেপ্তার দেখিয়ে আজ বুধবার দুপুরে হবিগঞ্জ আদালতে পাঠানো হয়েছে। এর আগে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে তাঁকে বাড়ি থেকে আটক করে নবীগঞ্জ থানার পুলিশ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সায়েল জানান, ২২ অক্টোবর মধ্যরাতে তিনি কর্মস্থল হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলায় বন্ধু তারেক মিয়াকে (২১) হত্যা করেন। আইফোনটি ছিনিয়ে নিয়ে লাশ ফেলে দেন পাশের ডোবায়।

সায়েল পুলিশকে স্পষ্ট করে বলেছেন, বন্ধুর আইফোনের প্রতি তাঁর লোভ ছিল। ফোনটি নিজের কবজায় নিতে তারেককে হত্যা করেন। পাশাপাশি আইফোনটি ঘটনার পরদিন সায়েল হবিগঞ্জ শহরের এক ব্যক্তির কাছে মাত্র ৯ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এ টাকা দিয়ে সায়েল নতুন জামা ও একটি বাটনফোন কিনে বাড়ি ফেরেন।

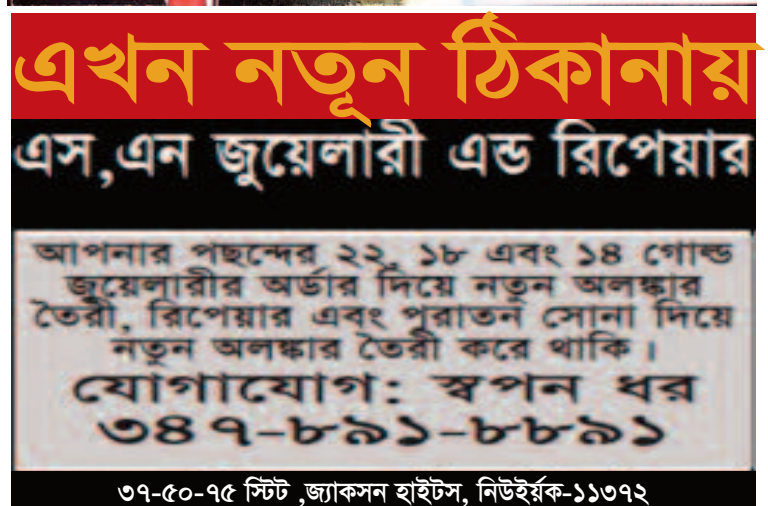
নিহত তারেক মিয়া হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার চৌশতপুর গ্রামের মারফত উল্লাহর ছেলে। অভিযুক্ত সায়েল একই গ্রামের নুরুজ্জামান মিয়ার ছেলে।

নবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল হোসেন বলেন, সায়েল পুলিশকে স্পষ্ট করে বলেছেন, বন্ধুর আইফোনের প্রতি তাঁর লোভ ছিল। ফোনটি নিজের কবজায় নিতে তারেককে হত্যা করেন। পাশাপাশি আইফোনটি ঘটনার পরদিন সায়েল হবিগঞ্জ শহরের এক ব্যক্তির কাছে মাত্র ৯ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন। এ টাকা দিয়ে সায়েল নতুন জামা ও একটি বাটনফোন কিনে বাড়ি ফেরেন।

পুলিশ ও মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামে একটি নির্মাণাধীন ভবনে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন তারেক মিয়া ও সায়েল মিয়া। দুজনই একই গ্রামের বাসিন্দা ও সমবয়সী হওয়ায় তাঁরা ভালো বন্ধু ছিলেন। দুই বন্ধু যেখানে কাজ করতেন, সেই নির্মাণাধীন ভবনেতেই তাঁরা রাতে থাকতেন। ওই ভবনে আর কোনো শ্রমিক থাকতেন না।

সায়েলকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, তারেক সম্প্রতি একটি আইফোন-১১ কিনেন। ২২ অক্টোবর রাতে কাজ শেষে সায়েল ও তারেক মুঠোফোনে গান-সিনেমা দেখছিলেন। এ সময় তারেকের আইফোনের প্রতি সায়েলের লোভ হয়। কী করে ফোনটি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া যায় সেই ফন্দি আঁটেন তিনি। পরিকল্পনা অনুযায়ী ওই দিন মাঝ রাতে একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তারেককে হত্যা করেন। এরপর তাঁর মরদেহটি পাশের একটি ডোবায় ফেলে রাখা হয়। ডোবাটি কচুরিপানায় ভরা, ফলে সহজেই লাশটি লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়।

মামলা সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পরদিনই সায়েল ওই নির্মাণাধীন ভবনে আর কাজ না করার কথা জানান ঠিকাদারকে। পরে তিনি বাড়িতে চলে যান। সায়েল বাড়িতে ফিরলেও তারেক বাড়িতে ফেরেননি। তাঁর মুঠোফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তারেকের পরিবারের সদস্যরা সায়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান তারেক আরেকটি কাজে কুমিল্লায় চলে গেছেন। বিষয়টি নিয়ে পরিবারের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হয়। পরে নবীগঞ্জ থানায় একটি নিখোঁজের সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন তারেকের পরিবারের লোকজন। সেই জিডির সূত্র ধরে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। একপর্যায়ে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে নবীগঞ্জ থানার পুলিশ সায়েলকে আটক করে নবীগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। এদিন রাতে পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে সায়েল তারেককে হত্যাকাণ্ডের কথা স্বীকার করেন। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে নবীগঞ্জ থানা ও লাখাই থানার পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে ফুলবাড়িয়া গ্রামের ডোবা থেকে তারেকের মরদেহ উদ্ধার করে।



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা



‘ব্যালটে তো ভোট হল, কটা আসন পেল ওরা?’মৌদী ৪ রাজ্যে বিধান পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেস ধরাশায়ী

কংগ্রেস ধারাবাহিক ভাবে ‘ভোটচুরির’ অভিযোগ তুলে আসছে। ইভিএম নিয়েও তুলেছে বিস্তারিত অভিযোগ। এ অবস্থায় ব্যালট পেপারের ভোটও কংগ্রেস ধরাশায়ী হওয়ায় কটাক্ষ করেছেন মৌদী। চার রাজ্যের বিধান পরিষদ নির্বাচনে মুখ থুবড়ে পড়ল কংগ্রেস। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার এবং কর্ণাটকের ২৮টি আসনে বিধান পরিষদ নির্বাচনের গণনা হয়েছে বুধবার। বেশির ভাগেরই চূড়ান্ত ফল প্রকাশে এসে গিয়েছে। বাকি রয়েছে মহারাষ্ট্রের দু’টি এবং উত্তরপ্রদেশের একটি আসন। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কংগ্রেস জিততে পারেনি একটিতেও। এগিয়েও নেই কোথাও। যে রাজ্যে তারা ক্ষমতাসীন, সেই কর্ণাটকেও হারতে হয়েছে। চার রাজ্যে বিধান পরিষদ ভোটের ফল স্পষ্ট হতেই রাহুল গান্ধীর খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিদ্রূপের সুরে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন, “কটা আসনে জিতল কংগ্রেস?” গত বছর দেড়েক ধরে ধারাবাহিক ভাবে ‘ভোটচুরির’ অভিযোগ তুলে এসেছে কংগ্রেস। তুলেছে ইভিএম কারচুপির অভিযোগও। তবে বিধান পরিষদ নির্বাচন হয়েছে ব্যালট পেপারে। সেখানেও কংগ্রেস ধরাশায়ী হওয়ায় তাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়েছেন মৌদীও। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, “চার বড় রাজ্যের ২৮ আসনে বিধান পরিষদ নির্বাচন হল। ব্যালট পেপারেই ভোট হয়েছে। বলুন তো কংগ্রেস কটা আসনে জিতল?” সঙ্গে চোখে আতশকাচ ধরা একটি ‘ইমোজি’ও জুড়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

কংগ্রেসের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে কর্ণাটক এবং উত্তরপ্রদেশে। কংগ্রেসের হাতে থাকা কর্ণাটকে চারটি আসনের মধ্যে তিনটিতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। একটিতে তাদের জোটসঙ্গী জেডিএস। হার স্বীকার করে কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার বলেন, “ভোটের ফল পর্যালোচনা করে দলে কোথায় কী সংশোধন করা দরকার, তা করা হবে।” অন্য দিকে, দক্ষিণের এই রাজ্যটিতে ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা করছে বিজেপি। ২০২৮ সালে সেখানে বিধানসভা ভোট রয়েছে। সে দিক থেকে এই সাফল্যকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে পদ্মশিবিরও। যদিও শিবকুমারের দাবি, এই নির্বাচনের প্রভাব বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে না।

উত্তরপ্রদেশেরও ১১ আসনের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ছ’টি আসন বিজেপির বুলিতে গিয়েছে। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি জিতেছে চারটি আসনে। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লোকসভা কেন্দ্র বারগুনার একটি আসনও রয়েছে। বারগুনার অপর একটি আসনে গণনা এখনও চলছে। উত্তরপ্রদেশের এই ফলাফলও বিজেপির কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ বিজেপির অস্বস্তি কিছুটা বৃদ্ধি করেছে বলে মনে করছেন অনেকে। হিন্দিভাষী এই বড় রাজ্যটিতে বিজেপির আশানুরূপ ফল না হলে বিরোধীদের কাছে তা ‘অস্ত্র’ হয়ে উঠতে পারত। আগামী বছরে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা ভোট রয়েছে। তার আগে পদ্মশিবির ‘দুর্বল হয়ে গিয়েছে’ বলে প্রচারের বাঁধা বাড়ানোর সুযোগ পেত বিরোধী দলগুলি। তবে বিধান পরিষদ ভোটের ফলাফলে অখিলেশের দল যে ভাবে উৎকর্ষ দিয়েছে, তা বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি-কে চাপে রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিহারের আটটি আসনের মধ্যে বিজেপি এবং নীতীশ কুমারের জেডিইউ মিলে চারটি আসন জিতে নিয়েছে। তেজস্বী যাদবের আরজেডি এবং প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টি জিতেছে একটি করে আসন। বাকি দু’টিতে জিতেছেন নির্দলেরা। মহারাষ্ট্রে গণনা এখনও শেষ হয়নি। সেখানে পাঁচটির মধ্যে বিজেপি, শিন্দে সেনা একটি করে আসন ইতিমধ্যে জিতে নিয়েছে। এনসিপি (শরদ) জিতেছে একটি আসন। দু’টি আসনে গণনা এখনও চলছে।

শ্রেফতার ইন্দ্রনীল! ‘মমতাকেও খাইয়েছেন, আরও বড় জায়গায় হাত পড়বে,’ শুভেন্দু

শ্রেফতার ইন্দ্রনীল সেন! সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরোতেই তাঁকে গাড়িতে তুলল পুলিশ! বুধবার পুজোর পাস বিলি মামলায় সল্টলেকে সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা দেন চন্দননগরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। বাইরে মোতায়ন ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ সূত্রে খবর, ইন্দ্রনীলকে শ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওই সূত্রের দাবি, তদন্তে অসহযোগিতার জন্য শ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে।

ইন্দ্রনীলের শ্রেফতারি প্রসঙ্গে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “ওঁর বিরুদ্ধে ইডি এবং কলকাতা পুলিশ তদন্ত করছিল। তারা নিশ্চয়ই তথ্যপ্রমাণ পেয়েছে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আইনগত পদক্ষেপ হয়েছে।” একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, “আমি বহু রাজনৈতিক সভাতে বলেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ মদতে হয়েছে। একা তো খাননি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীরও ভাগ থাকতে পারে। মমতার সঙ্গে একই গাড়িতে (ইন্দ্রনীল) ঘুরতেন, গান গাইতেন। শেষ গানটাও মমতা এবং ইন্দ্রনীল ডুয়েট গেয়েছিলেন। ‘আমার যাওয়ার সময় হল, দাও বিদায়...’ আগে সিপিএমের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এরা সময়ে সময়ে রং বদলান। পরিবর্তনের পর একটি প্রশংসা করছিলেন সরকারের। বিজেপিতে এ সব হবে না।”

একই সঙ্গে শুভেন্দুর কটাক্ষ, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রনীল সেন একে অন্যের পরিপূরক ছিলেন। যা পরিণতি হওয়ার হচ্ছে। সব তো চা-বিস্কুট। এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক চোরাদের সব জেলে যেতে হবে। ঠিক সময়ে বড় জায়গাতেও হাত পড়বে।”

রাজ্যের প্রাক্তন তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রী ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে ইউনেস্কোর নাম ভাঙিয়ে দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি করে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এর আগে একাধিক বার ইডি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তল্লাশি চালানো হয়েছিল তাঁর একাধিক ঠিকানায়। দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো মিটেই আবার তলব করা হয়েছিল তাঁকে। বুধবার তিনি হাজিরা দেন।

সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দফতরে হাজিরা প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের, পুজো মিটেই ফের পাস-কাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ, বাইরে পুলিশ ইন্দ্রনীলের বিরুদ্ধে পুজোর পাসে দুর্নীতি সংক্রান্ত মূল অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছিল কলকাতা পুলিশের কাছে। বোম্বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন জয়দীপ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। পরে ইডি-ও তদন্ত শুরু করে। বুধবার ইন্দ্রনীল যাওয়ার পর সিজিও কমপ্লেক্সে সামনে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা পৌঁছে যান। তখনই জল্পনা ছড়ায় যে, প্রাক্তন মন্ত্রীকে শ্রেফতার করা হতে পারে।

ইডি এবং পুলিশের তদন্তের মধ্যেই আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইন্দ্রনীল। কিন্তু সেখানে তাঁর আবেদন খারিজ হয়ে যায়। পরে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ইন্দ্রনীল সূপ্রিম কোর্টে যান। কিন্তু এখনও শীর্ষ আদালতের রায় আসেনি। মঙ্গলবার ইন্দ্রনীলের মামলার শুনানি ছিল। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের এজলাসে মামলাটি উঠলে তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ান। ফলে নতুন করে তা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়।

প্রাথমিক তদন্তে ইডি-র অনুমান, ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। তাঁর কসবার বাড়ি এবং সিন্ধুরের বাগানবাড়িতেও তল্লাশি



হয়। অভিযোগকারীদের দাবি, ‘ভুয়ো’ পাস বিক্রি করে দুর্গাপুজোর ‘প্রিভিউ শো’-র নামে টাকা তুলতেন ইন্দ্রনীল। তাঁর স্ত্রী মধুছন্দা সেনের বিরুদ্ধেও দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। তাঁরা ‘প্রিভিউ শো’ এবং ‘প্রিভিলেজড পুজো এক্সিট’র টিকিট বিক্রি করতেন। সেখানে ইউনেস্কোর নাম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। মধুছন্দা ‘মাস আর্ট’ নামের একটি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত, যা ২০২১ সালে কলকাতার দুর্গাপুজো ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পরপরই গড়ে উঠেছিল। ইডি সূত্রে দাবি, এই সংস্থার মাধ্যমেই দুর্নীতি চলেছে। প্রচারে দেখানো হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে সরাসরি ইউনেস্কোর যোগ বা এতে ইউনেস্কোর অনুমোদন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ইউনেস্কো এমন কোনও বাণিজ্যিক চুক্তিই করেনি বলে অভিযোগ। সেই মামলার সূত্র ধরেই ইডি তদন্ত শুরু করে।

রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর গত ১১ মে পুরনিয়োগ মামলায় শ্রেফতার হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বুধবার শ্রেফতার হলেন তৃণমূল আমলের আর এক প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোয় পাস বিলি ঘিরে দুর্নীতির অভিযোগে নাম জড়ানোর পর আগাম জামিন চেয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ইন্দ্রনীল। কলকাতা হাই কোর্ট সেই আর্জি খারিজ করে দেয়। পরে সূপ্রিম কোর্টে যান তিনি। মঙ্গলবারই ব্যক্তিগত কারণে ওই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত। সূপ্রিম কোর্ট সূত্রে খবর, আগামী সোমবার নতুন বেঞ্চ হবে গায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রীর ওই আবেদন সংক্রান্ত মামলার শুনানি।

নতুন শিক্ষকদের রাজনীতি করা মানা, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর!

এ বার থেকে রাজ্য সরকারি ও সরকারি গোষ্ঠিত স্কুলে নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার আর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা কিংবা লোকসভা- তাঁরা প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না কোনও স্তরের নির্বাচনেও। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হয়েছে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দেশের অন্যান্য রাজ্যে সরকারি শিক্ষকেরা প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করতে পারেন না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ ক্যাবিনেটে একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিল। আজকের পর থেকে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যে সব নতুন শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ হবে, তাঁরা কোনও রকম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারবেন না।”

তবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বর্তমানে কর্মরত যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের অধিকার এই মুহূর্তে খর্ব করা হচ্ছে না। এই নতুন বি-ধিনিষেধ বলবৎ হবে ভবিষ্যতের সমস্ত নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে। রাজ্যের শিক্ষাঙ্গনের অতীত পরিস্থিতি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ৩৪ বছরের বাম আমল এবং পরবর্তী ১৫ বছরের তৃণমূল জমানার দুর্নীতির কারণে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার যে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল, সেই জায়গা থেকে শিক্ষামন্দিরে পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতেই রাজ্য উদ্যোগী হয়েছে।

মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে শিক্ষকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর সরাসরি ‘কুঠারঘাত’ বলে তোপ দেগেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, “রাজ্য সরকারের এই একতরফা সিদ্ধান্ত কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই উদ্যোগ কার্যকর করার চেষ্টা হলে তা নিশ্চিত ভাবে আদালতে আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে।”

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD

Board Certified Internal Medicine

Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.

Treatment Services

complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের
ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।



ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373

167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica NY 11432

Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

বাংলা স্কুলে ভর্তি চলছে

বহির্নিখা সঙ্গীত নিকেতন

এস্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক

অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত

সময়: সকাল ১০:০০ টা থেকে রাত ১০ টা

৭ দিনই খোলা

বিষয় সমূহ:

- সঙ্গীত
- আয়ডি
- বাংলা
- কবিতা
- অঙ্কন
- হারমোনিয়াম

টিউটোরিয়াল: কিস্তিগার্টেন থেকে দাদল শ্রোড

এখানে উচ্চতর সঙ্গীত সহ সব ধরনের গান শেখানো হয়।

Sabita Das
Founder & President
Radio, TV Vocal Artist
Music Teacher

স্কুলের ঠিকানা:

৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক ১১১০৬

ফোন: (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮

যোগাযোগ:

সর্বোচ্চ ক্লাস (৫০০০০০)	(৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮	মূল্যবান আবেদন (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০
১ম ক্লাস (৫০০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০	২য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০
৩য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০	৪য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০
৫য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০	৬য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০
৭য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০	৮য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০
৯য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০	১০য় ক্লাস (৫০০০)	(৩৪৭) ৬০৬-০০৪০

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



এগিয়ে নেতানিয়াহু, সরকার গঠন নিয়ে সংশয়!

হতে আরও সময় লাগবে বলেই মত। ভোটের এই 'অচলবস্থা' কাটাতে কি মুখ্য ভূমিকা নেবে, এত দিন ইজরায়েলি রাজনীতিতে 'ব্রাত্য' বা 'অচল' হয়ে থাকা আরব দলগুলি? ভোটগ্রহণপর্ব মিটেছে মঙ্গলবার। ১৯৯৯ সালের পর এবারই সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে ইজরায়েলে। ইজরায়েলে ক্রমবর্ধমান আরব গোষ্ঠীর কারণেই ভোটদানের এই প্রবণতা বলে মত অনেকের। 'টাইমস অফ ইজরায়েল'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত ৭০ শতাংশের বেশি ভোটগণনা সম্পন্ন হয়েছে। আর তাতে দেখা যাচ্ছে বিরোধীদের থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর জোট। তবে জাদুসংখ্যা ছুঁতে পারেনি তারা। ভোটের ফলাফলের যা ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টির জোট এগিয়ে রয়েছে ৫৪ আসনে। খুব একটা পিছিয়ে নেই আইজনেকটের 'ইয়াশার' দলের জোটও। আইজনেকট জোট এগিয়ে রয়েছে ৪৯ আসনে। আরব দলগুলি এগিয়ে রয়েছে ১৭ আসনে। ফলে দু'পক্ষের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। শেষ হাসি কে হাসবেন, তা স্পষ্ট হতে বৃহস্পতিবার গড়িয়ে যেতে পারে বলে মত সংবাদসংস্থা রয়টার্সের। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভোট দিতে আসছেন ইহুদিরা! জনমত সমীক্ষায় পিছিয়ে থাকা নেতানিয়াহু হারলেই বন্ধ যুদ্ধ?

প্রধানমন্ত্রীর গদিতে নেতানিয়াহু থাকবেন কি না, তা নিয়ে ইজরায়েলের প্রায় সব জনমত সমীক্ষাই দেখিয়েছিল, তাঁর নিরঙ্কুশ জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গাদি আইজনেকট! ইজরায়েলের সংসদীয় ব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতি অন্য রকম। এখানে 'আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব'। আর তাই প্রার্থী নন, পছন্দমত দলকে ভোট দিয়ে থাকে ইজরায়েলের আমজনতা। লেগে আভিভের পার্লামেন্ট 'নেসেট'-এর মোট আসন সংখ্যা ১২০, যার জেরে ৬১ হল সরকার গঠনের 'জাদুসংখ্যা'।

ভোটগণনার প্রাথমিক প্রবণতা অনুযায়ী, আরব জোটের ১৮ জন 'নেসেট'-এ আসন পেতে পারেন বলেও মনে করা হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে কোনও একক জোট যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে সরকার গঠনে বড় ভূমিকা নিতে পারে আরব জোট। যদি কোনও দল জাদুসংখ্যা ছুঁতে না-পারে তবে ভোটগণনার পর জোট সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই প্রক্রিয়ার শুরুতে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ইতিবাচক আলোচনার পর যে জোট নেতারা সরকার গঠনের সম্ভাবনা বেশি তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে অবশ্যই তাঁকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে হবে।

জোট গঠনের জন্য ওই নেতা ২৮ দিন সময় পান। প্রয়োজনে আরও দু'সপ্তাহ সময় চেয়ে নিতে পারেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত ওই নেতা। তবে ওই সময়ের মধ্যে জোট গঠনের আলোচনা ব্যর্থ



হলে অন্য এক জন নেতাকে বেছে নিতে পারেন প্রেসিডেন্ট। যদি তিনিও জোট গঠনে ব্যর্থ হন তবে 'নেসেট'-এর সদস্যরা তৃতীয় নেতা বাছার জন্য আবেদন করতে পারেন প্রেসিডেন্টের কাছে। আর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে আবার নির্বাচন হতে পারে ইজরায়েলে। সংবাদমাধ্যম বিবিসি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ইজরায়েলে পাঁচ বার আলাদা আলাদা ভাবে নির্বাচন হয়। প্রতি বারই জোটের মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ্যে এসেছিল। ২০২২ সালের নির্বাচনের পর নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন লিকুদ পার্টি ৩২টি আসন পেয়ে বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে। পরবর্তী সময়ে নেতানিয়াহু বেশ কয়েকটি কটর ডানপন্থী দলের সঙ্গে জোট গঠন করেন, যার ফলে তিনি ও তাঁর মিত্রেরা মোট ৬৪টি আসন নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এ বারের নির্বাচন সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধরে রাখার পরীক্ষায় বসেছেন নেতানিয়াহু।

তারেক রহমান- সানায়ে তাকাইচি বৈঠক

এসব বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে দুই লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদারে বাংলাদেশকে ৫০ বিলিয়ন ইয়েনের জরুরি ঋণ সহায়তার বিষয়ে একমত হয়েছে টোকিও।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশ-জাপান সম্পর্কের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার পাশাপাশি এ বৈঠক দুদেশের সম্পর্কের নতুন সূর্যোদয় সূচনা করবে। এ অধ্যায় আরও গভীর আস্থা, বিস্তৃত অর্থনৈতিক সহযোগিতা, শক্তিশালী বিনিয়োগ সম্পর্ক এবং শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধির অভিন্ন অঙ্গীকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বৈঠকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে জাপানের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর তিনটি পৃথক সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। এছাড়া তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) খাতে ডিজিটাল রূপান্তর (ডিএইচ), দক্ষ আইসিটি পেশাজীবী তৈরি এবং নিরাপদ ডিজিটাল সংযোগে একযোগে কাজ করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) বাস্তবায়নের তাগিদসহ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তরবিষয়ক চুক্তি সই হয়। বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ আরও উন্নত করা, কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স, রেমিট্যান্স ও লাইসেন্সিং প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে ১১টায় জাপানের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় 'কান্তেই'তে এ শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে তারেক রহমানকে রাজকীয় অভ্যর্থনা ও গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। সেখানে তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান জাপানের প্রধানমন্ত্রী। আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পরিদর্শক বইয়ে সই করেন এবং তাকাইচির সঙ্গে একান্ত ও দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। প্রকাশিত ১৪ দফার এক যৌথ বিবৃতিতে এসব তথ্য জানানো হয়। বৈঠক শেষে তারা মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন।

১ ট্রিলিয়ন ইয়েন বিনিয়োগ ও টেক পার্কের প্রস্তাব : বৈঠকে তারেক রহমান বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প তুলে ধরে বলেন, '২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা অর্থনীতিতে পরিণত হতে পারে এবং ২০৩৪ সালের মধ্যে দেশের জিডিপি এক ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।' এ উন্নয়ন অভিযাত্রায় তিনি জাপান সরকার ও তাদের বেসরকারি খাতকে আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। বৈঠকে বাংলাদেশের জ্বালানি, অবকাঠামো ও আইসিটি খাতে ১ ট্রিলিয়ন জাপানি ইয়েন (৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) বেসরকারি বিনিয়োগ বাস্তবায়নে দ্রুত একটি জাপানি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে পাঠানোর বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক অর্থনীতি বিনিমারে এআই, ক্লাউড কম্পিউটিং, রোবোটিক্স ও ইলেক্ট্রনিক্স গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে 'বাংলাদেশ-জাপান টেক পার্ক' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে মহাকাশবিজ্ঞান ও স্যাটেলাইট প্রযুক্তিতে জাপানের সহযোগিতা চান তিনি। যোগাযোগব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরে দেশের ছয়টি বিভাগীয় শহরকে যুক্ত করে দ্রুতগতির



রেল নেটওয়ার্ক এবং দেশব্যাপী উড়াল সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনায় জাপানের অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে এশিয়ায় জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের অংশ হিসাবে এলএনজি অবকাঠামো ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধির তাগিদ দেওয়া হয়। নতুন রূপরেখায় 'বিগ-বি' ও মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ কমিশন : বৈঠকে দুদেশের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক উদ্যোগ 'বে অব বেল্ল ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ বেল্ট' বা 'বিগ-বি'কে উন্নীত করে নতুন কৌশলগত রূপরেখা 'শেয়ারিং প্রসপারিটি বিগ-বি' গঠনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়। এর আওতায় মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে মাতারবাড়ী-মহেশখালী অঞ্চলকে লজিস্টিকস, জ্বালানি ও শিল্পের একটি প্রধান কেন্দ্র (হাব) হিসাবে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া হযরত শাহজালাল (রহ.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল দ্রুত চালু করার প্রস্তুতিমূলক কাজ এগিয়ে নেওয়া, ঢাকার মেট্রোরেলের (এমআরটি) লাইনগুলোর দ্রুত নির্মাণ এবং মাতারবাড়ী বন্দরের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করতে উভয় দেশ একমত হয়েছে। অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতগুলোর কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি পৃথক মন্ত্রী পর্যায়ের যৌথ কমিশন গঠনেরও প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একই সঙ্গে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) দ্রুত কার্যকর করায় গুরুত্ব দেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে তারেক রহমান বলেন, 'বাংলাদেশ ও জাপানের অংশীদারত্ব কয়েক দশকের বন্ধুত্ব ও আস্থার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। আজ এ সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নেওয়ার সময় এসেছে।' এ সময় তিনি শহীদ রুস্তমজি জিয়াউর রহমানের দুদফা জাপান সফর এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণও জানান প্রধানমন্ত্রী।

গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশংসা সানায়ে তাকাইচির : বৈঠকের পর জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি তার এম্বাসীতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, 'গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অভিন্ন মূল্যবোধের অংশীদার বন্ধু হিসাবে রহমান প্রশাসনের সময় এসেছে।' এ সময় তিনি শহীদ রুস্তমজি জিয়াউর রহমানের দুদফা জাপান সফর এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবদানের কথা স্মরণ করেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণও জানান প্রধানমন্ত্রী।

মুক্ত ও অবাধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গঠনে বাংলাদেশকে নির্ভরযোগ্য অংশীদার হিসাবে আখ্যা দেন তিনি। রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান মিয়ানমারেই : বৈঠকে মিয়ানমারের চলমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি এবং রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোহিঙ্গাদের প্রতি জাপানের ধারাবাহিক মানবিক সহায়তার প্রশংসা করে তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'এ সংকটের স্থায়ী সমাধান মিয়ানমারেই নিহিত। রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে নিরাপদ, সম্মানজনক ও দ্রুত প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে হবে।'

সমুদ্র নিরাপত্তায় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি টোকিওর : দুদেশের মধ্যে 'প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি' স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়েছেন দুই প্রধানমন্ত্রী। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের শীর্ষ ভূমিকার প্রশংসা করে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সমুদ্র ও বন্দর নিরাপত্তায় সহযোগিতা গভীর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাংলাদেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা জোরদারে জাপানের ওডিএ সহায়তার আওতায় ১টি বড় টহল জাহাজ (প্যাট্রোল ভেসেল) এবং ওএসএ কর্মসূচির আওতায় ৫টি প্যাট্রোল বোট প্রদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান দুই নেতা। এছাড়া স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে 'উপজেলা গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)'-এ ইয়েন ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জাপান।

ফিলিস্তিন সংকটের দ্বিধাশীল সমাধান কামনা : ফিলিস্তিনের গাজা পুনর্গঠনে 'কমপ্রিহেনসিভ প্ল্যান' এগিয়ে নেওয়া এবং দ্বিধাশীল সমাধানের মাধ্যমে ফিলিস্তিন সংকটের ন্যায় ও স্থায়ী সমাধানের পতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী।



সানম্যান এক্সপ্রেস

গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার

Fast, Secure & Reliable Remittance

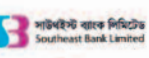
Cash Pickup Bank Deposit bKash

Remittance Partner











আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য

সানম্যান এক্সপ্রেস কর্পোরেশন

Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

HEAD OFFICE
 3714 73rd Street (Suite-201),
 Jackson Heights, NY-11372
 Phone: 718-505-2224

JACKSON HEIGHTS BRANCH
 37-17 74th Street (1st FL)
 Jackson Heights, NY-11372
 Phone: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH
 167-05 Hillside Ave.
 Jamaica, NY-11432
 Phone: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH
 29-24 36 Avenue
 L.I.C, NY- 11106
 Phone: 718-729-0600

www.sunmanexpress.com



KAKATUA

কা কাতুয়া

AGENCY

PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

Serving Our Community For Over 25 Years

IRS e-file Power

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting
- Immigration
- Travels
- Insurance

37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



মাসুদ আজহারের পর্দাফাঁস করবে ভারত! ফের এফএটিএফ-এর ধূসর তালিকায় ঢুকবে পাকিস্তান?

জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদ কোনও পদক্ষেপ করেনি বরং তাকে খোলা ছাড় দেওয়ার বিষয়টি। ২৮ অক্টোবর থেকে প্যারিসে শুরু হচ্ছে এফএ-টিএ-র প্লেনারি বৈঠক। এখানে যোগ দিচ্ছেন ২০০টির বেশি দেশ ও সংস্থার প্রতিনিধিরা। এই বৈঠকের সভাপতিত্ব করবেন এফএটিএ-র সভাপতি গিলস থমসন। এখানে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে বক্তব্য রাখতে চলেছে ভারত। ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ আসলে পুরোটাই ভাঁওতা। রাষ্ট্রসংঘের তরফে ঘোষিত জঙ্গি মাসুদ আজহার পাকিস্তানেই রয়েছে। অথচ তাঁকে নাকি খুঁজে পাচ্ছে না ইসলামাবাদ। এই জঙ্গি ২০০১ সালে সংসদ হামলা, ২০১৯ সালে পুলওয়ামা-সহ ভারতের মাটিতে একাধিক জঙ্গি হামলার মাস্টারমাইন্ড। ভারতের অভিযোগ, পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ আসলে পুরোটাই ভাঁওতা। রাষ্ট্রসংঘের তরফে ঘোষিত জঙ্গি মাসুদ



আজহার পাকিস্তানেই রয়েছে। পাকিস্তান ২০২১ সাল থেকে দাবি করে আসছে মাসুদ আফগানিস্তানে পালিয়েছে। অথচ সেপ্টেম্বরে তালিবান মুখপাত্র জিয়া আহমদ থকাল প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, এই জঙ্গি আফগানিস্তানে নেই এবং এ নিয়ে পাকিস্তান তাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগও করেনি। অথচ বিশ্বকে বোকা বানাতে ২০২৬ সালে পাকিস্তান মাসুদকে মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করেছে। যেখানে মাসুদকে খুঁজে দিলে পুরস্কারের মূল্য ৫০ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ করা হয়েছে। অবশ্য ভারতের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়াল পাকিস্তানের এই আড়ম্বরকে পুরোপুরি ভাঁওতা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “এরা জানে মাসুদ কোথায় রয়েছে। মিথ্যাচারিতা না করে ওরা গ্রেপ্তার করুক। এদিকে ভারতের গোয়েন্দা সূত্রের খবর, মাসুদ আজহার পাকিস্তানেই রয়েছে। সেখানকার সিদ্ধ প্রদেশের নবাবশাহ শহরে লুকিয়ে রয়েছে ভয়ংকর এই জঙ্গি। তাও আবার আইএসআইয়ের নিরাপত্তায়। ভারতের লক্ষ্য, ইসলামাবাদের মিথ্যাচারিতা ফাঁস করে সন্ত্রাসের মদতদাতা পাকিস্তানকে আবার এফএটিএসের ধূসর তালিকায় ঢোকানো। উল্লেখ্য, ২০১৮-২০২২ সাল পর্যন্ত এফএটিএসের ধূসর তালিকাতেই ছিল পাকিস্তান। ২০২২ সালে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেও এখনও নজরদারিতেই রয়েছে দেশটি। এই বৈঠকে ভারতের তরফে তথ্য-প্রমাণ পেশ হলে ফের ধূসর তালিকাভুক্ত হতে পারে শাহবাজের দেশ।

নয়াদিল্লিতে এসসিও বৈঠকে পাকিস্তানকে ডাকল ভারত!

এসসিও-র বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল পাকিস্তান। আগামী ২০ থেকে ২২ নভেম্বর দিল্লিতে এসসিও-র এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের সংস্কৃতিমন্ত্রী ঔরঙ্গজেব খানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে খবর। এই সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত কর্তারের মতে, দিল্লিতে হওয়া এই আলোচনা-পর্বে এসসিও-র সব সদস্য দেশের প্রতিনিধিকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এটি একটি বহুপাক্ষিক উদ্যোগ। ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সঙ্গে সে ভাবে সম্পৃক্ত নয় বিষয়টি। একে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে দেখারই পক্ষপাতী নয়াদিল্লি। যদিও এই আমন্ত্রণ নিয়ে পাকিস্তানের তরফে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপড়েন অব্যাহত। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলা, তার প্রত্যাহাত হিসেবে ভারতের অপারেশন সিদ্দুরের পর থেকে দু’দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। বিশ্বমঞ্চে ভারত বার বার সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে। তারা জানিয়েছে, জঙ্গিদমনে নয়াদিল্লি সর্বদাই ‘জুরো টলারেন্স’ নীতিতে বিশ্বাসী। অন্য দেশগুলিকে একই পথে হাঁটার আহ্বানও করে নয়াদিল্লি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে ভারতের মন্ত্রীরা প্রায় একই সুরে সন্ত্রাসবাদের প্রপঞ্চে পাকিস্তানকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের শুরুতে কিরগিজস্তানের রাজধানী বিশ্বেকেকে আয়োজিত ২৬তম এসসিও সম্মেলনে মোদী বলেছিলেন,

যুক্তরাজ্যের রাস্তায় রেসিংয়ে দুজনের মৃত্যু

ঢাকা, যুক্তরাজ্যের রাস্তায় গাড়ি নিয়ে গতির প্রতিযোগিতায় মেতেছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত দুই ব্যক্তি। তাতে প্রাণ গেছে স্কুলে যাওয়ার পথে এক মা ও তার চার বছরের মেয়ের। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে উত্তর ইংল্যান্ডে। বিচার শেষে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় সোমবার যুক্তরাজ্যের লিডস ক্রাউন কোর্টে বিচারক রে সিং দুই আসামির কারাদন্দের রায় ঘোষণা করেন। জুরি প্যানেল তদন্তে জানতে পেরেছে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ৩৭ বছর বয়সী গাড়ি বিক্রেতা জাসকমল রিয়াত এবং ২৯ বছর বয়সী হার্দিপ ভাচু একে অপরের সাথে রেসিং প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলেন। একপর্যায়ে ভাচু গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং স্কুলে যাওয়ার জন্য স্কট হল রোড দিয়ে হেঁটে যাওয়া ওই মা ও মেয়ের ওপর গাড়িটি তুলে দেন। ভাচুর চালানো অডি টিটি আরএস গাড়িটির ধাক্কায় ২৭ বছর বয়সী জাস্তিনা হলবোজ এবং তার চার বছর বয়সী মেয়ে লেনা।



“সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দ্বিচারিতার কোনও স্থান নেই।” পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বরাবরই সীমান্তপারের সন্ত্রাসে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে ভারত। অপারেশন সিদ্দুরের সময় পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কয়েকটি জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করেছিল ভারতীয় সেনা। সেই এসসিও সম্মেলন থেকে মোদীর বার্তা ছিল, “যে সমস্ত দেশ সন্ত্রাসবাদকে নিজেদের নীতির অঙ্গ করে ফেলেছে এবং সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করছে, তাদের একটিই বার্তা দেওয়া উচিত। তা হল, সন্ত্রাসবাদ কারও কৌশলগত সম্পদ হতে পারে না।” অন্য দিকে, বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তান বার বার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছে, যা নিয়ে দু’দেশের মধ্যে চাপানউতর অব্যাহত। কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট। নয়াদিল্লির বক্তব্য, এটা ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। বিষয়টি বিশ্বমঞ্চে উত্থাপিত করা বা তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ অনভিপ্রেত। উল্লেখ্য, দু’দেশের টানাপড়েনের মধ্যে ২০২৪ সালের অক্টোবরে এসসিও কাউন্সিলের বৈঠকে যোগ দিতে পাকিস্তান গিয়েছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। যদিও সেই সফরে পাকিস্তানের কোনও মন্ত্রীর সঙ্গে জয়শঙ্করের কোনও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়নি। আসন্ন এসসিও বৈঠকে পাকিস্তান কোনও প্রতিনিধি পাঠায় কি না, সেটাই দেখার।

TAX SERVICES



অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্ভুলভাবে
পার্সোনাল ট্যাক্স ফাইল করা হয়



RAFIQUE AHMED, PhD.
Tel: (917) 442 2872

37-18, 73rd Street (Suite-502), Jackson heights, NY-11372
(খামার বাড়ি প্রোসারির বিল্ডিং এর ৫ম তলায়)





সমকালীন ও লোকগানের শিল্পী

কৌশলী ইমা

যোগাযোগ



পরিচালক : সঙ্গীত একাডেমি, কামেকটিকটি (যুক্তরাষ্ট্র)

ফোন : ৮৬০-৭১৩-১২৮৫

kousholyema@gmail.com

আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে জাতিসংঘের দ্বারস্থ শেখ হাসিনা

জরুরি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শেখ হাসিনার পক্ষে এই আবেদন জমা দিয়েছেন আইনজীবী স্টিভেন পাওয়েলস কেসি (কিংস কাউন্সেল)। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রশাসন প্রথমে আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পরে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার সেই নিষেধাজ্ঞা শুধু বহালই রাখেনি, বরং আনুষ্ঠানিক রূপও দিয়েছে। আবেদনে দাবি করা হয়েছে, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশ নিতে দেয়া হয়নি। দলটির অংশগ্রহণের পক্ষে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাদের নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়। ফলে ওই নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও সর্বজনীন অংশগ্রহণমূলক ছিল না বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আবেদনে আরও বলা হয়েছে, দেশের একটি বড় রাজনৈতিক দল ও তার সহযোগী সংগঠনগুলোকে আইনগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রেখে বাংলাদেশে নির্বাচন আয়োজন এবং গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা সুসংহত করার চেষ্টা সাংবিধানিকভাবে অসংগত। এর ফলে দেশের বি-পুলসংখ্যক মানুষ কার্যত রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষে বাংলাদেশের আদালতে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জ জানানোও কঠিন হয়ে পড়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা এবং এর সমর্থকদের ওপর চলমান হামলার কারণে আইনজীবী নিয়োগ ও আইনি অভিযোগ দায়েরের প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। আবেদনে বলা হয়েছে, আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির কয়েকটি ধারার লঙ্ঘন। এর মধ্যে রয়েছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার-সংক্রান্ত ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ, সংগঠন করার স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ২২ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকারী ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ। আবেদনে আরও যুক্তি দেয়া হয়েছে, নিষেধাজ্ঞাটি যথাযথ আইনি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা সরকারের আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞার কোনো বৈধ উদ্দেশ্য নেই বলেও এতে দাবি করা হয়েছে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সদস্য ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চলমান হামলার অংশ হিসেবে নিষেধাজ্ঞাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞাটি প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত এবং এর অপব্যবহার ঠেকানোর মতো পর্যাপ্ত সুরক্ষাব্যবস্থাও নেই বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ হাসিনার পক্ষে করা আবেদনে জাতিসংঘের তিনজন বিশেষজ্ঞের জরুরি হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। তারা হলেন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারবিষয়ক বিশেষ রিপোর্টার, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও সংগঠন করার স্বাধীনতাবিষয়ক বিশেষ রিপোর্টার এবং গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রসারবিষয়ক স্বাধীন বিশেষজ্ঞ। আবেদনে তাদের প্রতি জরুরি পদক্ষেপ নেয়া এবং বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান জানিয়ে প্রকাশ্যে বিরূতি দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।



স্পেনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা, মৃত ৬৮

মধ্যবয়স্ক। বুধবার সকালে এমনই ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী থাকল স্পেন। সেখানকার টলেডো প্রদেশে দু’টি দ্রুতগতির ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল ৬৮ জনের। আহত শতাধিক। তাঁদেরকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। দেশের রেল পরিষেবার দায়িত্বে থাকা সংস্থা এডিআইএফ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার জেরে মাদ্রিদ, সিউদাদ রিয়াল ও আন্দালুসিয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এদিন স্থানীয় সময় সকাল ৯ টার দিকে টলেডো প্রদেশের লস ইয়েবেনেস ও আর্দা শহরের মাঝে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, একই দিকে রওনা দিয়েছিল ট্রেন দু’টি। টলেডোর কাছে একটি ট্রেন অন্যটির পিছনে ধাক্কা মারে। এর জেরে দু’টি কামরা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। লাইন থেকে ছিটকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কামরাগুলি। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায়। ঘটনাস্থলেই বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। বুধবার রাতপর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৬৪। সংখ্যাটি আরও বাড়তে পারে। সূত্রে খবর, সিগন্যাল ব্যবস্থার ত্রুটি মেরামতের কাজ চলছিল। সেইসময় ট্রেনকে সতর্ক করতে পারেননি কর্তব্যরত কর্মী। তার ভুলেই এই দুর্ঘটনা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আর্দার মেয়র ম্যানুয়েল গালান জানিয়েছেন, বহু যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা ও আশ্রয়ের জন্য এলাকায় একটি অস্থায়ী স্টেডিয়াম তৈরি করা হচ্ছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রায় ১০০ জনকে মোতায়েন করেছে মাদ্রিদ সিটি কাউন্সিল। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেস। তিনি জানান, টলেডোর ট্রেন দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত। এনিয়ে পরিবহনমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। যাত্রীদের নিরাপত্তায় কাজ করছে উদ্ধারকারী দল। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। জানুয়ারি মাসেও দক্ষিণ স্পেনে ট্রেন দুর্ঘটনায় ৪৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ব্রাজিলের নির্বাচনে প্রত্যাবর্তন বামপন্থী লুলার!

৪৮.২৫ শতাংশ ভোট।

শেষ চালে কিস্তিমাত করে চতুর্থবারের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন লুলা। এর আগে ২০০২, ২০০৬ এবং ২০২২ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন লুলা। চার বছর অন্তর ব্রাজিলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়ে থাকে। ২০২২ সালে ফ্লাভিওর বাবা জুইর বলসোনারোকে হারিয়েছিলেন লুলা। পরে অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের দায়ে বলসোনারোর ২৭ বছরের জেলের সাজা হয়।

বলসোনারোদের সঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সম্পর্ক বরাবরই ভাল। এর আগে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জুইরের বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে ব্রাজিলের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরে অবশ্য খানিক সুর নরম করেন তিনি। তার পর চলতি বছরে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে ব্যবসা করার অভিযোগ তুলে ফের শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা। অন্য দিকে, ব্রাজিলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অভিযোগ তুলে একাধিক বার ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে লুলা প্রশাসন। সেই দিক থেকে দেখলে লুলার জয়ে খানিক বিপাকে পড়লেন ট্রাম্পও।

কেবল ৮০ বছর বয়সে চতুর্থবারের জন্য প্রেসিডেন্ট হওয়াই নয়, লুলা আরও একটি ক্ষেত্রে নজির গড়েছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ব্রাজিলে ১৯৮৫ সালে সামরিক শাসনের অবসান হয়। তার পর এই প্রথম পেলে-রোমারিওর দেশে কোনও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী প্রথম রাউন্ডে পিছিয়ে পড়েও দ্বিতীয় রাউন্ডে জয় হাসিল করলেন। আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে লুলার চতুর্থ দফার মেয়াদ শুরু হবে।

প্রথম দফার ভোটে কোনও পক্ষই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ ভোট পাননি। তবে লুলার তুলনায় এগিয়ে ছিলেন দক্ষিণপন্থী লিবারেল পার্টির প্রার্থী ফ্লাভিও। যেহেতু প্রথম দফায় কোনও প্রার্থীই প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পাননি, তাই সে দেশের নিয়ম অনুযায়ী রবিবার ব্রাজিলে দ্বিতীয় রাউন্ডের ভোট হয়। দ্বিতীয় দফার ভোটে অংশগ্রহণ করে প্রথম দফায় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া দুই প্রার্থী লুলা এবং ফ্লাভিও। ভোটের ফল বলছে, ৫০ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে লুলা বুঝিয়ে দিয়েছেন জনসমর্থন তাঁর দিকেই রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ব্রাজিলে নতুন করে আর ভোট করানোর প্রয়োজন নেই।

গণনা শুরু হওয়ার পর নাটকীয় পরিস্থিতিও তৈরি হয়। গণপরিবহণের অভাবে ভোটারেরা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারছেন না, এমন অভিযোগ তুলে ভোটদানের সময় বৃদ্ধির আর্জি জানায় লুলা শিবির। দক্ষিণ ব্রাজিলে ভারী বর্ষণের কথা জানিয়ে একই আর্জি জানায় জুনিয়র বলসোনারো শিবিরও। ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট দু'পক্ষের আর্জি মেনে ভোটদানের সময় দু'ঘণ্টা বৃদ্ধি করেন। গণনার কাজ স্থগিত করে ফের ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। ব্রাজিলের স্থানীয় সময় অনুযায়ী, বিকেল ৫টায় ভোট শেষ হওয়ার কথা ছিল। তা সন্ধ্যা ৭টায় শেষ হয়।

ফলাফলকে ঘিরে একটি অন্য বিতর্ক উস্কে দিয়েছেন ফ্লাভিও। সুপ্রিম কোর্টের যে বিচারপতি লুলা শিবিরের আর্জি মেনে ভোটদানের সময় বৃদ্ধি করেন, সেই বিচারপতি ক্রিস্টিয়ানো জুনিয়র এক সময় লুলার ব্যক্তিগত আইনজীবী ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিষয়টিকে সামনে রেখে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলেছে ফ্লাভিও শিবির। তাদের বক্তব্য, ভোটদানের সময় বৃদ্ধি করার পরেই কয়েকটি ভোটদান কেন্দ্রে উত্তেজনা তৈরি হয়। ভোটের এই ফলাফলকে মানতে অস্বীকার করেছেন বলসোনারো-পুত্র।



আমরা অধি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic, metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline, add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বছর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।

We guarantee your satisfaction
Tel: (718)-533-1611

প্রথম রাউন্ডে পিছিয়ে পড়ার পরেই প্রচারকৌশলে বদল এনেছিলেন লুলা। মূলত ছাত্র-যুবদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন অশীতিপূর এই বামপন্থী রাজনীতিক। যে লুলা কোনও দিন স্মার্টফোনই ব্যবহার করেননি, সেই তাকে তরুণ-তরুণীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে সেলফি তুলতে দেখা যায়। লুলা শিবির মনে করিয়ে দেয় যে, ফ্লাভিওর বাবা বলসোনারো কোভিড মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছিলেন, আমাজনের জঙ্গল ধ্বংস করেছিলেন। অন্য দিকে, ব্রাজিলের ক্রমবর্ধমান অপরাধের ঘটনা কমানোর ডাক দিয়েছিলেন ফ্লাভিও। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তিনি। বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, দৌলুয়ামান ভোটারেরা অ-নিয়ন্ত্রিত পথ ছেড়ে শেষপর্যন্ত অভিজ্ঞ লুলাকেই বেছে নিয়েছেন।

আইএস যোদ্ধাকে বিয়ে, সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে দোষী সাব্যস্ত মার্কিন নারী

ঢাকা, কিশোরী বয়সে বাবার সঙ্গে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের হালিমা সালমান। সেখানে তার বাবা তাকে ইসলামিক স্টেটের (আইএস) এক যোদ্ধার সঙ্গে বিয়ে দেন।

আইএসের কাছ থেকে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নেওয়ার মামলায় মঙ্গলবার তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালত। এনডিটিভি জানায়, আইনজীবীদের দাবি, হালিমা সালমান আইএসের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীটির কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছিলেন। আদালতে বিচারকদের একটি ভিডিও দেখানো হয়। এতে হালিমাকে একটি স্বয়ংক্রিয় রাইফেল হাতে দেখা যায়।

আইএসের পতাকার সঙ্গে তার একটি ছবিও উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া স্বামীর কাছে পাঠানো তার স্নেহপূর্ণ খুদে বার্তাও আদালতে দেখানো হয়। ব্রুকলিনের মার্কিন অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা জুনিয়র এক বিবৃতিতে বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে হালিমাকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য দায়ী করা হয়েছে।

তবে হালিমার আইনজীবীরা বলেন, কিশোরী বয়সে তিনি বাবার সঙ্গে সিরিয়ায় গিয়ে গৃহযুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়েছিলেন। পরে চরমপন্থী স্বামীর নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হন। স্বামীর নির্দেশ মেনে চলা ছাড়া তার সামনে তেমন কোনো পথ ছিল না। আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় হালিমা বলেন, ‘আপনি চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে আপনার মৃত্যু হবে।’ তিনি আরো বলেন, ১৮ বছর বয়সে তাকে জোর করে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নেননি। বিয়ের পরও তিনি একাধিকবার বিব-



াহবিচ্ছেদের চেষ্টা করেছিলেন।

রায় ঘোষণার পর হালিমা, তার মা ও তার আইনজীবীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে আদালতের দর্শকসারি ও বিচারকাজ পরিচালনার মূল অংশের মাঝখানে থাকা রেলিংয়ের দুই পাশ থেকে হালিমা ও তার মা একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। বৃহস্পতিবার থেকে বিচারকেরা মামলার রায় নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। সোমবার তারা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তাদের সমস্যা হচ্ছে। তবে রায় ঘোষণার পর আদালত থেকে বের হওয়ার সময় তারা এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

হালিমার আইনজীবীরাও এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি। তারা বিচারকের কাছে রায় বাতিল করে হালিমাকে খালাস দেওয়ার আবেদন করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে, উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব না হলে বিচারক রায় বাতিল করে খালাস দিতে পারেন।

একটি পরিপূর্ণ প্রোস্টেট ও পুরুষসত্তা সামগ্রীর সেবা প্রতিদিন

জামাইবাব প্রোস্টেটের ছদ্মবেশে এক ঐতিহ্যবাহী নাম

FATEMA GROCERY & HALAL MEAT

ফাতিমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট

- প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
- এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
- প্রতি সপ্তাহে পেণ্ডনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়

BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-9642

এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী



LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY

ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমিনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street. (1F). Jackson Heights. NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



হুথি হামলায় বিপর্যস্ত সৌদি আরব

ইরান সমর্থিত শিয়া বিদ্রোহীদের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় সৌদি আরবের আকাশপথে ইতিমধ্যেই বড়সড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। বাতিল হয়েছে চার হাজারেরও বেশি ফ্লাইট। বিমান চলাচলবিষয়ক তথ্য বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান সিরিয়াম সোমবার এই তথ্য জানিয়েছে। সিরিয়ামের রিপোর্ট জানাচ্ছে, ৮ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত রিয়াদের কিং খালিদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্ধারিত ৪ হাজার ৭৩৬টি ফ্লাইটের মধ্যে ৪ হাজার ৭১টি বাতিল করা হয়েছে।

‘উড়ন্ত রেডার’র বহর বাড়ছে চিন, দেখাল উপগ্রহচিত্র! ভারতের উপর নজরদারির জন্য কি আসরে অ্যাওয়াঙ্ক

অন্য দিকে, হুথির দাবি সোমবার ফের রিয়াদ বিমানবন্দরে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে তারা। প্রসঙ্গত, অক্টোবরের গোড়াতেই ইরান সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীটি এক বিবৃতিতে সকল উড়ান সংস্থাকে সতর্ক করে দিয়েছিল। সৌদির বিমানবন্দর এবং আকাশসীমা ব্যবহার না করার জন্য ‘পরামর্শ’ দিয়েছিল তারা। জানিয়েছিল, পবিত্র শহরক মক্কা এবং মদিনার বিমানবন্দরগুলি বাদে সৌদির প্রতিটি বিমানবন্দরই ‘রঞ্জে’ পরিণত করা হবে।



ছাত্রবিক্ষোভের জেরে রাজনৈতিক পালাবদল সার্বিয়ায়। ১২ বছর পর ক্ষমতা হারালেন প্রেসিডেন্ট

প্রাথমিক গণনায় পরাজয়ের ইঙ্গিত পেয়েই হার স্বীকার করে নেন ভুচিচ। দেশবাসীর উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, “এটা স্পষ্ট যে, আমরা এই নির্বাচনে হেরে গিয়েছি। স্টুডেন্ট লিস্ট জয়ী হয়েছে।” ২০১৪ সাল থেকে সার্বিয়ার রাজনীতিতে কার্যত শেষ কথা ছিলেন ভুচিচ। এই ১২ বছরে কখনও তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, কখনও আবার প্রধানমন্ত্রী। ১২ বছর পর এই প্রথম রাজনৈতিক একাধিপত্য হারালেন ভুচিচ।

২০২৪ সালে সার্বিয়ার একটি রেলস্টেশনে ছাউনি ভেঙে মৃত্যু হয়েছিল ১৬ জনের। সেখান থেকে ছাত্র-যুব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বেহাল শিক্ষাব্যবস্থা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয়ে সরকারের নীতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সার্বিয়ার ছাত্র-যুবরা। সার্বিয়া একসময় সাবেক যুগোস্লাভিয়ার অংশ ছিল। ২০০৩ সালে যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সার্বিয়া অ্যাক্ট মন্টেনেগ্রো। ২০০৬ সালে মন্টেনেগ্রো এবং সার্বিয়া পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ইউরোপের বলকান অঞ্চলের স্থলভাগে ঘেরা ছোট দেশ সার্বিয়ার জনসংখ্যা মাত্র ৬৬ লক্ষ। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, ছাত্র-যুবরা কেবল অল্পবয়সীদেরই প্রার্থী করেন, সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোটে দাঁড় করানো হয়। প্রার্থীদের মধ্যে কেউ শিক্ষক, কেউ আইনজীবী, কেউ বা চিকিৎসক। অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ভূচিচের বিরুদ্ধে সে অর্থে কাউকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীও ঘোষণা করেননি সার্বিয়ার ছাত্র-যুবরা। তবে নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল ৫৬ বছর বয়সি

হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইলিজা সরডানোভিচকে। ভোটে জয়ের পর ছাত্র-যুবরা কী ভাবে সরকার গঠন করবেন, সেই সরকারের নেতৃত্বে কে থাকবেন, সে দিকই নজর সকলের।

ইউরোপের একাধিক দেশে সরকার এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন ছাত্র-যুবদের একাংশ। শনিবার ফ্রান্স জুড়ে মূল্যবৃদ্ধি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল দশার বিরুদ্ধে কয়েক লক্ষ মানুষ বিক্ষোভে शामिल হন। দিনভর মূলত শান্তিপূর্ণ মিছিল হয়। তবে বিকেলের পর একাধিক শহরে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ব্যাপক সংঘাত বাধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জলকামান ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। সরকারি হিসেব অনুযায়ী, দেশ জুড়ে সংঘটিত বিশৃঙ্খলা ও হিংসার ঘটনায় ১,৩০০-রও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ফ্রান্সের এই জনরোষের প্রভাব পড়েছে ইউরোপের অন্যান্য বড় শহরেও। স্পেনের বার্সেলোনায়ে শিক্ষার্থী বিক্ষোভে ১২০ জনেরও বেশি মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। আলবেনিয়ার তিরানায় হাজার হাজার সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে পুলিশ। বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে রাজপথে পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘাতের খবর পাওয়া গিয়েছে। ইতালির মিলানে গত সপ্তাহের মতো আগুন জ্বালানো ও ভাঙচুর এড়াতে সেনা ও বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করে শহর ঘিরে ফেলা হয়। এই আবহে সার্বিয়ার এই রাজনৈতিক পালাবদলকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে নেপাল এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক পালাবদলের নেপথ্যে ছাত্র-যুবদের ভূমিকা ছিল। এ বার ছাত্র-যুব বিক্ষোভে ইউরোপের দেশে রাজ্যপাট খোয়ালেন প্রেসিডেন্ট।

নেতানিয়াহুর ভাগ্য নির্ধারণ করবে কি আরব দলগুলো?

ঢাকা: ইসরাইলের সাধারণ নির্বাচন ঘিরে দেশটির রাজনীতিতে আরব নাগরিক ও দলগুলোর প্রভাব নতুন করে আলোচনায় এসেছে। নির্বাচনের ফলাফলে কোনো পক্ষই



একভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করতে না পারলে সরকার গঠনের সমীকরণে আরব দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে তাদের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে ইসরায়েলের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) প্রকাশিত জেরুজালেম পোস্ট-এর এক বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনে এসব বিষয় উঠে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্বাচনের রাতে রা'আম দলের নেতা মানসুর আব্বাসকে বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকটের সঙ্গে আরব দলগুলোর সম্ভাব্য সহযোগিতার শর্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে আব্বাস প্রথমে সরকার গঠনের বাস্তব সম্ভাবনা আছে কি না, তা নিশ্চিত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন। তার মতে, আগে সরকার গঠনের সংখ্যাগত সমীকরণ স্পষ্ট হতে হবে, এরপর আলোচনায় বসতে হবে।

ইসরাইলের পার্লামেন্ট নেসেটের মোট আসন ১২০টি। সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন অন্তত ৬১টি আসন। নির্বাচনের পর বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের বুথফেরত জরিপে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। তবে চ্যানেলগুলোর পূর্বাভাসে পার্থক্য রয়েছে। ফলে চূড়ান্ত ফলাফলের আগে সরকার গঠনের সম্ভাবনা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

আরব দলগুলোর ভোটের গুরুত্ব ইসরাইলের আরব নাগরিকদের রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রায়ই আলোচনা হয়। তবে তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক মতপার্থক্য, দাবিদাওয়া এবং সরকারে অংশগ্রহণের কৌশল ভুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পায় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২০২১ সালে নাফতালি বেনেট ও ইয়ার লাপিদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারে রা'আম অংশ নিয়েছিল। এর মাধ্যমে ইসরাইলের ডানপন্থী রাজনীতির একজন নেতার নেতৃত্বাধীন সরকার টিকিয়ে রাখতে দলটি ভূমিকা রেখেছিল। এবারের নির্বাচনেও আরব দলগুলো সরকার গঠনের আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরাইলের আরব নাগরিকদের ভোটও অন্যান্য নাগরিকের ভোটের মতোই পার্লামেন্টের আসনসংখ্যা নির্ধারণ করে। ফলে কোনো সরকার তাদের সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে পারে, আবার সেই সমর্থন প্রত্যাহার করা হলে সরকার পতনের পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে।

‘বর্ণবাদ’ বিতর্ক ও আরব দলগুলোর অবস্থান প্রতিবেদনে ইসরাইল ও অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে বর্ণবৈষম্য নিয়ে চলমান বিতর্কও তুলে ধরা হয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইসরায়েলসহ অধিকৃত ভূখণ্ডে বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থা থাকার অভিযোগ তুলেছে। তবে ইসরাইলের আরব নাগরিকদের পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনীদের ভিন্ন আইনি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলাদাভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে বিশ্লেষণে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, আরব নাগরিকদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যেমন বৈষম্যসংক্রান্ত সব অভিযোগের অবসান ঘটায় না, তেমনি তাদের দল গঠন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সরকার গঠনের আলোচনায় ভূমিকা রাখার বাস্তবতাও উপেক্ষা করা যায় না।

Karnafully Travel Inc

37-16 73rd Street, Jackson Heights, NY-11372 Suite # 201FR

tel : 718-205-6050 , 718-205-6055



ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES
WHOLESALE



Tel: 929-278-9609

73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

সুখীর বরণ মাঝি

ক্ষেত্রে সতর্কতা জরুরি। কিন্তু তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকার কথা নয়—কোনো নাগরিকের ওপর অন্যায় হলে তার বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। কোনো মন্দিরে হামলা হলে তার বিচার যেমন জরুরি, তেমনি কোনো মসজিদ, গির্জা বা বৌদ্ধবিহারে হামলা হলেও বিচার জরুরি। কোনো ধর্মের মানুষের বাড়িঘরে হামলা হলে অপরাধীর পরিচয় নয়, অপরাধের ভিত্তিতেই বিচার হতে হবে। রাষ্ট্রের কাছে অপরাধীর পরিচয় নয়, অপরাধই প্রধান বিষয় হওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে শিক্ষা। একজন শিশু যখন ছোটবেলা থেকেই শিখবে যে ভিন্ন ধর্মের মানুষ তার শত্রু নয়, বরং তারই মতো একজন মানুষ; তখন বড় হয়ে তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জায়গা সংকুচিত হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০-এ অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবিক মূল্যবোধ, সহমর্মিতা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু পাঠ্যবইয়ে অসাম্প্রদায়িকতার কথা লিখে দিলেই হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশও হতে হবে অসাম্প্রদায়িক। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে—নিজের ধর্মকে ভালোবাসা এবং অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করা এক বিষয় নয়। নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকা এবং অন্যের বিশ্বাসের অধিকারকে সম্মান করা পরস্পরবিরোধী নয়। বিদ্যালয় ও কলেজে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ বাড়ানো দরকার। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচয় ও সংলাপ বাড়াতে হবে। কারণ অচেনা মানুষকে ভয় করার অন্যতম কারণ হলো তাকে না-জানা।

ধর্মীয় নেতারা সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী। তাঁদের বক্তব্য সাধারণ মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। তাই মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও বৌদ্ধবিহারের ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব শুধু ধর্মীয় আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা চাইলে শান্তি, মানবিকতা, সহনশীলতা ও পারস্পরিক সম্মানের শক্তিশালী বার্তা সমাজে ছড়িয়ে দিতে পারেন। নিজের ধর্মের মূল্যবোধ ব্যাখ্যা করা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেই ব্যাখ্যার সঙ্গে অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ বা অবমাননা যুক্ত করা উচিত নয়। প্রত্যেক ধর্মেই মানবিকতা, ন্যায়, দয়া, সত্য ও শান্তির শিক্ষা রয়েছে। তাই ধর্মকে বিভেদের নয়, মানবিকতার শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা জরুরি। সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি বড় উৎস হলো রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যবহার। ধর্ম মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করা হলে তার প্রভাব সমাজের গভীরে গিয়ে পড়ে। রাজনীতিতে মতপার্থক্য থাকবে। দল থাকবে। নির্বাচন থাকবে। ক্ষমতার প্রতিযোগিতা থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাকে ধর্মীয় বিভাজনে রূপ দেওয়া হলে তার ক্ষতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত নির্বাচনী লাভ-ক্ষতির হিসাবের বাইরে গিয়ে অসাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে একটি অভিন্ন নৈতিক অবস্থান তৈরি করা। সাম্প্রদায়িকতা মোকাবিলায় সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হলো আইনের শাসন। কোনো নাগরিকের ওপর হামলা হলে দ্রুত মামলা, তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধী যে দলের, যে ধর্মের বা যে পরিচয়েরই হোক, তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে মিথ্যা অভিযোগ, গুজব বা ধর্মীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করে কাউকে জনতার হাতে তুলে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। জনতার বিচার কখনো ন্যায়বিচারের বিকল্প হতে পারে না। একটি সভ্য রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো—অভিযোগ উঠলে পুলিশ তদন্ত করবে, প্রমাণ সংগ্রহ করবে এবং আদালত বিচার করবে।

‘সংখ্যালঘু’ নয়, আগে নাগরিক আমাদের চিন্তার মধ্যেও পরিবর্তন দরকার। একজন মানুষকে সারাক্ষণ ‘সংখ্যালঘু’ পরিচয়ে দেখলে তার নাগরিক পরিচয় আড়ালে চলে যায়। তিনি প্রথমে একজন নাগরিক। তার ধর্মীয় পরিচয় তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ। রাষ্ট্রের কাছে তিনি অন্য সব নাগরিকের মতোই সমান অধিকার ও নিরাপত্তার অধিকারী। তাই আমাদের ভাষায়ও পরিবর্তন দরকার। সংখ্যালঘুদের ‘রক্ষা করার’ পাশাপাশি তাদের সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলতে হবে। কারণ অধিকার কোনো দয়া নয়; অধিকার রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অঙ্গীকার। সম্প্রীতি শুধু উৎসবের দিনে নয় আমরা প্রায়ই বলি—‘ধর্ম যার যার, উৎসব সবার।’ কথাটি সুন্দর। কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতার চর্চা শুধু উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময়ে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো, প্রতিবেশীর উপাসনালয়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া, গুজব প্রতিহত করা এবং অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করা—এসবই অসাম্প্রদায়িকতার বাস্তব চর্চা। দুর্গাপূজার সময় মন্দিরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেমন রাষ্ট্রের দায়িত্ব, তেমনি স্থানীয় মুসলমানদেরও সামাজিক দায়িত্ব। একইভাবে ঈদের সময় অন্য ধর্মের প্রতিবেশীর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাও সম্প্রীতির অংশ। সম্প্রীতি তখনই সত্যিকার হয়, যখন তা শুধু উৎসবের দিনে নয়, সংকটের দিনেও দেখা যায়।

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সহিংসতার একটি নির্ভরযোগ্য জাতীয় তথ্যভান্ডার তৈরি করা দরকার। কোন ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক বলা হবে, তার একটি স্বচ্ছ সংজ্ঞা ও অভিন্ন পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। গুজব শনাক্ত ও প্রতিরোধে দ্রুত তথ্য যাচাই ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিটি ঘটনার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিকতা, সহনশীলতা, বহুত্ববাদ, নাগরিক অধিকার ও সমালোচনামূলক চিন্তার চর্চা বাড়াতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মীয় উসকানি থেকে দূরে থাকতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে সম্প্রীতি রক্ষার সামাজিক উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। গণমাধ্যমকে ধর্মীয় বিষয়ে আরও দায়িত্বশীল ও সংবেদনশীল হতে হবে।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি তার বৈচিত্র্য। নদী যেমন বিভিন্ন স্রোতকে ধারণ করে সাগরের

দিকে এগিয়ে যায়, বাংলাদেশও তেমনি নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষকে ধারণ করে এগিয়ে এসেছে। এই বৈচিত্র্যকে দুর্বলতা হিসেবে দেখার কোনো কারণ নেই। বরং এটিই আমাদের সামাজিক সম্পদ। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই, যেখানে একজন মানুষ তার ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে ভয় পাবেন না। যেখানে মন্দিরে পূজা করার সময় একজন হিন্দু নাগরিক নিরাপদ থাকবেন, মসজিদে নামাজ পড়ার সময় একজন মুসলমান নিরাপদ থাকবেন, গির্জায় প্রার্থনার সময় একজন খ্রিষ্টান এবং বৌদ্ধবিহারে প্রার্থনার সময় একজন বৌদ্ধ একই নিরাপত্তা অনুভব করবেন। আমরা এমন রাষ্ট্র চাই, যেখানে নাগরিকের পরিচয় আগে—ধর্মীয় পরিচয় পরে। একজন মানুষের ধর্ম তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়; কিন্তু তার নাগরিক অধিকার রাষ্ট্রের বিষয়। তাই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দাবি নয়। এটি বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার। আজ যদি কোনো একটি সম্প্রদায়ের ওপর অন্যায় হয় এবং অন্যরা নীরব থাকে, তাহলে সেই নীরবতা আগামী দিনে অন্য কারও অধিকারের জন্যও বিপদ ডেকে আনতে পারে। অন্যের অধিকার রক্ষা করা তাই শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়; নিজের অধিকার রক্ষারও একটি উপায়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে আমরা কোন পথ বেছে নিই তার ওপর—বিভেদের পথ, নাকি সম্প্রীতির পথ; ঘৃণার পথ, নাকি মানবিকতার পথ; প্রতিহিংসার পথ, নাকি ন্যায়বিচারের পথ। আমাদের অঙ্গীকার হওয়া উচিত—ধর্মকে ভালোবাসব, কিন্তু ধর্মের নামে মানুষকে ঘৃণা করব না; নিজের বিশ্বাসে দৃঢ় থাকব, কিন্তু অন্যের বিশ্বাসের অধিকার অস্বীকার করব না; নিজের অধিকার চাইব, কিন্তু অন্যের অধিকার কেড়ে নেব না। একজন মানুষকে তার ধর্ম দিয়ে নয়, প্রথমে মানুষ হিসেবে দেখতে শেখাই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ কোনো দূরের স্বপ্ন নয়। এটি আমাদের সংবিধানের অঙ্গীকার। ধর্ম যার যার, অধিকার সবার। বিশ্বাস যার যার, রাষ্ট্র সবার। বাংলাদেশ সবার।

সুখীর বরণ মাঝি, শিক্ষক
হাইমচর সরকারি মহাবিদ্যালয়, হাইমচর, চাঁদপুর।

জেপুলিয়ান দত্ত জেপু

দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা দিয়ে। যিনি সমালোচনা সহ্য করতে পারেন, ভিন্নমতকে সম্মান করেন, নিজের ভুল স্বীকার করতে জানেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে সমাজের কল্যাণে কাজ করেন, তিনিই নেতৃত্বের প্রকৃত মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম। পরিশেষে বলতে চাই, নেতৃত্বের আসন বড় নয়, বড় হলো সেই আসনে অধিষ্ঠিত মানুষের মন ও মানসিকতা। সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন ঘটাই হলে নেতৃত্বের মুখোশধারী স্বার্থান্বেষীদের চিহ্নিত করতে হবে এবং সততা, যোগ্যতা ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে। কারণ, নেতৃত্বের নামে যারা সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করেন, তাঁদের হাতে কখনো স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। প্রতিহিংসা দিয়ে সাময়িক আধিপত্য

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, কিন্তু ভালোবাসা দিয়ে যে ঐক্য গড়ে ওঠে, তা-ই সমাজকে দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের পথে এগিয়ে নেয়।

নেতৃত্বের সার্থকতা ক্ষমতার উচ্চতায় নয়, মানুষের হৃদয়ে তার অবস্থানে। যে নেতৃত্ব মানুষের চোখে ভয় নয়, শ্রদ্ধা জাগায়; মানুষের মনে বিভেদ নয়, সম্প্রীতি সৃষ্টি করে; আর সমাজে স্বার্থের নয়, মানবিকতার জয়গান প্রতিষ্ঠা করে—সেই নেতৃত্বই প্রকৃত নেতৃত্ব।

জেপুলিয়ান দত্ত জেপু, শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক। চকরিয়া, কক্সাজার।

মনজুরুল ইসলাম

হন। তাঁরা শাওনকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন। এরপর পুলিশ তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার করে।

যমুনা টেলিভিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে উপস্থিত যুবদলের নেতা-কর্মীরা বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনামূলক ওই পোস্ট তাঁরা মেনে নেবেন না। পুলিশও জানায়, দলীয় নেতা কর্মীরা শাওনকে আটক করে তাদের কাছে সোপর্দ করেছিলেন। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ঘটনাটিকে সরকারসমর্থকদের চাপে মতপ্রকাশকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনার উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছে।

সরকার ও বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। দলীয় নেতা-কর্মীরা কারও বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে মববাজদের মতো তাঁর বাড়ি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করবেন, তাঁকে আটক করবেন কিংবা পুলিশের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার চাপ সৃষ্টি করবেন—এমন আচরণ বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে পুলিশকে রাজনৈতিক আনুগত্যের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাইলে এটুকু করতেই হবে।

কোনো বক্তব্য অশালীন বা আপত্তিকর মনে হতে পারে। তার প্রতিবাদও হতে পারে। কিন্তু সেই অসন্তোষের জেরে দলীয় নেতাকর্মীরা একজন মানুষকে আটক করবেন, এরপর পুলিশ তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার দেখাবে—এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোনো বক্তব্যকে সন্ত্রাসের অভিযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হলে সংশ্লিষ্ট আইনের নির্দিষ্ট উপাদান ও তার প্রমাণ থাকতে হবে। শুধু ক্ষমতাসীন দলের নেতাকে নিয়ে আপত্তিকর কথা বলা সেই প্রমাণের বিকল্প হতে পারে না।

একই ধরনের আরও বেশ কিছু ঘটনার উদাহরণ দেওয়া সম্ভব; কোথাও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করা হয়েছে, কোথাও দলীয় নেতা-কর্মীরা নিজেরাই একজনকে আটক করে পুলিশের কাছে দিয়েছেন, কোথাও অনলাইন প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে হামলার অভিযোগ উঠেছে। সব ঘটনাতেই একটি প্রবণতা স্পষ্ট: ক্ষমতাসীন দলের একাংশ ভিন্নমত, সমালোচনা বা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে; আর পুলিশের কর্মকাণ্ড দেখে মনে হয়েছে, নাগরিকের অধিকার রক্ষার চেয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের নির্দেশনা অনুযায়ীই তারা কাজ করছে।

প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবতার ফারাক দীর্ঘদিন বিরোধী দলে থাকার সময় বিএনপির নেতা-কর্মীরাও মামলা, গ্রেপ্তার ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। মতপ্রকাশের অধিকার খর্ব হওয়ার অভিজ্ঞতা দলটির অজানা থাকার কথা নয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন আইন ব্যবহার করে সাংবাদিক, বিরোধী দলের নেতা-কর্মী ও সাধারণ নাগরিককে হয়রানির যে অভিযোগ উঠেছিল, বিএনপি তার সমালোচনা করেছে।

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে রাজনৈতিক পরিচয়নির্দেশে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল। সেই প্রতিশ্রুতির মূল্যায়ন হবে যারা এখন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তাঁদের সঙ্গে সরকার ও দল কী আচরণ করে, তা দিয়ে।

সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছে, যদিও আইনের মাধ্যমে যুক্তিসংগত বিধিনিষেধের ব্যবস্থাও আছে। সেই বিধিনিষেধকে ক্ষমতাসীন দল বা নেতাদের সমালোচনা থেকে রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। রাষ্ট্র, সরকার ও ক্ষমতাসীন দল এক জিনিস নয়। সরকারের সমালোচনা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ নয়; বরং সরকারের কাজের জবাবদিহি দাবি করা একটি গণতান্ত্রিক অধিকার।

সরকার ও বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বকে এ বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নিতে হবে। দলীয় নেতা-কর্মীরা কারও বক্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে মববাজদের মতো তাঁর বাড়ি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ঘেরাও করবেন, তাঁকে আটক করবেন কিংবা পুলিশের ওপর ব্যবস্থা নেওয়ার চাপ সৃষ্টি করবেন—এমন আচরণ বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে পুলিশকে রাজনৈতিক আনুগত্যের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। গণতন্ত্র, মানবাধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাইলে এটুকু করতেই হবে।

মনজুরুল ইসলাম প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

‘কাকে ভোট দিয়ে আজ এই ভুক্তভোগী হলাম’ বলা নারী পেলেন জামিন

ঢাকা, ময়মনসিংহের ভালুকায় ফেসবুকে লাইভে নিজের ক্ষোভ প্রকাশের পর স্ট্রট উত্তেজনা কর পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার নারী উদ্যোক্তা সাথী আক্তার জামিন পেয়েছেন। বুধবার ময়মনসিংহের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন। আদালত পরিদর্শক মোহা. মোস্তাফিজুর রহমান জানান, বুধবার সকালে সাথী আক্তারকে আদালতে হাজির করা হয়। বেলা সাড়ে ১২টার দিকে বিচারক সাজিদুল ইসলাম তার নিজ জিম্মায় ৫০০ টাকা বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন। পরে তাকে মুক্তির ছাড়পত্র দেওয়া হয়। মোস্তাফিজুর রহমান আরও জানান, এ মামলার পরবর্তী তারিখ ৩ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় গ্রেপ্তারের পর পুলিশ যে প্রতিবেদন দাখিল করবে, তা পাওয়ার পর আদালত পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেবেন।



Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:

- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation



Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in.

- আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।
- একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন করুন।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



Mirza M Zaman (Shamim) - CEO

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন


Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রয়াত সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকনের স্মরণে শোকসভা

শোকসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তাঁরা মরহুমের রাজনৈতিক জীবন, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদান এবং সংগঠনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠার কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। সুপ্রিয় কাজী আজিজুল হক খোকনের সাথে বিভিন্ন মুহূর্তের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বক্তারা আবেগপূর্ণ হয়ে পড়েন। মরহুমের রুহের মাগফিরাত ও জান্নাতুল ফেরদৌস কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সহসভাপতি টি. মোল্লা। এতে সম্মানিত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপমন্ত্রী এবং সাবেক সংসদ সদস্য এনামুল হক চৌধুরী শামীম, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও সারেক সংসদ সদস্য শফিকুল আলম চৌধুরী নাদেল, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এগ্ন ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, জাতীয় সংসদের সাবেক হুইপ ও সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম বাবু, ভারতীয় যুক্ত সাবেক সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিখর, ভারতীয় যুক্ত জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা নূর কুতুব আলম মান্নান, ভারতীয় যুক্ত জাতীয় শ্রমিক লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য নাজমুল আলম রোমেন, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান, উপদেষ্টা ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বাকসু”র সাবেক জিএস ড. প্রদীপ রঞ্জন কর, উপদেষ্টা ও সিনিয়র সাংবাদিক এবং লায়ন হাকিকুল ইসলাম খোকন, উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ, শেখ কামাল সংসদ যুক্তরাষ্ট্র এর সভাপতি ডাঃমাসুদুল হাসান, গোয়ানঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ নেতা ফারুক আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম বাদশা, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট শাহ মোহাম্মদ বখতিয়ার আলী, সাবেক সহকারী এটর্নি জেনারেল এডভোকেট আব্দুর রকীব মন্টু, বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের সভাপতি অ্যাডভোকেট মোর্শেদা জামান, নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমান মিয়া, সাধারণ সম্পাদক শাহীন আজমল, শেখ হাসিনা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন পরিষদের সদস্য সচিব ও নি-উইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম আতিক, বঙ্গবন্ধু পরিষদ নি-

উইয়র্ক চ্যাপ্টার এর সভাপতি ও নিউইয়র্ক স্টেট আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাখাওয়াত আলী, নিউইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুর রহমান রফিক, সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফারুক হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন তালুকদার, বীর মুক্তিযোদ্ধা শওকত আকবর রিচি, বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল খান আনসারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিরু ভূঁইয়া, সাপ্তাহিক ঠিকানার সাবেক প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হুসনে আরা, শেখ হাসিনা মন্ত্রণের সভাপতি জালাল উদ্দিন জলিল, সাধারণ সম্পাদক কায়কোবাদ খান, আওয়ামী লীগ নেত্রী শাহানারা রহমান, শরিফ কামরুল আলম হিরা, আজিজুর রহমান সাবু, মিজবাহ আহমেদ, ফরিদ আলম, যুক্তরাষ্ট্র মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক মমতাজ শাহনাজ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার সভাপতি সাখাওয়াত আলী, সহ সভাপতি অধ্যাপক এমএ খালিখ, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার, আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সভাপতি নূরুজ্জামান সরকার, বঙ্গবন্ধু পরিষদ নিউইয়র্ক চ্যাপ্টার সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, সহ সভাপতি প্রফেসর এমএ খালিখ, সাধারণ সম্পাদক সুব্রত তালুকদার। সভায় অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি এইচ এম ইকবাল, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ কিবরিয়া জামান, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, কমিউনিটি এজিভিস্ট মুজাহিদ আনসারী, জহুরুল হক জহির, আতাউল গনি আসাদ, আলী হোসেন গজনবী, আওয়ামী লীগ নেতা ও যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি হোসেন সোহেল রানা, আওয়ামী লীগ নেতা ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি এম. এ. আলম বিপ্লব, নিউজার্সি আওয়ামী লীগ নেতা আমিনুল পাননা, নাফিকুর রহমান তোরান, যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক লীগের সহ সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক আনোয়ার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মইজুর লস্কর জুয়েল, শেখ জামাল হুসেন ও ইফজাল চৌধুরী, জয়নাল আবেদীন জয় (জেড. এ. জয়), সাবেক জাহাঙ্গীর এইচ. মিয়া, জনি সিকদার, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগসহ সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী, খন্দকার জাহিদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, প্রভাত কুমার, ফুয়াদ হোসেন, সাইদুল ইসলাম সাদ্দিন, সাজ্জাদ হোসেন, তাজ্জুদ হোসেন, অধ্যক্ষ বশির আহমেদ, সহসভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ শিবলী সাদিক, মাছি উদ্দিন মাছি, শহিদুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম আমিন, হেলাল মিয়া, আহমেদ নূর আবিদ, মাহমুদুল হাসান, হুদয় মিয়া, কামাল উদ্দিন, আব্দুল কুদ্দুস টিটু, মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, আনিসুর রহমান আনিস, মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি, জামাল আহমেদ, আছাদ সুমন, সরওয়ার রিপন, তুষার, পারভেজ, শাহীন, জহিরুল ইসলাম, রিটন সরকার, হাসান মোল্লা ও জাহিদ শাওনসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এ

ছাড়া আর উপস্থিত ছিলেন কবি সালেহা খাতুন, রেহানা আবেদীনসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মরহুম কাজী আজিজুল হক খোকনের পরিবারের পক্ষ থেকে তার আপন ভাতিজা জিদান কাজী বক্তব্যে রাখেন দলমত নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। শোকসভায় বক্তারা মরহুম কাজী আজিজুল হক খোকন এর রাজনৈতিক আদর্শ, সাংগঠনিক দক্ষতা, সহযোগীদের প্রতি আন্তরিকতা এবং শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা বলেন, তাঁর মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগ একজন নিবেদিতপ্রাণ নেতাকে হারিয়েছে, যা সংগঠনের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। পরিশেষে মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করার জন্য দোয়া করা হয়। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের এই অপূরণীয় ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মরহুম কাজী আজিজুল হক খোকনকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন এই প্রার্থনা করেন। শেষে সবাইকে নৈশভোজে আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



ট্রাম্পের ৫ পদক্ষেপে কঠিন অভিবাসীদের পথ

পাঁচটি ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এনেছে। তবে এসব পদক্ষেপের কিছু নিয়ে উদ্বেগ ও বিতর্কও বাড়ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অভিবাসীদের প্রবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। আশ্রয় আবেদন সীমিত করা, অবৈধভাবে প্রবেশকারীদের ছেড়ে দেওয়ার প্রচলিত ব্যবস্থা বন্ধ, সীমান্তে সেনা মোতায়েন এবং মেজিকার ওপর চাপ বাড়ানোর মতো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সীমান্ত দেয়াল নির্মাণে গতি যুক্তরাষ্ট্র-মেজিকা সীমান্তে দেয়াল নির্মাণের কাজও দ্রুত এগোচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, দ্বিতীয় মেয়াদে প্রায় ২৫০ মাইল নতুন দেয়াল ও অন্যান্য প্রতিবন্ধক নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। আরও ১ হাজার ৪৪৩ মাইল প্রতিবন্ধক নির্মাণাধীন রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, দেয়াল নির্মাণের ফলে অভিবাসীদের প্রবেশ কতটা কমেছে, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আটক ও নির্বাসন বেড়েছে। অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থা আইসের অভিযান জোরদার হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে আটক ও নির্বাসনের সংখ্যা বেড়েছে। ২০২৬ সালের জুলাইয়ে প্রায় ৫০ হাজার অভিবাসীকে আটক করা হয়। একই মাসে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের অনুপাত ছিল ২৭ শতাংশ। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে দৈনিক গড়ে ১ হাজার ২৫৫ জনকে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল।

তবে এসব অভিযানের ধরন নিয়ে উদ্বেগও তৈরি হয়েছে। ২১ অক্টোবর প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনার এক জরিপে দেখা যায়, অভিবাসন ইস্যুতে ৫০ শতাংশ ভোটার ডেমোক্র্যাটদের এবং ৪৬ শতাংশ রিপাবলিকানদের ওপর আস্থা প্রকাশ করেছেন।

শরণার্থী গ্রহণ কমেছে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর শরণার্থী গ্রহণ কার্যক্রম প্রায় স্থগিত করা হয়। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকানদের জন্য সীমিতভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে ১৬ হাজার ২৯২ জন শরণার্থী প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ১৬ হাজার ২৮৭ জনই দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক। আগের বাইডেন প্রশাসনের শেষ দুই অর্থবছরে যথাক্রমে ৬০ হাজার ও ১ লাখ শরণার্থী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিলেন।

এ ছাড়া হাইতির প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার নাগরিকের জন্য সাময়িক সুরক্ষা মর্যাদা (টিপিএস) বাতিলের সিদ্ধান্তও বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

ভিসায় কঠোরতা, ধনীদিদের জন্য বিশেষ সুযোগ ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ভিসা ও ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। বাড়তি যাচাই এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত কিছু আবেদনকারীকে নিজ দেশে ফিরে গিন কার্ডের আবেদন করার নিয়মের কারণে প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হচ্ছে।

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন এইচ-১বি ভিসার জন্য ১ লাখ ডলার ফি আরোপের ঘোষণা প্রযুক্তি খাতে উদ্বেগ সৃষ্টি করে। পরে আদালত আপাতত ফি কার্যকর হওয়া আটকে দেন। তবে ২০২৭ অর্থবছরের এইচ-১বি নিবন্ধন ৪০ শতাংশ কমেছে বলে জানিয়েছে মার্কিন নাগরিকত্ব ও অভিবাসন পরিষেবা।

অন্যদিকে, ধনী বিদেশিদের আকৃষ্ট করতে ‘ট্রাম্প গোল্ড কার্ড’ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসের সুযোগ পেতে ১০ লাখ ডলার অনুদানের পাশাপাশি ফেরত-অযোগ্য ১৫ হাজার ডলার আবেদন ফি দিতে হয়।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR, MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ

- ❖ জেনারেল চেক আপ
- ❖ ইকেজি
- ❖ ডায়াবেটিস
- ❖ বয়স্ক ভের্নিশেশান
- ❖ হাইপারটেনশন
- ❖ হৃদয় ভের্নিশেশান
- ❖ হাই কোলেস্টরল, এজমা
- ❖ ব্রাড টেস্ট
- ❖ TLC EYE EXAM



Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি

486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226

Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA

87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280

Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM



ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

সাক্ষাতের সময়সূচী:
সোম-শুক্র : ৬ বিকাল ৬টা-৯টা
শনি-রবি : ৯ সকাল ৯টা-১২ বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432
T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499
Gobindapaul.PC@Outlook.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



VIRASAT CAFE

37-39 74TH STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

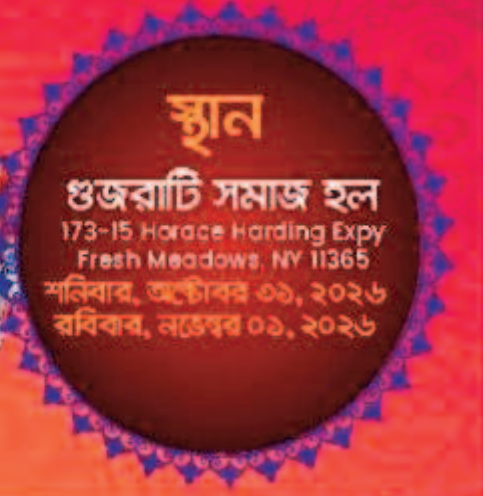
ORDER FOR ALL KINDS OF CELEBRATIONS

TEL: 718-791-8203

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশ পূজা সমিতি অব নিউইয়র্ক, ইনক
Bangladesh Puja Samiti of New York, Inc



শনিবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৬

ষষ্ঠী পূজা : সকাল ৯:০০-১০:০০
সপ্তমী পূজা : সকাল ১০:০০-দুপুর ১২:০০
অষ্টমী পূজা : দুপুর ১২:০০-২:০০
অঞ্জলি : দুপুর ২:০০-২:৩০
প্রসাদ বিতরণ : দুপুর ২:৩০-রাত ৯:৩০
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬:০০-রাত ১১:৩০



রবিবার, ১লা নভেম্বর ২০২৬

নবমী পূজা : সকাল ১০:০০-দুপুর ১২:০০
বিজয়া দশমী : দুপুর ১২:০০-১:০০
অঞ্জলি : দুপুর ১:০০-২:০০
প্রসাদ বিতরণ : বিকাল ২:৩০-৯:৩০
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান : সন্ধ্যা ৬:০০-রাত ১১:৩০

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ

অক্টোবর ৩১, শনিবার: শীর্ষা রক্ষিত

(ইন্ডিয়ান আইডল সঙ্গীতশিল্পী)

নভেম্বর ১, রবিবার: বিশ্বরূপ ব্যানার্জি

(ইন্ডিয়ান আইডল সঙ্গীতশিল্পী)



সুধী,

বাংলাদেশ পূজা সমিতির ৩৭তম শারদীয় দুর্গোৎসবে আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

বিশ্বজিত সাহা
সভাপতি
(718) 578-8043

আমন্ত্রণে-

জগদীশ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
(917) 443-2431

Please send your Puja
Donation Convenience way

zelle

bpsnewyork@yahoo.com



সার্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২৬



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

শিব মন্দির ইউএসএ, ইনক
Shiva Mandir USA, Inc.
97-28 Liverpool Street, Jamaica, NY 11435
Phone: 917-626-0158

কালী পূজা

শিব মন্দির ইউএসএর
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

শনিবার, ৭ নভেম্বর ২০২৬

সন্ধ্যা ৬:০০ টায়

মঙ্গল ঘট স্থাপন

ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রাত ৯:৩০ টায়

পূজা শুরু

পূরহিত

শ্রী অসিত চক্রবর্তী

আপনাদের সকলকে পরিবারসহ এই পবিত্র কালী পূজা ও
শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে উপস্থিত থেকে
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সেবক ও সেবিকা

রঞ্জন কুমার রক্ষিত
(সেবক)

রাখী চৌধুরী কাকলী
(সেবিকা)

অন্যান্য পরিচালনায় সহযোগী সদস্যবৃন্দ

ড. উৎপল চৌধুরী
গৌতম রায়
বাবলু কর্মকার
রনজিৎ সাহা

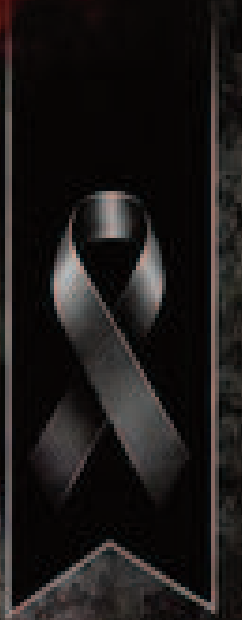
ড. নির্মলা গোলদার
সুইটি সাহা
সঙ্গীতা বৈরাগী

সুজি মল্লিক
আনীতা মল্লিক
মৌসুমি ঘোষ

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

আল্লাহ সর্বশক্তিমান

জয় বাংলা ■ জয় বঙ্গবন্ধু



ওরা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

৭১ এ বিশ্বাসী সকলকে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ রইলো

- 📍 স্থান: নবার পার্টি সেন্টার, জ্যাকসন হাইটস
- 📅 তারিখ: ওরা নভেম্বর, মঙ্গলবার
- 🕒 সময়: সন্ধ্যা ৭টা

আমন্ত্রণে

ড. সিদ্দিকুর রহমান
সভাপতি, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

আব্দুস সামাদ আজাদ
সাধারণ সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

প্রচারে: আব্দুল হামিদ, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ



এ মাস্তাহের রাশি ফল ড. জি সি সরকার

মেঘ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচণ্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটি চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন। হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাকের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে যারা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যারা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়ায় বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগাশক্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। শেয়ারে একটু গুঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে। ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না। অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে। এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতার ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উচ্চ স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি

পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। ওষুধ বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যারা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তাঁরা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাসলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

জাতিসংঘের প্রথম নারী মহাসচিব হওয়ার দৌড়ে লানা

নিউ ইয়র্ক জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব পদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কূটনীতিক লানা নুসায়বেহকে সমর্থন দেওয়ার দিকে ঝুঁকছে ব্রিটেন। তবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেয়নি দেশটি। ব্রিটিশ সরকারের ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে মিডল ইস্ট আই। সুদানের গৃহযুদ্ধে সংযুক্ত আরব আমিরাতের (ইউএই) ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও নুসায়বেহের প্রার্থিতা সামনে এসেছে। আরব আমিরাতের বিরুদ্ধে আধা সামরিক বাহিনী 'রাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস'কে (আরএসএফ) সমর্থন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জাতিসংঘের তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই বাহিনীর নির্বাচন হত্যাকাণ্ডগুলোতে 'গণহত্যার সুস্পষ্ট লক্ষণ' রয়েছে। তবে ইউএই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ইসরাইলের সঙ্গে আরব আমিরাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেও নুসায়বেহের প্রার্থিতা সমালোচনার মুখে পড়েছে। যুক্তরাজ্য সরকারের ঘনিষ্ঠ একাধিক সূত্র মিডল ইস্ট আইকে জানিয়েছে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য যুক্তরাজ্য মহাসচিব পদে নুসায়বেহের প্রার্থিতাকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দিকে এগোচ্ছে। যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র মিডল ইস্ট আইকে বলেন, 'যুক্তরাজ্য সরকারের প্রধান অধিকার হলো এমন এক প্রার্থী খুঁজে বের করা, যিনি আমাদের বৈশ্বিক সংকটগুলো মোকাবিলায় জাতিসংঘকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।

ওই মুখপাত্র বলেন, জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব হিসাবে সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে বেছে নিতে আমরা প্রার্থীদের যোগ্যতার ওপর নজর দিচ্ছি। আমরা কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীর বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করব না।

কে এই নুসায়বেহ : নির্বাচিত হলে ৪৮ বছর বয়সি নুসায়বেহ হবেন জাতিসংঘের প্রথম নারী মহাসচিব এবং মিসরের বুটোস বুটোস ঘালির পর দ্বিতীয় আরব মহাসচিব। গত সপ্তাহে মহাসচিবের দৌড়ে নুসায়বেহের যোগ দেওয়ার আগে ছয়টি অনানুষ্ঠানিক ভোটভূটি হয়েছে। এসব ভোট-ভুটির কোনোটিতেই জাতিসংঘের ভোটো ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ স্থায়ী সদস্য (যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স) যৌথভাবে কোনো প্রার্থীর বিষয়ে একমত হতে পারেনি।

বর্তমান মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেসের মেয়াদ ডিসেম্বরে শেষ হবে। নিরাপত্তা পরিষদকে ১৯৩ সদস্যের সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য একজন প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে হবে। তবে তার আগেই পরিষদ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়।



বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

Residential, Commercial, Investment, Hud, Auction & Bank Owned Property available in Queens, Bronx, Brooklyn & Long Island

আপনার বাড়ী বিক্রয় ও ভাড়ার জন্য আজই কল করুন
347-465-3220

SILVER CORP 22
First Real Estate Inc.
LICENSED REAL ESTATE BROKER
141-37 Grand Central Pky.
Jamaica, NY 11435
Tel: 718-752-2100

kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kamruzbaccu@aol.com

LAW OFFICES OF RICHARD LA SALLE

২৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমেরিকান এটর্নী

Richard J. La Salle
646-545-1826

GLOBAL
Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT WITH OUR OTA

www.globaltravelbd.com

"We provide 24/7 customer support"

Special Fare
September - October - November

\$500 + Tax One-Way
\$900 + Tax Round Trip

\$300 OFF

CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655

* Minimum \$10000 cash purchase required

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2FI
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

Ma Travel Agency
মা ট্রাভেল এজেন্সী

Nabila Air Travel Services Inc.
(Domestic & International Air Ticketing)

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
37-22 73rd Street 2G Jackson Heights NY 11372
USA Cell: 917-478-6131

Mohammad Abul Kalam Azad
Call: 917 478 6131

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



GOLDEN AGE

HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE**
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10485
Ph: 347-448-5883, Fax: 347-275-8834

MILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Millside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ড. মোস্তফা সারওয়ারের ‘সানফ্লাওয়ার উড্ডেস’-এর সফল হিউস্টন ওপেন হাউস

হিউস্টনঃ ১০ অক্টোবর এক চমৎকার শরতের বিকেলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হিউস্টনের ক্লিয়ার লেকে প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে এক ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো ড. মোস্তফা সারওয়ারের অত্যন্ত প্রশংসিত ও গভীর মর্মস্পর্শী কাব্যগ্রন্থ ‘সানফ্লাওয়ার উড্ডেস’-এর ঐতিহাসিক প্রথম প্রি-অর্ডার বুক ট্যুর ইভেন্ট।

একটি ফরাসি বহুজাতিক কোম্পানির উচ্চপদস্থ নির্বাহী সোহেনি তানজীমা এবং সিনিয়র বিজ্ঞানী ও জিওফিজিসিস্ট ড. ফারুক আকবরের সুনিপুণ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টটি দারুণ সাফল্য অর্জন করে। অনুষ্ঠানে সুস্বাদু আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় এবং নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক ডা. সৈয়দা সারওয়ার (এমডি), শাইনা, রাইসা এবং টোবা একটি উষ্ণ ও নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা নিশ্চিত

করেন। সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে এই সমাবেশে মোট ৪০টি প্রি-অর্ডার সম্পন্ন হয়, যা আগামী ১৬ মার্চ, ২০২৭-এ ইউনিভার্সিটি অব নিউ অরলিন্স প্রেস থেকে বইটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশের দিন সরবরাহ করা হবে। গ্রন্থটির বৈশ্বিক পরিবেশনা পরিচালনা করছে জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেসের এইচএফএস বুকস।

এক শক্তিশালী বিক্রয় বার্তা : কবিতার মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী ‘সানফ্লাওয়ার উড্ডেস’ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গভীর সাড়া ফেলেছে; লাইভস্ট্রিম ও ডিজিটাল ফিডের মাধ্যমে কীভাবে আধুনিক বর্বরতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় তা এই গ্রন্থে নিপুণভাবে ধরা পড়েছে। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যার এক বীর প্রতিকূলতার উত্তরসূরি হিসেবে ড. সারওয়ার সমসাময়িক যুদ্ধাবস্থাকে-ইউক্রেন থেকে ভিয়েতনাম-একই করুণ ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেন। এই মর্মস্পর্শী অনুভূতি কাব্যগ্রন্থটিকে প্রকাশের বহুদূর থেকে ধরে আনতে গিয়েছে। বিশ্বজুড়ে ৬টি মহাদেশের (উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া) ৩৩টি দেশে-যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, সুইজারল্যান্ড, ডেনমার্ক, তুরস্ক, রোমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, ভারত, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ইউএই, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল, মেক্সিকো, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মিশর ও দক্ষিণ আফ্রিকা-প্রকাশের কয়েক মাস আগেই এর প্রি-অর্ডার শুরু হয়ে গেছে।

প্রারম্ভিক সমালোচকীয় প্রশংসা: বুকলাইফ “এ-ডিটরস পিক” পাবলিশার্স উইকলির বুকলাইফ বিভাগ এই কাব্যগ্রন্থটিকে “এডিটরস পিক” (উৎকর্ষঃ চরপশ) হিসেবে ভূষিত করেছে, এবং এটিকে “প্রদীপ্ত, মর্মস্পর্শী, চমৎকার ও শক্তিশালী” বলে প্রশংসা করেছে। পর্যালোচনা উল্লেখ করা হয় যে, সারওয়ারের কবিতাগুলো “গ্লোবাল-ইকো ডকুমেন্ট পোয়েট্রি”-র পক্ষে এক অনন্য যুক্তি উপস্থাপন করে, যা সাম্রাজ্যবাদী সহিংসতার সার্বজনীন কৌশলগুলোকে উন্মোচিত করে এবং ডিজিটাল মাধ্যমে দেখা বিশৃঙ্খলাকে এক গভীর মানবিক বেদনায় রূপান্তরিত করে।” সমালোচক এবং শিক্ষাবিদ উভয় মহলই এই গ্রন্থটিকে সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও সংপ্রভাবী আশার এক মাস্টারপিস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। লেখক পরিচিতি

ড. মোস্তফা সারওয়ার একাধারে একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও কবি। তিনি নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ও সাবেক অ্যাসোসিয়েট প্রভোস্ট, এবং পূর্বে ডেলগাডো কমিউনিটি কলেজের ডিন, ভারপ্রাপ্ত ডিসি ও প্রভোস্টসহ বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। লুইসিয়ানার নিউ অরলিন্সের বাসিন্দা ড. সারওয়ারের ইতিপূর্বে তিনটি বহুল প্রশংসিত বাংলা কাব্যগ্রন্থ (বিনষ্ট রূপান্তরের বিকারতত্ত্ব, অনুলিপি: অন্তরঙ্গ মুহূর্তে, এবং প্রার্থিত নির্বাসনের উন্মাদ পদাবলী) প্রকাশিত হয়েছে, এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের নানা সাময়িকীতে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

‘সানফ্লাওয়ার উড্ডেস’ বইটির প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে বিশেষ ধন্যবাদ জানানো হয়েছে: সেলিনা রহমান, অলি আহমেদ, ড. ইশরাত গাজী, এমরান গাজী, সালেহিন চৌধুরী, জুবোদা চৌধুরী, ড. সাফানা হাসান, ড. আবু আসাদ, ডলি আসাদ, মনজুর চৌধুরী, বিনু চৌধুরী, লিসা জামান, মোহাম্মদ বাকী, সৈয়দা বাকী, কাজী হক, হেলেন হক, ড. সাকিব হোসেন, লাসি হোসেন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, মাহমুদা বেগম, মো. নাসিমুজ্জামান, সৌদা মনিরা, সিরাজুল হাসান, সোনিয়া মাহ-জাবিন, ড. সাজাদুল হাসান, আফরোজা সাজাদুল, সাকিব আশরাফ এবং ওশিমী শিমু।



অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে মানবাধিকারকে রাখতে হবে: আইরিন খান

রাষ্ট্রদূত আইরিন খান বলেন, অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রকৃত মানদণ্ড কেবল প্রবৃদ্ধি নয়; বরং তা মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, বৈষম্য হ্রাস এবং মানবিক মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে কতটা ভূমিকা রাখছে, সেটিও বিবেচনায় নিতে হবে। এ লক্ষ্যে ন্যায্য করব্যবস্থা, শাস্ত্রীয় উন্নয়ন অর্থায়ন, টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর সংস্কারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ক্রমেই অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। একই সঙ্গে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি, ঋণের ক্রমবর্ধমান বোঝা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মানবাধিকার সুরক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোচনায় বক্তারা বলেন, সংঘাত, ঋণ পরিশোধের উচ্চ ব্যয় ও উন্নয়ন সহায়তা হ্রাসের কারণে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সুরক্ষা ও টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সংকট মোকাবিলা, কাঠামোগত বৈষম্য দূর করা এবং বৃদ্ধি থাকা জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় ন্যায়সংগত আন্তর্জাতিক করব্যবস্থা, ঋণ পুনর্গঠনে ন্যায্যতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং নাগরিক সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ওপর তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। বাংলাদেশ, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকা ও উরুগুয়ের জাতিসংঘ স্থায়ী মিশনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সংলাপে দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার ও উন্নয়নবিষয়ক বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। আলোচনায় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থার সংস্কার এবং ২০৩০-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

নিউইয়র্কের বড়দিনের গাছে আলো জ্বলবে ২ ডিসেম্বর

হয়েছে বিশেষ এক গাছ (ক্রিসমাস ট্রি)। নরওয়ে স্প্রুস প্রজাতির গাছটি নিউইয়র্কের ওয়েস্ট এডমেনস্টন এলাকা থেকে আনা হবে। সোমবার (২৬ অক্টোবর) রকফেলার সেন্টার কর্তৃপক্ষ এ ঘোষণা দেয়। আগামী ৫ নভেম্বর গাছটি কেটে ৭ নভেম্বর ম্যানহাটনে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর গাছটি সাজানো হবে ৫০ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ-সংশ্লিষ্ট এলইডি বাতি দিয়ে। গাছের চূড়ায় বসানো হবে স্বরোভিন্দার তৈরি পরিচিত তারকা। আগামী ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে রকফেলার সেন্টারের বার্ষিক বড়দিনের গাছের আলো জ্বালানোর অনুষ্ঠান। এরপর ২০২৭ সালের ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত দর্শনাধীরা গাছটি দেখতে পারবেন। বড়দিনের উৎসব শেষ হলে গাছটি কাঠে রূপান্তর করা হবে। পরে সেই কাঠ দান করা হবে ‘হ্যাবিট্যাট ফর হিউম্যানিটি’ নামের একটি সংস্থা।



Hi Line Travel & Tours Inc.

আপনার স্বপ্নের যাত্রার জন্য একটি বিশ্বস্ত দপ্তর

DOMESTIC & INTERNATIONAL

ডেইলি-চাকা-ডেইলি ফ্লাইটস

Lowest Fare on Flights

100% Seat Confirm

Cheapest Domestic & International Air Ticket

Authorized Agent of over 110+ Airlines

স্বপ্নের পথে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

আমরা সকল এয়ারলাইনের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

Shaymal Sharma
CEO

72-08 Broadway
Jackson Heights
NY 11372.

718-898-0939
917-285-4804
hilinetraveltours@gmail.com

IATA

Tax & Immigration Services



Mohammed Pier
Tax, Immigration, Real Estate, Business Services

718-898-0939

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

72-10, 73 Street, Suite 400, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 898-0939 Fax: (718) 898-0939



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Tax Preparation
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
- Immigration
- New Business Setup & more...

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS

Tel: 718-440-6712
718-205-3460

Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

Thinking of Buying / Selling your Real Estate?

আপনার বাড়ি কিনতে বা বিক্রয় করতে যোগাযোগ করুন

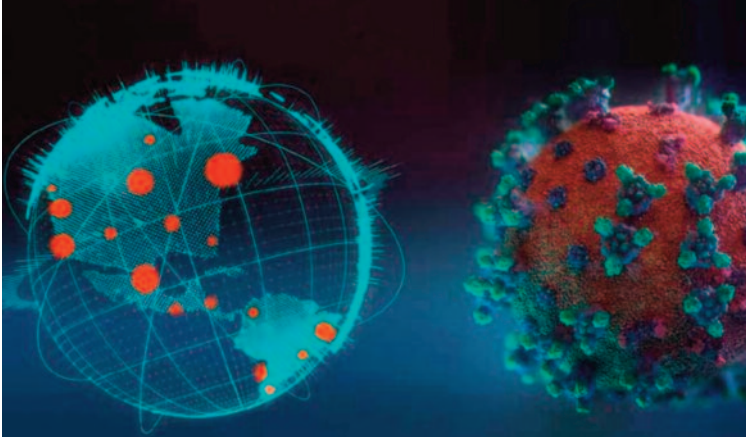
Please Call: 718-809-3809

Rob Choudhury
Vice President

Century 21 American Home & Estate

76-26 Broadway, Elmhurst, 11373, Direct: 1-718-809-3809

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



‘ভিটামিন সি’ কি ব্লাড ক্যানসার প্রতিহত করতে পারে, জানাল গবেষণা

প্রতিদিনের ডায়েটে ভিটামিন সি রাখলে প্রাক-ক্যানসার ও প্রাথমিক ধাপের ব্লাড ক্যানসারে আক্রান্ত রোগীদের বেঁচে থাকার হার বাড়তে পারে বলে এক গবেষণায় জানা গেছে। ফ্যান অ্যাভেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষকদের পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে এই চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে।

গবেষণার মূল কথা
লিউকেমিয়া বা রক্তের ক্যানসারে রূপ নিতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্ত ১০৯ জন রোগীকে নিয়ে এই গবেষণা চালানো হয়। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি রোগীর শরীরেই ভিটামিন সি-এর ঘাটতি ছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের এক বছর ধরে প্রতিদিন ১,০০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়। তিন বছর পর দেখা যায়, যারা নিয়মিত ভিটামিন সি খেয়েছেন, তাদের শারীরিক জটিলতা কম হয়েছে এবং প্রাণিবো বা সাধারণ ওষুধ খাওয়া রোগীদের তুলনায় তাদের বেঁচে থাকার হারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

ভিটামিন সি যেভাবে কাজ করে
বিশেষজ্ঞরা জানান, ভিটামিন সি শরীরের প্রদাহ কমাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এটি কোষের বিশেষ কিছু এনজাইমের কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে অস্বাভাবিক কোষের বৃদ্ধি ঠেকাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে চিকিৎসকরা বলছেন, এটি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে এবং নিশ্চিতভাবে কোনো চিকিৎসাগত পরামর্শ হিসেবে মানার আগে আরও বড় পরিসরে গবেষণা বাট্রায়াল প্রয়োজন।

নতুন আশার আলো
ব্লাড ক্যানসারের পূর্ববর্তী জটিলতাগুলো সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে বেশি দেখা যায় এবং ক্যানসারে রূপ না নেওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকদের কাছে ‘পরিবেক্ষণ করা’ ছাড়া তেমন কোনো কার্যকর চিকিৎসা থাকে না। এই সাধারণ ভিটামিন সি যদি শেষ পর্যন্ত বড় গবেষণায় সফল প্রমাণিত হয়, তবে তা ক্যানসার প্রতিরোধের চিকিৎসায় একটি সহজ ও বিপ্লবাত্মক পথ উন্মুক্ত করবে।

চোখে অঞ্জনি কেন হয়, করণীয় কী?

অনেক সময় চোখের পাতায় ছোট ফোঁড়ার মতো দেখা যায়, যাকে অঞ্জনি বলা হয়ে থাকে। অঞ্জনি হলে চোখ ফুলে যায়, অনেক ব্যথা হয়। যে কারণে চোখের পাতা খুলতে কষ্ট হয়। অনেক সময় চোখ থেকে পুঁজ পড়ে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় যা স্টাই বা হরডিওলাম। তবে এ নিয়ে দু শিক্তার কিছু নেই।

অঞ্জনি এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়। এর চিকিৎসাও খুব সাধারণ। এক টুকরা তুলার বল বা কাপড়ের বল গরম পানিতে ভিজিয়ে দিনে অন্তত চারবার সেক দিতে হবে। কখনো প্রয়োজন হলে অ্যান্টিবায়োটিক মলম লাগানো যেতে পারে। বরিক পাউডারের সেক বেশ জনপ্রিয়, এটি অনেক সময় জীবাণু দূর করতে সাহায্য করে।

অঞ্জনি হলে করণীয়
অঞ্জনি হলে কখনো চোখ ঘঁষবেন না। এর ওপর জোরে চাপ দেবেন না বা বারবার হাত দিয়ে স্পর্শ করবেন না। গরম সেক দিলে পুঁজ বেরিয়ে যাবে আর অঞ্জনি ভালো হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। একটি পরিষ্কার কাপড় নিয়ে সেটাকে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিন। কাপড় থেকে পানি নিড়ে চোখের ওপর ৫ থেকে ১০ মিনিট রাখুন। এভাবে দিনে বেশ কয়েকবার সেক দিন। চোখে অঞ্জনি হলে কখনোই বেশি ক্ষারযুক্ত সাবান ব্যবহার করবেন না। এতে চোখের ক্ষতি হবে। হালকা গরম পানিতে শ্যাম্পু মিশিয়ে তুলায় করে চোখের পাতা পরিষ্কার করুন। গরম টি-ব্যাগ ব্যবহার করতে পারেন। ব্ল্যাক টি সব চেয়ে ভালো কাজ করে। কারণ, এতে থাকে অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান। চা পানের পর ব্যবহৃত টি-ব্যাগ ঠান্ডা করে চোখের ওপর রাখুন। ৫ থেকে ১০ মিনিটের মতো কিছুটা আরাম পেতে পারেন। চোখ লাল হলে বা বেশি ব্যথা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

শিয়ালের মাংস, তক্ষক ও জোকের তেল: রোগ সারানোর দাবি কতটা সত্য?

শিয়ালের মাংস খেলে বাতের ব্যথা সারে, তক্ষক খেলে বাড়ে যৌনক্ষমতা, আর জোকের তেলে দূর হয় জয়েন্ট ও কোমরব্যথা। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এসব লোকবিশ্বাসের পেছনে নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বরং এসব ধারণাকে কেন্দ্র করে বন্যপ্রাণী হত্যা, পাচার ও প্রতারণার ঘটনা ঘটছে।

শিয়ালের মাংসে কি রোগ সারে?
বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় শিয়ালকে অশুভ বা ক্ষতিকর প্রাণী মনে করার পাশাপাশি এর মাংসের ঔষধি গুণ রয়েছে বলেও বিশ্বাস করা হয়। অনেকে মনে করেন, শিয়ালের মাংস খেলে হাঁপানি, বাতসহ দীর্ঘস্থায়ী বিভিন্ন রোগ ভালো হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ড. মনিরুল এইচ খান বলেন, শিয়ালের মাংসে কোনো ঔষধি গুণ নেই। এটি খেলে অসুখ ভালো হয়, এমন ধারণা ভ্রান্ত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিতও জানান, শিয়ালের মাংস খেলে রোগ সারে, এমন দাবির বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। রাতের বেলা শিয়ালের ডাককে অমঙ্গলের লক্ষণ মনে করারও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

তক্ষক নিয়ে কোটি টাকার গুজব
তক্ষককে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে কোটি টাকায় বিক্রির নানা গল্প ও প্রতারণার ঘটনা শোনা যায়। ক্যানসারসহ দূরারোগ্য রোগ সারানো কিংবা যৌনক্ষমতা বাড়ানোর কথিত ঔষধি গুণের কথা বলে এর দাম কয়েক কোটি টাকা দাবি করা হয়। তবে এসব দাবির নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। ওষুধ তৈরির কাঁচামাল হিসেবে তক্ষকের চাহিদা রয়েছে, এমন বিশ্বাসের কারণে চীন, তাইওয়ান ও ভিয়েতনামসহ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এ প্রাণী পাচার হয়েছে। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে বাংলাদেশে তক্ষকের সংখ্যা কমেছে।

জোকের তেল আর লিচ থেরাপি কি এক?
চিকিৎসায় নির্দিষ্ট ধরনের জোক ব্যবহারের ইতিহাস রয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে মেডিকেটেড জোক দিয়ে লিচ থেরাপি দেওয়া হয়। তবে সব জোক এ কাজে ব্যবহারযোগ্য নয়।

হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মনির আহম্মেদ জানান, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা ও কিছু ক্ষতের চিকিৎসায় লিচ থেরাপি ব্যবহার করা হয়।

অন্যদিকে, জোকের তেল দিয়ে বাত, কোমরব্যথা ও যৌনসমস্যা সারানোর দাবির পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল মুহিত।

আইনে কী আছে?
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী শিয়াল ও তক্ষক সংরক্ষিত প্রাণী। প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া এসব প্রাণী শিকার, পরিবহন ও কেনাবেচা আইনবিরুদ্ধ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শিয়ালের মাংস বা তক্ষক খেয়ে রোগ সারানোর ধারণা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। এসব প্রাণী কাঁচা খেলে অজানা জীবাণু বা ক্ষতিকর উপাদানের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকিও রয়েছে। তাই লোকবিশ্বাসের ওপর নির্ভর না করে অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সচেতন হওয়া জরুরি।

শিশুর পেটে কৃমি হয়েছে কিনা বুঝবেন কীভাবে, জানালেন ডা. তাসনিম জারা

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পথে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত বাধা আসতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম একটি সাধারণ অথচ অস্বস্তিকর সমস্যা হলো পেটে কৃমি হওয়া। কৃমির কারণে শিশুর পুষ্টি বিঘ্নিত হয় এবং নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। শিশুদের কৃমির সমস্যা, এর লক্ষণ, চিকিৎসাপদ্ধতি এবং এটি প্রতিরোধের কার্যকর উপায়গুলো নিয়ে সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজের চিকিৎসক ও সহায় হেলথের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ডা. তাসনিম জারা।

শিশুর পেটে কৃমি হয়েছে কিনা বুঝবেন যেভাবে
প্রধান লক্ষণসমূহ
শিশুর শরীরে কৃমি বাসা বাঁধলে কিছু প্রকাশ্য ও অভ্যন্তরীণ লক্ষণ দেখা দেয়। নিচে প্রধান লক্ষণগুলো তুলে ধরা হলো:

খাবারে অরুচি: শিশুর খাবারে অনীহা তৈরি হতে পারে। খাবার সামনে আনলে দূরে সরে যাওয়া কিংবা আগে যেসব খাবার পছন্দ করত, সেগুলোও খেতে না চাওয়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। পেটের সমস্যা: পেটে ব্যথা, বমি হওয়া কিংবা পাতলা পায়খানা হতে পারে। বিশেষ করে এই লক্ষণগুলো যদি দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, তবে তা কৃমির লক্ষণ হিসেবে ধরে নিতে হবে। কিছু নির্দিষ্ট কৃমির কারণে আমাশয়ের সমস্যাও দেখা দেয়।

পায়খানার রাস্তায় চুলকানি: পায়খানার রাস্তার আশেপাশে প্রচুর চুলকানি হতে পারে। বিশেষ করে রাতে যখন কৃমি বাইরে বেরিয়ে আসে, তখন এই চুলকানির মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এর ফলে শিশুর রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যেতে পারে।

ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব: কৃমির সংক্রমণের কারণে অনেক সময় শিশুর ঘুমের মধ্যে অজান্তেই বিছানায় প্রস্রাব করে দিতে পারে।

পুষ্টিহীনতা ও ওজনহ্রাস: কৃমি শিশুর শরীর থেকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গুণে নেয়। এর ফলে শিশুর ওজন দ্রুত কমতে শুরু করে অথবা বয়স অনুপাতে ওজন বাড়ে না। শিশু রোগা ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

রক্তশূন্যতা ও ক্রান্তি: কৃমি শরীর থেকে রক্ত গুণে নেওয়ার কারণে শিশুর শরীরে আয়রনের অভাব ও রক্তশূন্যতা দেখা দিতে পারে। ফলে শিশুর চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়, সে আগের মতো খেলাধুলা করতে চায় না এবং সারাক্ষণ ক্লান্ত বোধ করায় বেশি সময় ধরে শুয়ে বা ঘুমিয়ে থাকে। দৃশ্যমান কৃমি: অনেক সময় পায়খানার সাথে বা পায়খানাতে সরাসরি কৃমি দেখতে পাওয়া যায়, যা নিশ্চিতভাবে কৃমি সংক্রমণের প্রমাণ।

কৃমির চিকিৎসা



ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- হাই কোলেক্টরল এজমা
- শারীরিক পরীক্ষা
- ইকেজি
- ডায়াবেটিস
- বয়স্ক ভেন্ড্রিনেশন
- হাইপারটেনশন
- ব্লাড স্টেস্ট
- TLC/Motor Vehicle Exam
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC

540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন



Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি
দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital

134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742



বাল্যবিয়ে রোধ এবং কন্যাশিশুর অধিকার রক্ষায় বিনিয়োগ

রুকাইয়া সাওম লীনা। আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে পালিত হবে ‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’। এবারের প্রতিপাদ্য হলো ‘বাল্যবিয়ে রোধ করুন এবং কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় বিনিয়োগ করুন।’ বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজন কন্যাশিশুর মধ্যে একজনের ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়; সব মিলিয়ে এর সংখ্যা প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন (৬৫ কোটি)। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২০১১ সালের ডিসেম্বরে গৃহীত ৬৬/১৭০ নম্বর প্রস্তাবের মাধ্যমে ২০১২ সালে প্রথমবার পালিত হয় ‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’।

মেয়েশিশু বলে সে কী করতে পারবে, কোথায় যেতে পারবে বা ভবিষ্যতে কী হয়ে উঠবে-সমাজ বা পরিবার বা অন্য কেউ এসব ঠিক করে দিতে পারে না। অথচ বিশ্বের কোটি কোটি কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে বাস্তবতা এখনো এমনই। কয়েক দশক ধরে অনেক অগ্রগতি হওয়ার পরও অসংখ্য কন্যাশিশু বৈষম্য, সহিংসতা, দারিদ্র্য ও সংঘাতের শিকার হচ্ছে; এসব একজন শিশু বা মানুষ হিসাবে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের পছন্দ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে এবং সুযোগ-সুবিধাকে সীমিত করে দেয়। কন্যাশিশুদের জন্য বিনিয়োগ করা বলতে বোঝায় কন্যাশিশুকে গুরুত্ব দেয় এমন পরিবার, সম্প্রদায় এবং আরও স্থিতিস্থাপক সমাজ গড়ে তোলার অন্যতম কার্যকর উপায়। তা না হলে আরও অনেক মেয়ে পিছিয়ে পড়বে। প্রতিটি কন্যাশিশুর একটি সুন্দর শৈশব পাওয়ার অধিকার রয়েছে। রয়েছে শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ পাওয়ার অধিকার, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়া এবং নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই গড়ে তোলার স্বাধীনতা। এসবই প্রতিটি কন্যাশিশুর প্রাপ্য। অথচ আজও লাখ লাখ মেয়ে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত।

ইউনেসফের ২০২৬ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতি পাঁচজন কন্যাশিশুর মধ্যে একজনের বিয়ে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই হয়ে যায়। এর অর্থ হলো, বর্তমানে জীবিত প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন নারী ও কিশোরীর বিয়ে হয়েছিল শৈশবে। ১৫-১৯ বছর বয়সি যেসব মেয়ে বিবাহিত বা কোনো সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে, তাদের মধ্যে প্রায় প্রতি চারজনের একজন জীবনে কোনো না কোনো সময় অন্তরঙ্গ সঙ্গীর দ্বারা সহিংসতার শিকার হয়েছে। সংকট, সংঘাত এবং গৃহহীনতার মতো পরিস্থিতি মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ে, যৌন সহিংসতা এবং মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। ১৫-১৯ বছর বয়সি ছেলেদের তুলনায় সম বয়সি মেয়েদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে থাকার সম্ভাবনা দ্বিগুণ। অস্থিতিশীল, সংঘাতপূর্ণ ও সহিংসতাকবলিত এলাকায় বসবাসকারী মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে থাকার আশঙ্কা স্থিতিশীল বা স্বাভাবিক এলাকার মেয়েদের তুলনায় প্রায় ৯০ শতাংশ বেশি; যা তাদের বাল্যবিয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

‘আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস’ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি ডা. ফওজিয়া মোসলেম বলেন, ‘কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষ্যে সব কন্যা এবং নারীকে শুভেচ্ছা জানাই। তবে শুভেচ্ছা যতই জানাই না কেন, আমরা তো জানি, আজ কন্যাদের অত্যন্ত সংকটের মধ্য দিয়ে দিন পার করতে হচ্ছে। প্রতিদিনের পত্রিকা খুললেই দেখছি কন্যা নির্যাতন, যৌন সহিংসতাসহ নানা সহিংসতার চরম চিত্র। ধর্মণের মতো জঘন্য সহিংসতার শিকারও আমাদের কন্যাশিশুরা ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে আমাদের কন্যাদের জন্য এ সহিংসতা ও নিরাপত্তার কোনো স্থায়ী সমাধান দেখতে পাচ্ছি না। সহিংসতা, বাল্যবিয়ে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার অভাব-এ তিনটি বিষয় আজ কন্যাশিশুর জীবনের জন্য অত্যন্ত জরুরি সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু সহিংসতাই নয়, ইদানীং কন্যাশিশু হত্যার হারও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক শত্রুতার কারণে হোক কিংবা সহিংসতার জের ধরে, কন্যাদের হত্যা করে ফেলা হচ্ছে। যে সন্তানদের জন্য আমরা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ করতে চাই, আজকের এ বাস্তবতায় আমরা তাদের সামনে নিজেরা অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আজকের দিনে নিরাপত্তা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা-কোনোটিই সঠিকভাবে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। তার ওপর এ ব্যাপক হারে ঘটা হত্যা আরেকটি বড় সংকট তৈরি করছে। ঘরে, বাইরে, কর্মস্থলে, রাস্তাঘাটে বা হাটে-বাজারে-কোথাও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাই নেই। আর এ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কন্যাশিশুদের জীবন আরও অনেক বেশি ঝুঁকির মুখে পড়েছে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায়, গোটা সমাজ, মানবাধিকার কর্মী এবং রাষ্ট্র-আমরা সবাই আমাদের কন্যাশিশুদের কাছে অপরাধী হয়ে দাঁড়িয়েছি।’

এ বিষয়ে কথা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. ফাতেমা রেজিনা ইকবালের সঙ্গে। তিনি বললেন, আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্ব কন্যাশিশু দিবস। এ দিবসটির তাৎপর্য অপরিসীম। পৃথিবীর সৃষ্টির শুরু থেকেই যদি আমরা চিন্তা করি, সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে, আদিকালে সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক; সমাজ পরিচালিত হতো নারীদের দ্বারা। তারা সিদ্ধান্ত নিত এবং সমাজে তাদের সুযোগ-সুবিধাও আলাদা ছিল। পরবর্তী সময়ে কৃষি আবিষ্কারের পর থেকে ধীরে ধীরে নারীদের অবস্থান পরিবর্তিত হতে শুরু করে এবং ছেলে-সন্তানের আকাঙ্ক্ষা বাড়তে থাকে। আজ যদি আমরা বছরে অন্তত একটি দিন বিশ্ব বা আন্তর্জাতিক কন্যাশিশু দিবস হিসাবে বিশেষভাবে পালন করি, তবে যেসব পরিবারে কন্যাসন্তান রয়েছে, তারা অনুধাবন করতে পারবে, এ কন্যাসন্তানরা আমাদের বোঝা নয়-তারা আমাদের ‘সম্পদ’। কন্যাশিশুদের প্রতি

সমাজের যে বড় দায়িত্ব রয়েছে, তা অনুধাবন করাই এ দিবসের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এখনো সমাজে দেখা যায়, পুত্র ও কন্যাসন্তান সমান সুযোগ পেয়েও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কন্যাদের অনেক সময় বঞ্চিত হতে হয়; কারণ অনেকেই চিন্তা করেন পুত্রসন্তানই ভবিষ্যতে আয়ের মাধ্যম বা ‘বৃদ্ধ বয়সের লাঠি’ হবে। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা-মাতার খেয়াল রাখা বা সার্বিক যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়েরাই সবচেয়ে এগিয়ে থাকে। এ দিবসের সঠিক বার্তা ছড়িয়ে দিতে আমাদের কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। পরিবার থেকেই কন্যাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বাবা-মায়ের উচিত প্রতিবছর এ দিনে কন্যাকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানানো এবং তাকে সম্মানিত বোধ করানো। উপহারস্বরূপ একটি ফুল দিয়ে হলেও তাকে বোঝানো উচিত, আমরা তাকে নিয়ে গর্বিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রচনা প্রতিযোগিতা, বিতর্ক কিংবা সচেতনতামূলক আলোচনার আয়োজন করা যেতে পারে, যেন শিক্ষার্থীরা কন্যাশিশুর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিভিন্ন সফল নারীদের জীবনের উদাহরণ তুলে ধরা প্রয়োজন। পাশাপাশি ছোট ছোট শর্টফিল্ম বা নাটকের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে আলোকপাত করা যেতে পারে। আমরা যদি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এ দিবসের গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারি এবং তা উদ্যাপনে সক্রিয় হই, তবেই সমাজ সত্যিকারের অর্থে এ দিবসের মূল বার্তাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হবে।’

কন্যাশিশু দিবস পালনের মূল লক্ষ্যগুলো হলো-
* কন্যাশিশুর জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা;
* লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধ করা;
* বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;
* কিশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের সময় কিশোরীদের সহায়তা করা।
আশা করি, আমাদের পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র-এ বিষয়ে আন্তরিক ও আরও বেশি সচেতন হবে। তবেই কন্যাশিশুর জন্য আমরা একটি নিরাপদ দেশ গড়তে সক্ষম হব।

মরক্কোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ফাতিমা জাহরা

রাফিয়া আক্তার ঃ সম্প্রতি মরক্কোর রাজনীতিতে লেখা হলো এক নতুন ইতিহাস। পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে প্রথমবারের মতো দেশটির সরকারপ্রধানের দায়িত্ব পেলেন একজন নারী। ২০২৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজা যষ্ঠ মোহাম্মদ দেশটির প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ফাতিমা জাহরা এল মানসুরিকে নিয়োগ দেন। এর মধ্যদিয়ে উত্তর আফ্রিকার এ দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে তৈরি হলো এক নতুন অধ্যায়।

৫০ বছর বয়সি এল মানসুরি পেশায় আই-নজীবী। রাজনীতিতে আসার আগে এবং রাজনীতির দীর্ঘ পথচলায় তিনি স্থানীয় সরকার থেকে জাতীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি মরক্কোর ঐতিহাসিক শহর মারাকেশের মেয়র ছিলেন। একইসঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন নগর পরিকল্পনা ও আবাসনবিষয়ক মন্ত্রী হিসাবেও।

এল মানসুরির রাজনৈতিক উত্থান হঠাৎ করে হয়নি। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘অথেনটিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি’র সঙ্গে তার রাজনৈতিক পথচলা শুরু হয়। দলটি মরক্কোর রাজনীতিতে আধুনিকায়ন ও সামাজিক পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থান নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে পরিচিত।

মারাকেশের মেয়র হিসাবে তার দায়িত্ব পালন তাকে জাতীয় রাজনীতিতে আলাদা পরিচিতি এনে দেয়। পরে তিনি নগর পরিকল্পনা ও আবাসনসংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও সামলান। ২০২৪ সাল থেকে তিনি তার দলের সমন্বিত নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান মুখ হয়ে ওঠেন।

এল মানসুরির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ২০২৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনে তার দল চঅগ ৩৯৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদে ৯৭টি আসন পেয়ে সবচেয়ে বড় দল হিসাবে আবির্ভূত হয়।

মরক্কোর সংবিধান অনুযায়ী, সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পাওয়া দলের মধ্য থেকেই রাজা সরকারপ্রধান নির্বাচন করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর রাজা যষ্ঠ মোহাম্মদ তাকে নতুন সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন। তবে সামনে রয়েছে কঠিন রাজনৈতিক সমীকরণ। কারণ ৩৯৫ আসনের সংসদে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ১৯৮ আসন। চঅগ পেয়েছে ৯৭টি। ফলে এল মানসুরিকে অন্যান্য দলের সঙ্গে জোট গড়ে সরকার গঠন করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার পর এল মানসুরি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এ অর্জন শুধু আমার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; বরং মরক্কোর নারীদের জন্যও গর্বের বিষয়।’

এল মানসুরির উত্থান শুধু মরক্কোর ঘটনা নয়। এটি আরব বিশ্বের রাজনীতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি আরব বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী হওয়া নারীদের তালিকায় নতুন সংযোজন। এর আগে তিউনিসিয়ায় নাজলা বউদেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে মরক্কোর প্রথম নারী সরকারপ্রধান হিসাবে এল মানসুরির আবির্ভাব আরব রাজনীতিতে নারীর নেতৃত্বের প্রশ্নটিকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। একটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে দিতে কখনো কখনো একটি নিয়োগই যথেষ্ট। ফাতিমা জাহরা এল মানসুরির প্রধানমন্ত্রী হওয়া তেমনই এক ঘটনা।



বাংলাদেশী ডাক্তার

SUBHASH C. SIKDER MD.DO
সুভাষ চন্দ্র শিকদার
Family Medicine Specialist
HIV Specialist

• MEDICINE • PEDIATRICS • VACCINATION
• CORTISONE SHOT • SUBOXONE •

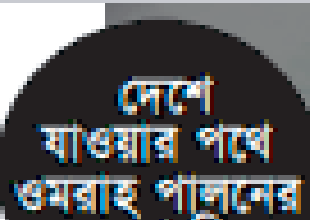
NEW OFFICE HOURS

BROOKLYN OFFICE
27 Church Avenue
Brooklyn, NY 11218

JAMAICA OFFICE
187-05 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432

FOR ALL YOUR PRIMARY CARE NEED
TEL: 718-581-6454, FAX: 866-575-0181

Meghna Travel



বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশ ভ্রমণে আমরা সুলভে ১০০% কনফার্ম করে টিকেট বিক্রয় করি। ওমরাহ ভিসা ও হোটেল সহ

Tel: 718-478-1920, 718-930-1494, 718-478-1830
37-66, 74 Street Suite # 2nd fl Jackson Height NY-11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

গুইলাম লং

দেওয়া।

এই পদবি বা তকমার প্রভাব নির্বাচনি রাজনীতির গন্ি পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলো ওয়াশিংটন বর্ণিত তথাকথিত ‘মাদক-সন্ত্রাসবিরোধী’ যুদ্ধের অংশ হিসাবে রাজিলের ভূখন্ে মার্কিন সামরিক অভিযানের পথ উন্মুক্ত করতে পারে। বিশ্ব দেখেছে কীভাবে ঠিক এ ধরনের একটি বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের তকমা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্র ভেনিজুয়েলায় সামরিক হস্তক্ষেপ করেছিল এবং দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করেছিল। যেখানে ট্রাম্প লাতিন আমেরিকার বৃহত্তম দেশটিকে ওয়াশিংটনের বর্ধিত ভূ-খন্গত সামরিক আধিপত্যের জালে টানতে চান, সেখানে লুলা ব্রাজিলের কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন রক্ষা করে গেছেন। তিনি জোরালোভাবে বলেছেন, সংঘটিত অপরাধের বিরুদ্ধে সহযোগিতা অবশ্যই জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

রোববারের নির্বাচনি ফলাফল দেখিয়েছে, ব্রাজিলের জনগণ তাদের সঠিক পথ বেছে নিয়েছে। বিশেষ করে লুলার এ বিজয় লাতিন আমেরিকার ডানপন্থি ঝোঁকের ক্ষেত্রে একটি বড় মোড় পরিবর্তন করতে পারে। বিষয়টি হলো, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক আগে এই ফল আমেরিকা মহাদেশে ট্রাম্পের নেতৃত্বের শক্তিতে একটি বড় ধাক্কা দিতে পারে। আর্জেন্টিনায় প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলে-যিনি নিয়মিত লুলার সমালোচনা করেন এবং বোলসোনারোর পক্ষে তার সব শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন-আগামী বছরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে জনমত জরিপে পিছিয়ে পড়েছেন। চিলিতে প্রেসিডেন্ট হোসে আন্তোনিও কাস্তও জনসমর্থনের ক্ষেত্রে তীব্র পতনের মুখোমুখি হয়েছেন। অন্যদিকে মেক্সিকার ক্লডিয়া শেনবাম সম্ভবত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। লুলার পরাজয় ঘটলে মেক্সিকার উত্তর দিকের প্রতিবেশীর দিকে ঝুঁকে পড়া এই অঞ্চলে তিনি আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন। এর পরিবর্তে লাতিন আমেরিকার দুটি জনবহুল দেশ এবং বৃহত্তম অর্থনীতি আগামী দিনগুলোতে দৃঢ়ভাবে বামপন্থিদের হাতেই থাকছে।

যদিও এ অঞ্চলের ডানপন্থি ঝোঁক যে পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে, তা ঘোষণা করার সময় এখনো আসেনি; তবে লুলার এই বিজয় এ সম্ভাবনাই জাগিয়ে তুলেছে যে, উগ্র ডানপন্থিদের এই চেউ হয়তো ইতোমধ্যেই তার শিখরে পৌঁছে নিচে নামতে শুরু করেছে। লুলার এই বিজয় হলো সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের জন্য ব্যয় করা তার সারাজীবনের লড়াইয়ের এক চূড়ান্ত স্বীকৃতি। আর এর তাৎপর্য ব্রাজিলের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে বিস্তৃত। গণতন্ত্র, বহুপাক্ষিকতা, আন্তর্জাতিক আইন, পরিবেশগত সুরক্ষা এবং গ্লোবাল সাউথের সার্বভৌমত্বের প্রবক্তাদের জন্য এটি একটি শক্তিশালী বার্তা দেয়: উগ্র ডানপন্থিদের অগ্রযাত্রা অনিবার্যও নয়, অপরিবর্তনীয়ও নয়। ব্রাজিলে তো বটেই, পৃথিবীর কোথাও না।

আল জাজিরা থেকে অনূদিত

গুইলাম লং : সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড পলিসি রিসার্চের সিনিয়র পলিসি অ্যানালিস্ট

স্টিভ ব্রুমফিল্ড

পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতি মার্কিন সমর্থনকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের ‘অনধিকার চর্চা’ হিসেবে দেখে এসেছেন।

আর এখন তিনি এমন এক মার্কিন প্রেসিডেন্টকে পেয়েছেন, যিনি তাঁর এই মতের সঙ্গে একমত। ট্রাম্প আবার পুতিনকে রাশিয়ার অর্থনীতি বা প্রযুক্তিগত সক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি উঁচু আসনে বসিয়েছেন।

সি চিন পিংও পূর্ব এশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের এই বাগাড়ম্বরপূর্ণ পিছু হটে যাওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন, বিশেষ করে যদি এটি চীনকে পূর্ব চীন সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগরে বৃহত্তর সামুদ্রিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি যখন নিচের দিকে নামছে, তখন চীনের প্রতি বিশ্বজনমত নাটকীয়ভাবে উন্নত হয়েছে।

এখানে বিষয়টি কেবল ভূখন্ নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনটি সরকারই নিজেদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের জন্য সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক সাপ্লাই চেইন এবং প্রযুক্তি প্র্যাটফর্মগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের কবজায় রাখা, আর রাশিয়ার জীবাশ্ম জ্বালানি সম্পদও এখানে একটি বড় অনুঘটক।

বাণিজ্যিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই পরবর্তী ‘মহাকাশ দৌড়ে’ এই তিন দেশই মূল খেলোয়াড়। ইউরোপ ও বিশ্বের বাকি অংশকে কাঁচকলা দেখিয়ে এই তিন দেশ যদি একসঙ্গে কাজ করা শুরু করে, তবে তা ভূরাজনীতি ও ভূঅর্থনীতির মৌলিক রূপটাই বদলে দেবে।

এখন পর্যন্ত পশ্চিমা বিশ্বের বাকি দেশগুলো মোটের ওপর পরিস্থিতির সঙ্গে কোনোমতে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এসেছে। খাতা-কলমে ন্যাটো এখনো টিকে আছে; জি-৭ এবং জি-২০ সম্মেলনগুলো বিশৃঙ্খল হলেও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের আশাবাদীরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে ট্রাম্প জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রশাসন এখনো জাতিসংঘের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে গভীরভাবে যুক্ত। মার্কিন অর্থনীতিবিদ মার্ক কার্নি বিশ্বব্যবস্থার এক ‘মহাবিপর্ষয়ের’ কথা বলেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী পুরোনো বিশ্ব আর ফিরে আসবে না। অন্যদিকে এমানুয়েল মার্খোর উগ্র বার্তা এবং মার্কিন সাহায্য ছাড়াই ইউরোপ কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তা নিয়ে নতুন আলোচনা তৈরি হলেও সবার মনে এখনো একটাই ভাব-সবাই কেবল ট্রাম্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। তবে শক্তিদ্বার দেশগুলোর এমন এক শীর্ষ সম্মেলন সেই বাস্তবতাকে আর উপেক্ষা করার সুযোগ দেবে না।

মার্কিন প্রেসিডেন্টরা তাঁদের মেয়াদের শেষ মাসগুলোতে বৈদেশিক নীতিতে সাফল্য খুঁজলেও ইতিহাস বলে যে তারা তা খুব কমই পান। এছদ বারাক ও ইয়াসির আরাফাত কোনো চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার পর ক্রিনটনের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনা ভেঙে যায়।

বুশ হয়তো দাবি করতে পারেন যে সোমালিয়ায় তাঁর প্রাথমিক হস্তক্ষেপ দুর্ভিক্ষ লাঘব করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চরম অপমানে গিয়ে ঠেকেছিল। কিউবা ও ইরানে ওবামার কূটনৈতিক সাফল্য পেলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে তার দুটিই নিমেষে বাতিল করে দেন।

ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি তাঁর নিজের ‘মাগা’ আন্দোলনকেই বিভক্ত করেছে এবং প্রথাগত রক্ষণশীলদের স্তম্ভিত করেছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ভ্যান্স বা রুবিওর মতো ব্যক্তিত্বরা হয়তো খেরশাসকদের সঙ্গে আপস করতে অতটা ইচ্ছুক হবেন না।

তবে ট্রাম্প জয়ী হবেন না বলেই যে আমেরিকা হেরে যাবে না, তা কিন্তু নয়। তিনি তাঁর মেয়াদের সবচেয়ে দুর্বল মুহূর্তে শেনঝেনে পৌঁছাবেন। একজন ৮০ বছর বয়সী ‘মোড়া হাঁস’ নেতা, যার কোনো আইন পাস করার ক্ষমতা নেই এবং যিনি তাঁর কথিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে অন্তত দুই বছরের বিশৃঙ্খল তদন্তের মুখে কোণঠাসা হয়ে কোনোমতে শেষ রেখা অতিক্রম করার প্রহর গুনছেন। তাঁর বিপরীতে বসে থাকবেন ১৯৭০-এর দশকের শুরুর দিকের দুজন কর্তৃত্ববাদী শাসক, যারা বিশ্বাস করেন, তাঁদের আরও দুই দশক দেশ শাসন করার পথে একমাত্র বাধা হতে পারে স্বয়ং মৃ ত্যু।

প্রকৃতপক্ষে গত বছর দীর্ঘায়ু লাভের ওষুধ নিয়ে তাঁদের গোপন কথোপকথন শুনে তো মনে হয়, তাঁরা হয়তো বিশ্বাস করেন যে তাঁরা এর চেয়ে বেশি সময় বেঁচে থেকে রাজত্ব করতে পারবেন!

এ সম্মেলন যদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে তা পুতিনকে একঘরে অবস্থা থেকে বিশ্বমঞ্চে ফিরিয়ে আনবে এবং সি চিন পিংয়ের অবস্থানকে এমন এক বিশ্বে নেতা হিসেবে আবার প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকে কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তিন নেতার এই একটি ফ্রেমবন্দী ছবিই মূলত সেই যুগকে সংজ্ঞায়িত করবে-যে যুগে নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক বিশ্বব্যবস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

স্টিভ ব্রুমফিল্ড ‘দ্য অবজারভার’-এর সাবেক আন্তর্জাতিক সম্পাদক। দ্য গার্ডিয়ান থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

ড. ফরিদুল আলম

বামপন্থী দলকে এবং এর নেতা এবং অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা জ্যা লুক মেলশোকে দায়ী করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে আগামী নির্বাচনে ডানপন্থীদের বিজয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক আন্দোলনকে একটি উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করছে বামপন্থীরা-এমনটাও অনেকে মনে করছেন। আর সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পপুলার ক্ষোভগুলোকে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে।

এই আন্দোলনকে পশ্চিমা শাসকদের অনেকে ইসলামোফোবিয়া থেকে সৃষ্ট বলে একধরনের বয়ান তৈরি করার চেষ্টা করছেন। সে ক্ষেত্রে কয়েক মাস আগে মরক্কো থেকে জলপথ পাড়ি দিয়ে

বিশালসংখ্যক মুসলিম অভিবাসীর স্পেনে প্রবেশের সঙ্গে তুলনা করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যুদ্ধের ফলে অসংখ্য মানুষের অভিবাসী হওয়া বা অভিবাসনের চেষ্টা করা, মুসলমানদের প্রতি পশ্চিমাদের বিরূপ আচরণ এবং এর মধ্য দিয়ে ইসলাম বিদ্বেষের সঙ্গেও তুলনা করা হচ্ছে। কারোমি রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী মহল এই সুযোগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে বলেও বলা হচ্ছে। আসলে এ সবকিছুই এক ধরনের গুজব। বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, ইউরোপ এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন-ইউরোপ স্বার্থের সম্পর্কের জায়গায় অনেকটাই ছেদ পড়েছে। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও ইউরোপের দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদী ডানপন্থী শক্তিগুলোর উত্থান আমরা দেখেছি। সেই জায়গায় আজ অধিকারের সংগ্রামে शामिल হয়ে লাখ লাখ লোক প্রতিদিন সমবেত হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তাদের শক্তিমত্তার জানান দিতে পারলেও কার্যত ক্ষমতার জায়গায় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে কি না-সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

উল্লিখিত অবস্থা থেকে এমনটাই ধারণা করে নেওয়া যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠরা শাসন করলেও, তাদের সমর্থনের পাল্লা ক্ষেত্রবিশেষে ভারী থাকলেও অনেক সময় সংখ্যালঘুরা পথে নেমে তাদের দাবিতে সোচ্চার আন্দোলন করে সরকারকে বিপর্যয়ে ফেলতে পারে। ফ্রান্সে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাতারাতি মধ্য বামপন্থীদের হটিয়ে বামপন্থীরা ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসবে-এমনটা নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবে মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে পশ্চিমা উদার দেশগুলো এখন আর আগের মতো স্বস্তিকর অবস্থানে নেই। আজ থেকে এক যুগ আগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বের হয়ে যাওয়ার যথার্থতা এখন অনেকটাই প্রমাণিত। ইইউর ভেতর থেকে তুলনামূলক কম সুবিধা পেলেও ব্রিটেনকে আর্থিকভাবে অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছিল। দেশটি মনে করেছে, এটি তাদের জন্য কার্যকর নয়। আজ জার্মানি এবং ফ্রান্স ইইউর ভেতর যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় আর্থিক সহায়তাকারী দেশ।

ফ্রান্সসহ ইউরোপজুড়ে বিক্ষোভ দমনে ইইউ তেমন কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না। গত মাসে অনেকটা গোপনে ইইউ পার্লামেন্টে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেখানে ইসলামোফোবিাকে এর পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটা আসলে ইইউর দিক থেকে ফ্রান্সকে সম্ভ্রষ্ট করার জন্য এক দায়সারা উদ্যোগ বৈ কিছু নয়।

যে সংকটগুলো বর্তমানে বিরাজ করছে, এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে আর্থিক সমস্যা। ফ্রান্সের সরকারের এই সমস্যা মোকাবেলা করার আর্থিক সামর্থ্য নেই, এমনটা নয়। মূল বিষয়টা হচ্ছে, এসব দাবি মেনে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে বামপন্থী এবং তাদের ভাষায় মুসলিম এবং অভিবাসীরা (যারা এই আন্দোলনকে সংগঠিত করছে বলে তারা মনে করছে, যদিও প্রকাশ্যে বলতে পারছে না) তাদের সাফল্য দাবি করবে এবং তাদের যারা সংগঠিত করছে এর মধ্য দিয়ে তারা ক্ষমতায় চলে আসবে। আর এমন কিছু ঘটলে ইউরোপজুড়ে এর রেশ দ্রুতই ছড়িয়ে পড়বে, যা শুধু ফ্রান্স কেন, ইউরোপের কোনো দেশই চাইবে না। এর মধ্য দিয়ে শুধু ইউরোপ নয়, বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্যের জায়গায়ও অনেক পরিবর্তন আসবে। বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রও অনুমান করতে পেরেছে। ভুল ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেও করেছেন। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তিনি এরই মধ্যে একটি অবস্থান নিয়ে ফেলেছেন, ইউরোপের সঙ্গে অনেকটাই দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এমন অবস্থায় তাদের নতুন ঐক্য এবং এর দ্বারা সৃষ্ট নতুন পরিকল্পনাই ইউরোপকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে।

লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সুধীর বরণ মাঝি

৯ করালে হবে না। তাদের বোঝাতে হবে-কেন মানুষ একটি বৈষম্যহীন ও মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য জীবন দিয়েছিল।

সাম্প্রদায়িকতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো এটি মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট করে। একটি সমাজ তখনই শক্তিশালী হয়, যখন মানুষ তার প্রতিবেশীর ওপর আস্থা রাখতে পারে। কিন্তু যদি একজন মানুষ ভাবেন-‘ও অন্য ধর্মের, তাই সে আমার নয়’, তাহলে সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের পরিচয়কে সংকুচিত করে। একজন মানুষ তখন আর শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, প্রতিবেশী বা সহনাগরিক হিসেবে পরিচিত হন না; তাকে শুধু একটি ধর্মীয় পরিচয়ের মাধ্যমে দেখা হয়। এর ফলে ব্যক্তির অপরাধের দায়ও কখনো পুরো সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। একজন ব্যক্তি অপরাধ করলে তার বিচার হবে ব্যক্তি হিসেবে। কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায় অপরাধী নয়। এই সহজ সত্যটি আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় বারবার মনে রাখা দরকার। সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি বড় ঝুঁকির ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একটি মিথ্যা পোস্ট, বিকৃত ছবি কিংবা পুরোনো ভিডিওকে নতুন ঘটনার নামে প্রচার করে মুহূর্তের মধ্যে মানুষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করা সম্ভব। বিশেষ করে ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কোনো একটি মিথ্যা অভিযোগকে সত্য ধরে নিয়ে মানুষ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, তাহলে নিরপরাধ মানুষের জীবনও বিপন্ন হতে পারে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে আমাদের নতুন ধরনের নাগরিক দায়িত্ব প্রয়োজন। কোনো উত্তেজনাকর পোস্ট দেখলেই শেয়ার না করে আগে যাচাই করতে হবে। তথ্যের উৎস কোথায়, ছবিটি বা ভিডিওটি আসল কি না, ঘটনাটি কখনকার-এসব যাচাই করা জরুরি। আমাদের সামাজিক সংস্কৃতি হতে হবে- আগে যাচাই, পরে প্রচার। এই একটি অভ্যাস সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অনেক ঘটনা প্রতিরোধ করতে পারে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, উপাসনালয়ে আক্রমণ, সম্পত্তি দখল, হুমকি ও অন্যান্য ঘটনার বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন ও সরকারি সংস্থা তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে এসব তথ্যের সংখ্যা ও শ্রেণিবিন্যাসে পার্থক্য রয়েছে। কোনো সংগঠন কোনো ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে বিবেচনা করেছে, অন্যদিকে সরকারি কোনো তদন্তে সেটিকে সাধারণ অপরাধ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। ফলে পরিসংখ্যান ব্যবহারের-বাকী অংশ ২৯ পাতায়

ACCIDENT CASES

Many years of experience in ladder, scaffolding, and construction accident case



PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Call: 917-533-1033

*Faithfully serving the
Bangladeshi Community*

আমরা বাংলায় কথা বলি

All conversations are strictly confidential



LAW OFFICE

Phone: 212.661.8400 Fax: 212.661.1242
11 Park Place, Suite 1214, New York, NY 10007

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



মারা গেছেন ‘সিআইডি’ ও ‘আহট’-র স্রষ্টা

মোম্বাই ডেস্কঃ ভারতীয় টেলিভিশনের কিংবদন্তি প্রযোজক ও পরিচালক ব্রিজেন্দ্র পাল সিং মারা গেছেন। তিনি সবার কাছে ‘বি. পি. সিং’ নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতের জনপ্রিয় ক্রাইম থ্রিলার সিরিজ ‘সিআইডি’ এবং হরর শো ‘আহট’-এর এই স্রষ্টা তিনি।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তার এই আকস্মিক মৃত্যুর খবরে বিনোদন জগতে নেমে এসেছে গভীর শোকের ছায়া।

প্রবীণ এই নির্মাতার প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাতা অশোক পশ্টিত। ইনস্টাগ্রামে এক আবেগঘন বার্তায় তিনি লেখেন, ‘আজ ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক দক্ষ প্রযোজক-পরিচালক বি. পি. সিংজির প্রয়াণের খবরটি অত্যন্ত দুঃখজনক।’

‘সিআইডি’ ও ‘আহট’-এর মতো কালজয়ী শো দিয়ে গোটা দেশকে কীভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, তা স্মরণ করে অশোক পশ্টিত আরও লেখেন, ‘তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতা, দারুণ এক মানুষ এবং আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় টিভিতে তার কাজ প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে গেছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে।’

ইন্ডিয়ান ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি হিসেবে বি. পি. সিংয়ের সঙ্গে কাটানো দিনগুলোর কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন তিনি।

নির্মাতা হিসেবে পর্দার পেছনে জাদুকরি মুসিয়ানা দেখানোর পাশাপাশি সবার প্রিয় ‘সিআইডি’ সিরিজে ক্যামেরার সামনেও দর্শকদের চমকে দিয়েছিলেন বি. পি. সিং নিজেও। এই জনপ্রিয় ধারাবাহিকে ডিসিপি (ডিপুটি কমিশনার অব পুলিশ) শামশের সিং চিত্রোন্নয়ন চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, ভারতের দীর্ঘতম ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সিরিজগুলোর মধ্যে অন্যতম ‘সিআইডি’। দীর্ঘ সময় ধরে নিখুঁত চিত্রনাট্য ও রোমাঞ্চকর উপায়ে অপরাধের রহস্যভেদ করে এই শো। আর তার সঙ্গে ‘আহট’-এর গা শিউরে ওঠা হরর ঘরানা-দুটোই ছোটপর্দায় বিপ্লব এনেছিল। বি. পি. সিংয়ের হাত ধরেই ভারতীয় ক্রাইম ড্রামা এক মজবুত ভিত্তি পেয়েছিল।

পরিবারের তথ্য অনুযায়ী, আগামী ২৮ অক্টোবর তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

চিত্রনাট্যে না থাকলেও সাহসী দৃশ্যে রাজি ছিলেন রেখা-অক্ষয়, বাকিটা ইতিহাস

মোম্বাই ডেস্কঃ নব্বইয়ের দশকের সেই কালজয়ী অ্যাকশন-রোমাঞ্চ আর বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমার ও অভিনেত্রী রেখার অফস্ট্রিন সম্পর্ক নিয়ে চর্চা আজও সিনেপ্রেমীদের মুখে মুখে ঘোরে। সে কারণে ১৯৯৬ সালের ব্লকবাস্টার সিনেমা ‘খিলাড়িও কা খিলাড়ি’-র নাম আসবেই। আর ‘ইন দ্য নাইট নো কন্ট্রোল’ গানটি বর্তমানে সামাজিক মাধ্যমে বেশ ট্রেন্ডে রয়েছে।

নব্বইয়ের দশকের ব্লকবাস্টার এ সিনেমার রোমান্টিক গানে অক্ষয় কুমার ও রেখার রসায়ন আজও সিনেমাপ্রেমী দর্শকরা মনে রেখেছেন। কারণ বিগবি অমিতাভ বচ্চনের সিনেমার রেকর্ড ভেঙে বড় অফিসে বাজিমাত করা সেই সিনেমায় খলনায়িকা চরিত্রে অভিনয় করে নজর কেড়েছিলেন অভিনেত্রী রেখা।

বয়সের বড় ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পর্দায় অক্ষয় কুমার ও রেখার বোম্ব কেমিস্ট্রি সেই সময় গোটা বলিপাড়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করেছিল। সম্প্রতি রেডিও ভাইরাল হওয়া পরিচালক উমেশ মেহরার একটি পুরোনো সাক্ষাৎকার নব্বইয়ের দশকের সেই আলোচিত রোমান্সের স্মৃতিকে আবার উসকে দিয়েছে।

সেই সিনেমাটিতে রেখা ও অক্ষয়ের সেই বহুল চর্চিত সংবেদনশীল দৃশ্যগুলোর গুটিং নিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক জানান, দুটি ভিন্ন প্রজন্মের তারকা হওয়া সত্ত্বেও সেটি তাদের মধ্যে কোনো



আড়ষ্টতা ছিল না। বরং অক্ষয় ও রেখা- দুজনেই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই দৃশ্যগুলো গুট করেছিলেন।

পরিচালক উমেশ মেহরা বলেন, ‘অভিনেতাদের দিক থেকে কোনো দ্বিধা ছিল না। ওরা দুজনেই দৃশ্যগুলো করার জন্য অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। গান ও দৃশ্যগুলোয় কীভাবে আরও ঘনিষ্ঠতা ফুটিয়ে তোলা যায়, সেই চমৎকার আইডিয়াগুলো রেখা আর অক্ষয় নিজেরাই বের করে নিয়েছিলেন।’

এক চমকপ্রদ তথ্য প্রকাশ করে পরিচালক আরও বলেন, ‘ম্যাডাম মায়ী’ নামের ওই লেডি ডন চরিত্রের জন্য শুরুতে এফটিআইআইয়ের অভিনেত্রী মিতা বশিষ্ঠকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল। এমনকি ভানু আখাইয়া তার কন্সটিউম ডিজাইনও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিদেশ থেকে ফিরে মিতাকে দেখে পরিচালকের মনে হলো- এ শক্তিশালী চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। এরপরই বান্ধা ব্যান্ডস্ট্যান্ডে নিজের গাড়ির ভেতরে ডেকে এনে রেখাকে স্ক্রিপ্ট শোনান উমেশ মেহরা। এরপর বাকিটা ইতিহাস।

সন্তানদের জন্য মাথা-ভ্রু কামিয়েছিলেন মা, জানালেন গোবিন্দ

মোম্বাই ডেস্কঃ বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ স্মৃতিচারণা করে জানিয়েছেন, পরিবারের কঠিন সময়ে সন্তানদের বড় করে তুলতে তার মা নির্মালা দেবী অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এমনকি একসময় তিনি নিজের মাথার চুল ও ভ্রু কামিয়ে ফেলেছিলেন এবং সাধুর মতো পোশাক পরতে

শুরু করেছিলেন। সম্প্রতি এবিপি নিউজের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় মায়ের সেই আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেন অভিনেতা। গোবিন্দ জানান, জীবনের একটি কঠিন সময়ে তার পরিবার প্রায় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছিল। তখন সংসার চালানো ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তার মাকে।

অভিনেতার ভাষ্য অনুযায়ী, তার বাবা নির্মালা দেবীকে বাইরে গিয়ে কাজ খোজার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নির্মালা অত্যন্ত সুন্দরী। কাজের সন্ধানে বাইরে গেলে কিছু মানুষ তাকে অসং উদ্দেশ্যে দেখার চেষ্টা করতে পারে। বাবার সেই সতর্কতার পর নির্মালা দেবী মাথার চুল ও ভ্রু কামিয়ে ফেলেন এবং সাধুর মতো পোশাক পরতে শুরু করেন বলে জানান গোবিন্দ।

অভিনেতা বলেন, তার মায়ের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সন্তানদের ভবিষ্যৎ। নিজের জীবনে যত কষ্টই আসুক, সন্তানদের বড় করে তোলাই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য।

মায়ের জীবনের অভিজ্ঞতা কীভাবে তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করেছে, সে কথাও জানিয়েছেন গোবিন্দ। সমালোচনা কিংবা মানুষের মন্তব্য নিয়ে তিনি খুব একটা ভাবেন না বলে জানান। কে কী বলল বা কে কী দিল, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না তিনি। গোবিন্দ বলেন, এমন একজন মায়ের সন্তান হয়ে এসব বিষয় নিয়ে আমি কেন ভাবব? কে কী বলল, কে কী দিল, এসবের সঙ্গে আমি জড়িত নই।

মানুষের আচরণ বিচার করার ক্ষেত্রেও তিনি তার পরিস্থিতি বিবেচনায় নিতে পছন্দ করেন। অভিনেতার মতে, একজন মানুষ কেন নির্দিষ্টভাবে আচরণ করছেন, তা না বুঝে তাকে বিচার করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ওই দিকে তাকাছি না। কেন তাকাছি না? কারণ, আমি জানি ওই মানুষটি কেন এমন।

গোবিন্দের ভাষ্য, মানুষের প্রতিক্রিয়া অনেক সময় তার চারপাশের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সময়ের ওপর নির্ভর করে। দেশের মানুষও নানা পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে আটকে রয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নির্মলা দেবী ছিলেন হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতের একজন সুপরিচিত শিল্পী ও অভিনেত্রী। ১৯৯৬ সালের ১৫ জুন ৬৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

ফের মা হচ্ছেন আনুশকা শর্মা?

মোম্বাই ডেস্কঃ বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা কি তৃতীয়বার মা হতে হচ্ছেন? সম্প্রতি স্বামী বিরাট কোহলির সঙ্গে তার একটি ভিডিও



সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে জল্পনা। যদিও তারকা দম্পতির পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কোনো ঘোষণা আসেনি। ভিডিওতে দেখা যায়, মেরন রঙের ঢিলেঢালা আনারকলি পোশাকে বোট থেকে নামছেন আনুশকা। খোলা চুল, মুখে মেকআপের ছাপ নেই। জেটিঘাটের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় স্ত্রীকে আগলে রাখতে দেখা যায় বিরাটকে। তার মুখে ছিল মাস্ক। সম্প্রতি আলিবাগ থেকে মুম্বাইয়ে ফিরছিলেন বিরাট-আনুশকা। ইন্ডিয়া গেট সংলগ্ন জেটিঘাটে তাদের ওই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন কেউ। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের নজর পড়ে আনুশকার ঢিলেঢালা পোশাকের দিকে। কেউ কেউ তার শারীরিক গঠন দেখে তৃতীয়বার মা হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তবে শুধু একটি ভিডিও কিংবা পোশাক দেখে আনুশকার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত তারকা দম্পতির পক্ষ থেকেও কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বিয়ে করেন আনুশকা শর্মা ও বিরাট কোহলি। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে তাদের প্রথম সন্তান কন্যা ভামিকা জন্ম হয়। এরপর ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাদের পরিবারে আসে ছেলে অকায়। এবার আনুশকার তৃতীয়বার মা হওয়ার জল্পনা ছড়ালেও এ বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।



রাশমিকার বিদ্রূপকারীদের এক হাত নিলেন জাভেদ আখতার

মোম্বাই ডেস্কঃ ‘কফি উইথ করণ’-এ নিজের উচ্চারণ নিয়ে টেলিভিশনের অভিজ্ঞতা সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে শেয়ার করে নেন অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। এবার অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সমালোচকদের কড়া জবাব দেন প্রখ্যাত কবি, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার।

কিন্তু রাশমিকাকে সমর্থন করতে গিয়েই ভুল তথ্য লিখে ফেলেন এ বর্ষীয়ান গীতিকার। ভাষা কিংবা উচ্চারণের জন্য বারবার কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানাকে। ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই এ অভিজ্ঞতা তার নিত্যসঙ্গী।

সম্প্রতি করণ জোহরের জনপ্রিয় চ্যাট শো ‘কফি উইথ করণ’-এ হাজির হয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথাই তুলে ধরেন অভিনেত্রী। তবে অভিনেত্রীকে সমর্থন করতে গিয়ে নিজেই একটি ভুল করে বলেন এ চিত্রনাট্যকার। সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনরা সেই ভুল ধরিয়ে দিতেই তা স্বীকারও করে নেন জাভেদ আখতার।

রাশমিকা মান্দানার সমালোচকদের উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট দিয়েছেন জাভেদ আখতার। সেখানে এ গীতিকার বলেন, রাশমিকা মান্দানার উচ্চারণ নিয়ে যারা বিদ্রূপ করেন, রাশমিকার উচ্চারণ নিয়ে এত সমস্যা, তাদের তামিল ভাষায় কয়েকটি বাক্য বলতে দেওয়া উচিত। তামিল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন কথ্য ভাষা। দেখা যাক, তারা নিজেরা কতটা নিখুঁতভাবে সেই ভাষায় কথা বলতে পারেন!

এখানেই থামেননি বর্ষীয়ান গীতিকার। তিনি বলেন, নিজের ভাষাকে অন্যের ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করার যে ভিত্তিহীন মানসিকতা, তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

জাভেদের বক্তব্যের সঙ্গে অনেকেই সহমত হলেও তার পোস্টে একটি তথ্যগত ভুল চোখে পড়ে নেটিজেনদের মাঝে। রাশমিকাকে তামিল অভিনেত্রী বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। সেই ভুল সংশোধন করে এক সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী লেখেন- ‘স্যার, তিনি কুর্গের মেয়ে এবং তেলুগু পরিবারের বউ। তবে আপনি যেভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছেন, তার প্রশংসা করতাই হয়।’

ভুলটি নজরে আসতেই তা স্বীকার করে নেন জাভেদ আখতার। নিজের বক্তব্য সংশোধন করার কথাও জানান এ গীতিকার।

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *অর্ডিল *অর্থ *টিউমার *Kidney Stone *অভ্যকোষের পীড়া *কর্কর পীড়া *কাশি *কিডনির পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দস্তের পীড়া *দবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *প্রান্ত-প্রস্রাবের পীড়া *ভগ্নকর * মাথা ব্যথা * শিথারের পীড়া *সারোটিকা *সিষ্টাইটিস *বরভণ্ড *নাক পলিপাস *হার্মিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন নোহ * হঠাৎমুখ শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লাল পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীত্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকঘোলে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

সহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি কম লাইট, ব্রান্ড ডেপেন্ডেন্সি বিবে, জন্মদিন, বিবাহের পাতি কালচারণ প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modeling

NEHER SIDDIQUEE

917-476-6628, 718-371-8334

www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

ঢাকা, মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ।

বুধবার (২৮ অক্টোবর) সকালে টস জিতে দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এই সিদ্ধান্ত নেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এই গুরুত্বপূর্ণ টেস্টের একাদশে নেই অভিজ্ঞ ব্যাটার মুশফিকুর রহিম। গতকাল অনুশীলনে নেটে ব্যাটিং করার সময় তিনি বলের আঘাতে চোট পান। চোটের কারণে মুশফিক ছিটকে পড়ায় তার জায়গায় একাদশে সুযোগ পেয়েছেন তাওহীদ হুদয়।

মিরপুরের চেনা উইকেটের সুবিধা নিতে তিন স্পিনার সমন্বয়ে বোলিং আক্রমণ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। একাদশে অভিজ্ঞ স্পিনার তাইজুল ইসলামের পাশাপাশি রয়েছেন নাসিম হাসান ও মেহেদী হাসান মিরাজ। পেস আক্রমণে হাসান মাহমুদের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন বাঁহাতি পেসার শরীফুল ইসলাম।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় বর্তমানে চতুর্থ স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। ফাইনালের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে এই চক্রের বাকি থাকা ৬টি টেস্টের মধ্যে অন্তত ৪টিতে জয় প্রয়োজন টাইগারদের। তবে সিরিজ শুরু করার আগে সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত জানান, দীর্ঘমেয়াদী সমীকরণ বা ফাইনালে যাওয়ার চাপ না নিয়ে তাদের মূল মনোযোগ এখন শুধুই এই মিরপুর টেস্ট জয় করা।

অন্যদিকে পয়েন্ট তালিকার অষ্টম স্থানে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাইনাল নিয়ে কোনো সমীকরণ না থাকলেও সেরা পাঁচে থেকে চক্র শেষ করা ই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশ একাদশ: নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, লিটন দাস, তাওহীদ হুদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ, নাসিম হাসান, হাসান মাহমুদ, তাইজুল ইসলাম ও শরীফুল ইসলাম।

কেপটাউনে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন অস্ট্রেলিয়ার

ঢাকা, মিচেল স্টার্কের বোলিং তাগে স্বাগতিকদের ৩২৯ রানে গুটিয়ে দিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মাত্র ছয় বলের ব্যবধানে দক্ষিণ আফ্রিকার শেষ ৪ উইকেট তুলে নিয়ে প্রোটিয়া ব্যাটিং অর্ডারে ধস নামান স্টার্ক।

টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। ব্যাটিংবান্ধব উইকেটে শুরুটা অবশ্য চমৎকার ছিল স্বাগতিকদের। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামা মার্কাস অ্যাকারম্যান এবং এইডেন মার্করামের উদ্বোধনী জুটি বেশ শক্ত ভিত গড়ে তোলে। কোনো উইকেটে না হারিয়ে মধ্যাহ্নভোজের বিরতি পর্যন্ত তারা তুলে ফেলেন ১৪০ রান। ৭৫ বলেই ৮২ রান করে ফেলেছিলেন অ্যাকারম্যান।

বিরতির পর দলীয় ১৫৮ রানের মাথায় আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে অফ-স্পিনার নাথান লায়নের বলে স্টাম্পিংয়ের শিকার হন অ্যাকারম্যান। ৯৪ বলে ১২টি চার ও ২ চারে ৯৫ রান করে তার বিদায়ে ভাঙে জুটি। আর তাতেই হঠাৎ ছন্দপতন স্বাগতিক শিবিরে! অস্ট্রেলিয়া বোলাররা চড়াও হলে মাত্র ৭৪ রানের ব্যবধানে ৬ উইকেট হারিয়ে বসে দক্ষিণ আফ্রিকা।



জশ হ্যাঞ্জলউডের বলে শর্ট ফাইন লেগে ক্যাচ দেওয়ার আগে মার্করাম করেন ৭৮ রান। এরপর অধিনায়ক টেন্ডা বাভুমাকে (০) দুর্দান্ত এক বলে বোল করেন লায়ন। এরপরই শুরু হয় স্টার্ক-শো! পরপর দুই ওভারে ডেভিড বেডিংহাম (৫০) ও উইয়ান মুন্ডারকে (০) ফিরিয়ে দেন তিনি। সপ্তম উইকেটে ৯৫ রানের জুটি গড়ে ধাক্কা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন রায়ান রিকেলটন ও মার্কো ইয়ানসেন। কিন্তু দিনের খেলার শেষের দিকে নতুন বল হাতে পেয়েই ভয়ংকর হয়ে ওঠেন স্টার্ক। নতুন বলের চতুর্থ ডেলিভারিতে রিকেলটনকে (৪২) এলবিডব্লু রফায়ে ফেলেন, আর ঠিক দুই বল পর ইয়ানসেনকেও (৫২) করেন বোল্ড।

নিজের পরের ওভারের প্রথম বলে জেরাল্ড কোয়েটজিকে আউট করার পর তৃতীয় বলে কাগিসো রাবাদাকে এলবিডব্লু করে স্বাগতিকদের ইনিংসের ইতি টেনে দেন এই বাঁহাতি পেসার। ৭২ রানে ৬ উইকেট পেয়েছেন স্টার্ক।

গেবেথায় সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে ইনিংস ও ৩১ রানে হারার পর এই ম্যাচে একাদশে চারটি পরিবর্তন আনে অস্ট্রেলিয়া। ঘাড়ের চোটের কারণে স্কোয়াড থেকে ছিটকে যান স্টিভ স্মিথ। বাদ পড়েন নিক ম্যাডিনসন, বো ওয়েবস্টার ও স্কট বোল্যান্ড। তাদের বদলে সুযোগ পান ক্যামেরন গ্রিন, জশ ইংলিস, অলরাউন্ডার কুপার কনোলি ও স্পিনার নাথান লায়ন।

নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে পর্তুগাল দলে ফিরছেন রোনালদো

ঢাকা, পর্তুগাল জাতীয় দলের জার্সিতে আবারও মাঠে নামার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সামনে। কোচের সঙ্গে বিরোধ এবং ট্রেনিং ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ায় কেন্দ্র করে বিতর্কে জড়ানোর পরও নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে নেশনস লিগের ম্যাচ সামনে রেখে পর্তুগালের প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন আল নাসরের এই তারকা।

বার্তা সংস্থা এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র রোনালদোর প্রাথমিক দলে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ফলে সাম্প্রতিক বিতর্কে পেছনে ফেলে জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ তৈরি হয়েছে তার। আগামী ৬ নভেম্বর চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণা

করার কথা রয়েছে।

কোচের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায় শান্তির মুখে পড়েন রোনালদো। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় তাকে ৩০ দিনের নিষেধাজ্ঞা এবং ২৫৫ ইউরো জরিমানা করা হয়েছিল।

ম্যাচে খেলার সুযোগ না পাওয়া এবং কোচের আচরণে আত্মহীনতা থেকে রোনালদো এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর ফুটবল অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। কেউ তার আচরণের সমালোচনা করেছেন, আবার কেউ পরিস্থিতির পেছনের কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তবে এবার প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ায় বিতর্ক কাটিয়ে মাঠের খেলায় মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন পর্তুগিজ অধিনায়ক। নভেম্বরে নেশনস লিগের গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। আগামী ১৪ নভেম্বর রাগায় ডেনমার্কের মুখোমুখি হবে দলটি। এরপর তিন দিন পর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ওয়েলসের বিপক্ষে খেলতে যাবে তারা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, জর্জে জেসুসের অধীনে পর্তুগাল দারুণ ছন্দে রয়েছে। গ্রুপে এখন পর্যন্ত শতভাগ জয়ের রেকর্ড নিয়ে শীর্ষে আছে দলটি। শেষ দুই ম্যাচেও জয় পেলে গ্রুপ পর্বে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট অর্জনের সুযোগ থাকবে তাদের সামনে।

এমন পরিস্থিতিতে রোনালদোর অভিজ্ঞতা ও গোল করার দক্ষতা পর্তুগালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। তবে চূড়ান্ত দলে তার অন্তর্ভুক্তি এবং মাঠে নামার বিষয়টি নির্ভর করবে কোচের সিদ্ধান্তের ওপর।

১০০০ গোলের মাইলফলকের পথে রোনালদো ক্যারিয়ারের শেষ পর্যায়ে এসেও নতুন রেকর্ড গড়ার লক্ষ্য ধরে রেখেছেন রোনালদো। ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে গোল সংখ্যা ১০০০-এ নিয়ে যাওয়াই এখন তার অন্যতম বড় ব্যক্তিগত লক্ষ্য।

প্রতিবেদনের হিসাব অনুযায়ী, তার বর্তমান গোলসংখ্যা ৯৮২। অর্থাৎ ঐতিহাসিক এই মাইলফলক ছুঁতে প্রয়োজন আরও ১৮ গোল। জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ পেলে গোলসংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি পর্তুগালের হয়ে আরও সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাও তৈরি হবে তার সামনে।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ৪২ বছরে পা দেবেন রোনালদো। এরই মধ্যে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, চলতি মৌসুমটি তার পেশাদার ফুটবল ক্যারিয়ারের শেষ মৌসুম হতে পারে।



যদিও অবসরের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নিশ্চিত নয়।

প্রাথমিক স্কোয়াডে জায়গা পাওয়ায় জাতীয় দলে রোনালদোর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা জোরালো হয়েছে। তবে চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে তার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

পর্তুগালের সামনে এখন একদিকে গ্রুপ পর্বে শতভাগ সাফল্য ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে সাম্প্রতিক বিতর্ক কাটিয়ে দলের পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার বিষয়টি। শেষ পর্যন্ত রোনালদো চূড়ান্ত স্কোয়াডে জায়গা পান কি না, সেটিই এখন ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের কেন্দ্রে।

বিতর্কের মুখে এবার ক্ষমা চাইলেন এমবাল্পে

ঢাকা, চীনের সাবেক নেতা মাও সে-তুংকে ঘিরে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ানোর পর অবশেষে দৃষ্ট প্রকাশ করেছেন ফরাসি ফুটবল তারকা কিলিয়ান এমবাল্পে। তার মন্তব্যে চীনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত চীনা সম্প্রদায়ের মানুষের অনুভূতিতে আঘাত লাগায় ক্ষমা চেয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড।

মঙ্গলবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এমবাল্পে স্বীকার করেন, তার মন্তব্যটি যথাযথ ছিল না। এতে যারা কষ্ট পেয়েছেন, তাদের সবার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি। একই সঙ্গে চীনের জনগণ ও দেশটির ইতিহাসের প্রতি নিজের শ্রদ্ধার কথাও তুলে ধরেন।



DMV EXPRESS

SKDAR ABC-2345

VEHICLE REGISTRATION & PLATE PICKUP

আমরা সকল ধরনের DMV সার্ভিস প্রদান করে থাকি

ALL KIND OF

DMV SERVICES

REGISTRATION • TITLE • TLC • PLATE RETURN

আমাদের সেবাসমূহ: | OUR SERVICES

- ✓ টিএলসি রেজিস্ট্রেশন
- ✓ রেজিস্ট্রেশন রিনিউ
- ✓ প্রোট ট্রান্সফার
- ✓ টাইটেল ইস্যু, ডুপ্লিকেট টাইটেল
- ✓ ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন
- ✓ কাস্টমাইজড প্রোট, প্রোট সারেন্ডার

- ✓ TLC PLATE TRANSFER
- ✓ NEW PLATE, TITLE & REGISTRATION
- ✓ PLATE SURRENDER
- ✓ DUPLICATE REGISTRATION
- ✓ CUSTOMIZED PLATE
- ✓ TLC RENEWAL

6hr Defensive Driving Course | ডিফেন্ডিভ ড্রাইভিং কোর্স

CALL: 718.709.6400

ADDRESS 1210 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208

DEBNATH ACCOUNTING INC.

SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA

Concentration: Certified Public Accounting (CPA)

Member of National Directory of Registered Tax Professional.

Notary Public, State of New York

OUR SERVICES

- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
 - Individual
 - Corporation
 - Partnership
 - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public

NOTARY PUBLIC

TAX FILING

AUTHORIZED e-file PROVIDER



Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372

E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



পাঁচ মিশালি সবজি

উপকরণ
পছন্দমতো সবজি ৩ থেকে ৪ কাপ (যেমন-আলু, পটোল, কুমড়া, বেগুন, রাঙা আলু, বিড়া, গাজর বা বরবটি ছোট টুকরা করে কাটা), বড়ি ৮-১০টি, পাঁচফোড়ন ১ চা চামচ, তেজপাতা ও শুকনা মরিচ ২টি করে, আদা বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি (চেরা), হলুদ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১/২ চা চামচ, ভাজা মসলা ১ চা চামচ (গোটা জিরে ও শুকনা লঙ্কা শুকনা খোলায় ভেজে গুঁড়া করা), ঘি ১ চা চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সর্ষের তেল ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন
* কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে ডালের বড়িগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ ও তেজপাতা ফোড়ন দিন। এরপর আলু, গাজর, রাঙা আলুর মতো শক্ত সবজিগুলো দিয়ে ২-৩ মিনিট হালকা ভেজে নিন।
* এবার পটোল, কুমড়া, বেগুন কড়াইতে দিয়ে দিন। এরপর আদা বাটা, হলুদ গুঁড়া, জিরে গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এবং স্বাদমতো লবণ দিয়ে সবজিগুলো ভালো করে কষিয়ে নিন।
* সবজি থেকে পানি বেরোতে শুরু করলে চেরা কাঁচা মরিচ এবং ভেজে রাখা বড়িগুলো সামান্য ভেঙে দিয়ে আঁচ কমিয়ে ঢেকে দিন। পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি খুব শুকনা লাগে সামান্য পানির ছিটা দিতে পারেন।
* সবজি পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে মাখামাখা হয়ে এলে ওপর থেকে চিনি ছড়িয়ে দিয়ে আরো ১ মিনিট নাড়ুন। সব শেষে ওপর থেকে এক চামচ ঘি এবং ভাজা মসলার গুঁড়া ছড়িয়ে ভালো করে মিশিয়ে ৫ মিনিট ঢেকে রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন।

আচারি আলুর দম

উপকরণ
আলু ৫০০ গ্রাম (মাঝারি আকৃতির আলু হলে দুই টুকরা করা, ছোট বা নতুন আলু হলে আন্ত), আমের আচার তেলসহ ১-২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ১ চা চামচ, শুকনা মরিচ ২টি, তেজপাতা ১টি, আদা বাটা ১ চা চামচ, টমেটো পেস্ট বা পিউরি ১/২ কাপ, কাঁচা মরিচ ৩-৪টি (চেরা), হলুদ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ। ভাজা আচারি মসলা ১ চা চামচ (গোটা জিরা, ধনে, মৌরি, মেথি ও সর্ষে শুকনা খোলায় ভেজে গুঁড়া করা), সর্ষের তেল ৪-৫ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, ধনেপাতা কুচি সাজানোর জন্য।

যেভাবে তৈরি করবেন
* আলু খোসা ছাড়িয়ে সামান্য লবণ দিয়ে আধাসিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে রাখুন। একটি কাঁটা চামচ দিয়ে আলুগুলো সামান্য ফুটো করে দিন, যাতে মসলা ভেতরে ঢোকে।
* কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করে আলুগুলো সামান্য লবণ ও হলুদ দিয়ে মেখে সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ এবং তেজপাতা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে আদা বাটা ও টমেটো পেস্ট দিয়ে দিন। এরপর হলুদ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ও ধনে গুঁড়া সামান্য পানি দিয়ে গুলে কড়াইতে দিয়ে ভালো করে কষান।
* মসলা কষে এলে ভেজে রাখা আলু এবং চেরা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। মসলার সঙ্গে আলু ২ মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পর আচার দিয়ে দিন।
* এবার পরিমাণমতো ইষদুষণ গরম পানি, লবণ ও সামান্য চিনি দিয়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে ৫-৭ মিনিট রান্না করুন।
* ঝোল ঘন হয়ে মাখামাখা হয়ে এলে ওপরে ভাজা আচারি মসলা গুঁড়া এবং ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিয়ে ১ মিনিট ঢেকে রেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

সয়াবড়ি কষা

উপকরণ
সয়াবিন ১ কাপ, আলু ২টি (ডুমো করে কাটা), টমেটো কুচি বা পেস্ট ১টি মাঝারি, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা বা চেরা ৩-৪টি, টক দই ২ টেবিল চামচ (ভালো করে ফেটানো), এলাচ ২টি, দারচিনি ১ টুকরা, লবঙ্গ ৩টি, তেজপাতা ও শুকনা লঙ্কা ১টি করে, গোটা জিরা ১/২ চা চামচ (ফোড়নের জন্য), হলুদ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়া ১ চা চামচ (সুন্দর রঙের জন্য)। ঘি ও গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সর্ষের তেল ৩-৪ টেবিল চামচ।

* ফুটন্ত পানিতে সামান্য লবণ দিয়ে সয়াবিনগুলো ৫ মিনিট সিদ্ধ করে নিন। এরপর ছেকে নিয়ে ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে হাত দিয়ে চিপে সয়াবিনের ভেতরের সব জল বের করে দিন।
* পানি ঝরানো সয়াবিনে ফেটানো টক দই, সামান্য হলুদ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া এবং আদা বাটা দিয়ে মেখে ১০ মিনিট রেখে দিন।
* কড়াইতে তেল গরম করে প্রথমে আলুর টুকরাগুলো সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন। এরপর ম্যারিনেট করা সয়াবিনগুলোও ওই তেলে ২-৩ মিনিট হালকা ভেজে তুলে নিন।
* কড়াইতে আরেকটু তেল দিয়ে গোটা জিরা, তেজপাতা, শুকনা মরিচ এবং গোটা গরম মসলা ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে আদা বাটা ও টমেটো দিয়ে কষাতে থাকুন। এবার হলুদ, জিরা, ধনে ও কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া সামান্য জলে গুলে কড়াইতে দিয়ে দিন। মসলা থেকে তেল আলাদা হওয়া পর্যন্ত ভালো করে কষে নিন।
* মসলা কষে এলে ভেজে রাখা আলু, সয়াবিন এবং চেরা কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। মসলার সঙ্গে সয়াবিন ও আলু মাঝারি আঁচে ৩-৪ মিনিট ভালো করে কষে নিন (কষা যত ভালো হবে, স্বাদ তত বাড়বে)। এরপর ১ কাপ গরম জল, স্বাদমতো নুন ও চিনি দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝারি আঁচে ৭-৮ মিনিট রান্না করুন, যাতে আলু সিদ্ধ হয়ে ঝোল মাখামাখা হয়ে আসে।
* ঝোল একদম কম হয়ে বা কষা হয়ে এলে ওপর থেকে এক চামচ ঘি এবং গরম মসলা গুঁড়া ছড়িয়ে মিশিয়ে নিন। আঁচ বন্ধ করে ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন, তারপর পরিবেশন করুন।

নারকেল পটোল

উপকরণ
পটোল ১০-১২টি (খোসা সামান্য রেখে দুই মাথা চিরে নেওয়া), নারকেল কোরা ১/২ কাপ, নারকেলের দুধ ১ কাপ, আদা বাটা ১ চা চামচ, কাঁচা মরিচ ৪-৫টি, গোটা জিরা বা কালো জিরা

১/২ চা চামচ (ফোড়নের জন্য), তেজপাতা ও শুকনা মরিচ ১টি করে, গুঁড়া মসলা হলুদ গুঁড়া ১/২ চা চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ, কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ। ঘি ও গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সর্ষের তেল ৩-৪ টেবিল চামচ।
যেভাবে তৈরি করবেন
* পটোলের খোসা হালকা চেঁছে ধুয়ে নিন। পটোলের দুই মাথা সামান্য চিরে নিয়ে নুন ও হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইতে তেল গরম করে পটোলগুলো লালচে-সোনালি করে ভেজে তুলে রাখুন।
* ওই তেলেই গোটা জিরা (বা কালো জিরা), তেজপাতা এবং শুকনা মরিচ ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে আদা বাটা দিয়ে দিন। এরপর হলুদ, জিরা ও কাশ্মীরি মরিচ গুঁড়া সামান্য জল দিয়ে গুলে কড়াইতে দিয়ে ১ মিনিট কষে নিন।
* মসলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে নারকেল কোরা দিয়ে দিন। মসলার সঙ্গে নারকেল কোরা মাঝারি আঁচে আরো ১-২ মিনিট হালকা নেড়েচেড়ে কষে নিন। এবার ভেজে রাখা পটোলগুলো কড়াইতে দিয়ে দিন। এরপর নারকেলের দুধ ও সামান্য জল মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে ৫ মিনিট রান্না করুন, যাতে পটোল নরম হয়ে শ্বেভি ঘন হয়।
* পটোলের শ্বেভি মাখামাখা হয়ে তেল ওপরে ভেসে উঠলে ওপর থেকে স্বাদমতো নুন, চিনি এবং এক চামচ ঘি ও গরম মসলা গুঁড়া ছড়িয়ে মিশিয়ে নিন। আঁচ বন্ধ করে ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন।

খালিপেটে আমলকির রস সহ হয় না? তা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন রাইস, রায়তা থেকে চাটনি

আমলকি শুধু শুকিয়ে নুন দিয়ে নয়, খাওয়া যায় নানা ভাবে। আমলকির রস খেতে ভাল না লাগলে, কী ভাবে তা খাদ্যতালিকায় জুড়তে পারেন?
ভিটামিন সি, ই, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর আমলকির পুষ্টিগুণ শুনে শেষ করা কঠিন। চি-কিৎসকেরা বলেন, টাটকা ফল চিবিয়ে জল খেয়ে নিলেই সুস্থ থাকবে শরীর। স্বাস্থ্যসচেতনদের অনেকেই সকাল শুরু করেন আমলকির রস খেয়ে। কিন্তু তা তো সকলের সহ্য হয় না।
এমনিতে আমলকি হজমে সহায়ক হলেও, অম্লের ধাত থাকলে খালিপেটে আমলকির রস খেলে সমস্যা হতে পারে। তা ছাড়া, কষা স্বাদের আমলকি অনেকে ফল হিসাবে সরাসরি খেতেও পারেন না। ভাবছেন তা হলে খাদ্যতালিকায় আমলকি কী ভাবে রাখবেন? উপায় একাধিক।

আমলকির রায়তা

আমলকি কুচিয়ে নিন। মিষ্ণুরে আমলকি এবং নারকেলের টুকরো দিয়ে ঘুরিয়ে নিন। মিহি না হয়ে একটু যেন দানা থাকে। টক দই, সৈন্ধব লবণ, ভাজা জিরেগুঁড়া দিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তার মধ্যে মিশিয়ে দিন আমলকি এবং নারকেলের মিশ্রণটি। ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি রায়তা।

আমলকির রাইস

আমলকি মিহি করে কুচিয়ে নিন বা গ্রেট করে নিন। কড়াইয়ে সাদা তেল দিয়ে ছোলার ডাল, বিউলির ডাল, কারিপাতা, শুকনোলঙ্কা, সর্ষে ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরোলে যোগ করুন বাদাম। হালকা ভাজা হলে দিন নুন, হলুদ। গ্রেট করা আমলকি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করে নিয়ে ভাত দিয়ে দিন কড়াইতে। স্বাদমতো চিনি দিতে পারেন। সমস্ত উপকরণ ভাল করে মিশিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমলকি রাইস।

আমলকির চাটনি

আমলকি কুচিয়ে নিন। মিষ্ণুরে আদা, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, সৈন্ধব লবণ যোগ করুন। অল্প একটু জল দিয়ে ঘুরিয়ে নিন। চাটনি কিছুটা ধনেপাতার চাটনির মতো হবে, ঘন। বায়ুনিরোধী কৌটোয় ভরে ফ্রিজে ৪-৫ দিন অনায়াসে তা রেখে দিতে পারেন।

মটন কালা ভুনা।

আনন্দবাজার ডট কম-এর সঙ্গে এই রেসিপি ভাগ করে নিয়ে শ্রীময়ী বললেন, “এই রান্নায় আমি তিনটি এমন জিনিস মেশাই, যা আমার নিজস্ব। এটি গোপন উপকরণ বলা যেতে পারে। বাড়িতে তৈরি গরমমশলা, তেলে চিনি ভাজা আর কালো চা মেশানো। রইল শ্রীময়ীর হাতের ‘মটন কালা ভুনা’র রেসিপি
উপকরণ
ম্যারিনেশনের জন্য
১ কেজি পাঠার মাংস
৪টি পেঁয়াজ
২ টেবিলচামচ টক দই
১ চা-চামচ কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়া
ঘরে বানানো গরমমশলার গুঁড়া
অল্প সর্ষের তেল
২ চা-চামচ আদা-রসুন বাটা
স্বাদমতো নুন
রান্নার জন্য
দারচিনি
তেজপাতা
ছোট এলাচ
২টি বড় এলাচ
২টি শুকনোলঙ্কা
৪টি পেঁয়াজ
২ চা-চামচ চিনি
১ চা-চামচ রসুন
১ চা-চামচ আদা
১ চা-চামচ হলুদগুঁড়া
পরিমাণমতো সর্ষের তেল
স্বাদমতো নুন
অল্প ঘি
২ কাপ জল
১ কাপ লাল চা
২-৩ চা-চামচ ঘরে বানানো গরমমশলা গুঁড়া
বাড়িতে গরমমশলা বানানোর জন্য
পরিমাণমতো জায়ফল, জয়িত্রী, শা-জিরে, গোলমরিচ, শা-মরিচ, দারচিনি, বড় এলাচ, ছোট এলাচ
এবং তেজপাতা।
প্রণালী
প্রথমে ৪টি পেঁয়াজ কুচিয়ে বেরেস্তা করে নিন। তেলে ধীরে ধীরে ভেজে তুলে নিন। সেটিকে মিশ্রিত বেটে একপাশে রেখে দিন। বাকি পেঁয়াজগুলি কুচিয়ে আলাদা করে বেটে রাখতে হবে।
অন্য দিকে, শুকনো খোলায় গোটা মশলা ভেজে গরমমশলাটি তৈরি করতে হবে। কড়াইয়ে জায়ফল, জয়িত্রী, শা-জিরে, গোলমরিচ, শা-মরিচ, দারচিনি, বড় এলাচ, ছোট এলাচ, তেজ-পাতা নিয়ে ভাল ভাবে নাড়াচাড়া করে রোস্ট করে নিন। তার পর গুঁড়া করে নিন মিষ্ণুর গ্রাইন্ডারে। শ্রীময়ীর মতো নিজে হাতে এই গরমমশলাটি বানিয়ে নিতে পারেন রান্নার আগে। দানা থাকলে ছাঁকনি দিয়ে ছেকে নেওয়ার পরামর্শ তাঁর। পাঠার মাংসের টুকরোগুলি ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এ বার ম্যারিনেশনের পালা। টক দই, অল্প সর্ষের তেল, অল্প কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়া, বেরেস্তা, আদা-রসুন বাটা এবং ঘরে বানানো গরমমশলা দিয়ে ভাল করে মেখে রেখে দিন। এ বার কড়াইয়ে পরিমাণমতো সর্ষের তেল গরম করে ২ চা-চামচ চিনি এবং ২টি বড় এলাচ খেঁতো করে দিয়ে দিতে হবে। এর ফলে কালো রংটা ভাল ধরবে রান্নায়।

BANGLADESH HAIR DRESSER



দক্ষ কারিগর দ্বারা সুন্দর করে চুল কাটাতে হলে বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসারে আসুন।
যোগাযোগ: নিখিলবাবু

OPEN 7 DAYS , 9AM-8PM

বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসার

471McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218

Tel.: 718-435-7151

DESH BIDESH UNISEX BARBER SHOP

দেশ বিদেশ ইউনিসেক্স বারবার শপ

HAIR CUT \$15.00

এখানে বাঙালী কারিগর দ্বারা চুল কাটা হয়



৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)

Tel.: 917-832-6788



মহিলাদের জন্য
পার্লারের সুব্যবস্থা আছে

৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)



Perimal

37-53 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশীদের ভোট চাইলেন লেটিশিয়া জেমস

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন। এই নির্বাচন ঘিরে ক্ষমতাসীন রিপাবলিকান পার্টি আর বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যে লড়াই চরমে উত্তেজনা। ইউএস সিনেট, কংগ্রেস আর স্টেট গভর্নর পদ সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন হচ্ছে। এই নির্বাচনে নিউইয়র্কে আগাম ভোট শুরু হচ্ছে ২৪ অক্টোবর শনিবার থেকে, চলবে ১ নভেম্বর রোববার পর্যন্ত। বর্ধিত কমিউনিটি হিসেবে সঙ্গত কারণেই নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেটে বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির কদর বাড়ছে। খবর ইউএনএ'র।

এদিকে আগামী ৩ নভেম্বর মঙ্গলবারের নির্বাচনে বাংলাদেশী কমিউনিটির ভোট চেয়েছেন নিউইয়র্কে অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস। বুধবার (২১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বাংলাদেশী অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকার একটি মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি ভোট প্রার্থনা করেন। 'বাংলাদেশী কমিউনিটি মিট এন্ড গ্রীট' শীর্ষক ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে একমাত্র বক্তা ছিলেন লেটিশিয়া জেমস। এসময় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস বক্তব্য রাখার পর অনুষ্ঠানের মডারেটর নবীর কয়েকটি প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন। এময় তিনি বলেন, অভিবাসীদের অধিকার রক্ষাই তার প্রশাসনের প্রধান কাজ ও লক্ষ্য। তিনি বলেন, আমরা নিউইয়র্ক সিটি সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নানা অন্যায়-অবিচার দেখছি। অনেকের স্ল্যাপ, মেডিকেড কেড়ে নেয়া হচ্ছে। সম্মিলিতভাবে এইসব প্রতিরোধ করতে হবে। আর এজন্য ভোট কেন্দ্রে আসতে হবে এবং ভোট দিতে হবে। তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান সকল ভোটার সহ তাদের প্রতিবেশী ও বন্ধু-

বান্ধবদের তাকে সহ ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীদের ভোট দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এক একটি ভোট সকলের ভয়েস এবং পাওয়ার'।

তিনি বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটি 'প্রোয়িংআপ কমিউনিটি'। ভোটের মাধ্যমে সিটি এবং স্টেট পলিসি পরিবর্তনে এই কমিউনিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

লেটিশিয়া জেমস বলেন, আমরা নিউইয়র্ক সিটির স্কুলে ফি ফুড-এর ব্যবস্থা করেছি। আগামীতে স্টেট ওয়াইজ স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য ফি ফুড বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সিটিতে ফি ফুড বিতরণ কর্মসূচীও অব্যাহত থাকবে। তিনি হাউজিং সমস্যা এবং আইস-এর হয়রানী সহ যেকোন সমস্যা তার অফিসে যোগাযোগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, নির্বাচনের সময় আইস বা কোন ন্যাশনাল গার্ড কোন সমস্যা করবে না। প্রয়োজনে তিনি তার অফিসের প্রটেকশন হটলাইন-এ যোগাযোগ করারও আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সালেহ আহমেদ, শেকিল চৌধুরী, রেজাউল করীম চৌধুরী, খন্দকার তারিকুল ইসলাম, শাহারিয়ার রহমান, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, জে মোল্লা সানী, বিলাল আহমেদ চৌধুরী, ফিরোজ কবীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হ্যালোইন ডে ৩১ অক্টোবর

। বাড়ির সামনে সাজানো হবে আলো জ্বলা খোদাই করা কুমড়া। কোথাও চলবে ক্যান্ডি সংগ্রহ, কোথাও 'ট্রিক অর ট্রিট' বলে ভয় দেখানোর মজা। ৩১ অক্টোবর পালিত হবে পশ্চিমা দেশগুলোর জনপ্রিয় উৎসব হ্যালোইন। যুক্তরাষ্ট্রে হ্যালোইন ঘিরে কেনাকাটা ও উদ্‌যাপনে এ বছর ব্যয় ১৩.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির ন্যাশনাল রিটেইল ফেডারেশন (এনআরএফ)। গত বছর ব্যয়ের পরিমাণ ছিল রেকর্ড ১৩.১ বিলিয়ন ডলার। এনআরএফের জরিপ অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ৭৪ শতাংশ ভোক্তা এ বছর হ্যালোইন উদ্‌যাপনের পরিকল্পনা করছে।



৭৫ দেশের অভিবাসীদের ভিসা নিয়ে

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল পাবলিক রেডিওর (এনপিআর) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত জানুয়ারিতে ট্রাম্প প্রশাসন ৭৫টি দেশের নাগরিকদের অভিবাসী ভিসা প্রক্রিয়াকরণ স্থগিত করে। তখন অনেকের আবেদন প্রক্রিয়াধীন ছিল। এমনকি কারও কারও ভিসা অনুমোদিত হলেও পাসপোর্টে ভিসা সংযুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন তারা। গত আগস্টে এক ফেডারেল বিচারক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। তবে অভিবাসন আইনজীবীদের অভিযোগ, আদালতের নির্দেশের পরও ভিসা প্রক্রিয়াকরণে ধীরগতি বজায় রয়েছে। ফলে পরিবার পুনর্মিলনসহ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পরিকল্পনা অনিশ্চয়তায় পড়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর দূতাবাস ও কনসুলেটগুলোকে এমন অভিবাসীদের শনাক্ত করার বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হতে পারেন। এ কারণে আগে ভিসা অনুমোদন পাওয়া আবেদনকারীদেরও অতিরিক্ত যাচাইয়ের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। এই জটিলতায় পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন অনেক অভিবাসী। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেনাসদস্য ডাস্টিন হফম্যানের স্ত্রী ও সন্তানরাও ভিসার অপেক্ষায় আর্জেন্টিনায় আটকে রয়েছেন। প্রায় এক বছর ধরে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে নেওয়ার প্রক্রিয়া চললেও এখনো সমাধান মেলেনি।

এদিকে কলম্বিয়ার চিকিৎসা গবেষক ফের্নান্দো লিজকানো বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন অভিবাসীদের জন্য নির্ধারিত ইবি-১এ ভিসার আবেদন করেছিলেন। তার যোগ্যতা অনুমোদিত হলেও চূড়ান্ত ভিসার জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

ভিসা প্রক্রিয়ায় বিলম্বের কারণে অনেক পরিবার আর্থিক ও মানসিক চাপের মধ্যে রয়েছে। আদালতের নির্দেশের পরও পরিস্থিতির দৃশ্যমান পরিবর্তন না আসায় অভিবাসীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

ভিজিট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে কাজের বিধিনিষেধ জানাল দূতাবাস

ওয়াশিংটন ডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের আগে ভিসার নিয়মকানুন ভালোভাবে জেনে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে দেশটির দূতাবাস। বিশেষ করে বি১/বি২ ক্যাটাগরির ভিজিটর ভিসায় কোন ধরনের কার্যক্রমে অংশ নেওয়া যাবে এবং কোন কাজের জন্য আলাদা ভিসা প্রয়োজন, সে বিষয়ে সতর্ক করেছে দূতাবাস। বুধবার (২৮ অক্টোবর) যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের প্রকাশিত এক বার্তায় জানানো হয়েছে, বি১/বি২ ভিজিটর ভিসা ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়িক বৈঠকে অংশ নেওয়া এবং ব্যবসায়িক চুক্তি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। তবে দেশটিতে চাকরি বা অন্য কোনো ধরনের কাজ করতে হলে সংশ্লিষ্ট কাজের উপযোগী ভিন্ন ক্যাটাগরির ভিসা নিতে হবে।

DAS WINE & LIQUOR



UTTAM
347-885-2025



RATAN
646-361-5660



KRISHNA
646-363-3137



25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা

মামলার বাদী ওসমান চৌধুরী তাঁর আইনজীবী তামারা হ্যারিসের উদ্ধৃতি দিয়ে ২৭ অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জানান, আগামী ১৭ ডিসেম্বর উভয় পক্ষকে আদালতে নিজ নিজ বক্তব্য ও তথ্য-উপাত্ত দাখিল করতে বলা হয়েছে। দাখিল করা বক্তব্য ও নথির ভিত্তিতে আদালত সিদ্ধান্ত জানাবেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের বলেছেন, ৫ নভেম্বরের শুনানির জন্য তাঁদের সব প্রস্তুতি ছিল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, বাদীপক্ষের আইনজীবীর সময় চাওয়ার কারণে পরবর্তী তারিখ ১৭ ডিসেম্বর নির্ধারিত হয়েছে। তবে নতুন তারিখে মৌখিক শুনানি হবে, নাকি শুধু লিখিত বক্তব্য দাখিল করা হবে—সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে।

এর আগে ২৩ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় অবস্থিত কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্ট ২৫ অক্টোবরের নির্ধারিত নির্বাচন আয়োজনের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেন। ফলে পাঁচটি ভোটকেন্দ্র, ৩৫ হাজারের বেশি ভোটার এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের দীর্ঘ প্রচার-প্রচারণার পর ভোটগ্রহণের প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হলেও নির্বাচন বন্ধ হয়ে যায়।

সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান থেকে মামলামামলার বিবরণ অনুযায়ী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ওসমান এ চৌধুরী ২০২৬ সালের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আগ্রহী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সাধারণ সদস্যপদের আবেদন করেন। বাদীর দাবি, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় আবেদন ও ২০ ডলার ফি জমা দেওয়ার পরও গত ২৮ আগস্ট সোসাইটির কার্যনির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। আবেদন গ্রহণ ও অর্থ জমার প্রমাণ হিসেবে মামলায় ২৬১৬০৭ নম্বর রসিদের উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর পাঠানো প্রত্যাখ্যানপত্রে বাংলাদেশ সোসাইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চলমান মামলা এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্রের নবম অনুচ্ছেদের ৬ নম্বর ধারাকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয় বলে মামলার বিবরণে বলা হয়েছে।

ওসমান চৌধুরীর অভিযোগ, সংগঠনের বিভিন্ন নির্বাচনী ও সাংগঠনিক অনিয়মের বিরুদ্ধে আগে আদালতের আশ্রয় নেওয়ার কারণেই তাঁর সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাঁর দাবি, সিদ্ধান্তটি প্রতিশোধমূলক এবং এর মাধ্যমে তাঁকে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। বাদীপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী, প্রত্যাখ্যানপত্রে সিদ্ধান্তটি স্থায়ী নয় বলে উল্লেখ থাকলেও এর ফলে এবারের নির্বাচনে তাঁর অংশগ্রহণের সুযোগ নষ্ট হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি।

আদালতের সাময়িক আদেশে যা রয়েছে ২৩ অক্টোবরের তিন পৃষ্ঠার ‘অর্ডার টু শো কজ উইথ টেম্পোরারি রেস্ট্রাইনং অর্ডার’-এ জরুরি বিচারক হিসেবে স্বাক্ষর করেন বিচারক চেরি এ বাগস। মামলার নম্বর ৭৩২১৭৪/২০২৬।

মামলায় বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকরপোরেটেডসহ সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসেরকে বিবাদী করা হয়েছে।

আদালতের আদেশ অনুযায়ী, ২৫ অক্টোবরের নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্র খোলা, ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা কিংবা ফলাফল আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন বা ঘোষণা করা যাবে না। পাশাপাশি ওসমান চৌধুরীর সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানসংক্রান্ত ২৮ আগস্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা থেকেও সোসাইটিকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

মূল ভোটার নিবন্ধন নথি, সদস্যপদের আবেদনপত্র, চাঁদা পরিশোধের রেকর্ড, ভোটার তালিকা ও নির্বাচনী ব্যালট আদালতের পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছে। সোসাইটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচন কমিশনার, ট্রাস্টি, প্রতিনিধি এবং তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধিতভাবে কাজ করা ব্যক্তিদেরও আদেশের আওতায় আনা হয়েছে।

তবে এই সাময়িক আদেশে ওসমান চৌধুরীর সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে বাতিল করা হয়নি। তাঁকে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ কিংবা গঠনতন্ত্রের বিতর্কিত ধারাটি অবৈধ ঘোষণার সিদ্ধান্তও দেওয়া হয়নি।

গঠনতন্ত্রের ধারাও চ্যালেঞ্জমামলায় সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের পাশাপাশি সোসাইটির গঠনতন্ত্র ও উপবিধির নবম অনুচ্ছেদের ৬ নম্বর ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। বাদীপক্ষের যুক্তি, বিধানটি নিউইয়র্কের আইন ও জননীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং সদস্যদের আইনি প্রতিকার চাওয়ার অধিকার সীমিত করে।

নিউইয়র্কের সিভিল প্র্যাকটিস ল অ্যান্ড রুলসের আর্টিকেল ৭৮ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধানের অধীনে আদালতের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন বাদী। তিনি সদস্যপদ প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত বাতিল, বিতর্কিত বিধান অকার্যকর ঘোষণা, বৈধ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত বা পুনর্বহাল এবং সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্যতা স্বীকৃতির আবেদন জানিয়েছেন। পাশাপাশি মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত নির্বাচন বন্ধ রাখা, গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণ এবং মামলার খরচ ও আইনজীবীর ফি প্রদানের নির্দেশও চাওয়া হয়েছে।

মামলার আবেদনে অতীতের নির্বাচন ঘিরে উচ্চ মনোনয়ন ফি, যথাযথ আবেদনপত্র ছাড়া সদস্য অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যের সদস্যপদের চাঁদা পরিশোধের মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রভাবিত করার অভিযোগও তোলা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৮ সালের নির্বাচন ঘিরে এক রাতে প্রায় ২৭ হাজার কথিত ভুয়া সদস্য অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ বর্তমান সাময়িক আদেশে প্রমাণিত বলে গণ্য করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য ও বৈঠকআদালতের নিষেধাজ্ঞার পর ২৩ অক্টোবর শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যালয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন কমিশন। সেখানে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের আদালতের আদেশ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য দেন। সোসাইটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ নির্বাচন কমিশন, ট্রাস্টি বোর্ড এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।



জেএমসি'র ফান্ডরেইজিংয়ে প্রায় মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ

পরিচালিত শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। শুধু বাংলাদেশী মুসলিম নয়, অন্যান্য দেশের মুসলিম কমিউনিটির জন্য জেএমসি একটি আদর্শ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। দিনে দিনে মূলধারাতোও বাড়ছে জেএমসি'র গুরুত্ব। আর মুসল্লীদের স্বার্থেই পরিধি বাড়ছে জেএমসি ভবনের। এজন্যই জেএমসি'র তিনতলা ভবন চার তলায় পরিণত করা হচ্ছে। এজন্য চার মিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিশাল এই সম্প্রসারণ প্রকল্পের ৫০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বাকী কাজ এগিয়ে চলছে এবং এই প্রকল্প শেষ করতে আরো দুই মিলিয়ন ডলার অর্থের প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন মেটাতেই আয়োজন করা হয় বিশেষ ফান্ডরেইজিং ডিনারের। এতে নগদ, চেক ও প্রতিশ্রুতি মিলিয়ে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার সংগৃহীত হয়েছে। গত ২৪ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক লাগোডিয়া এয়ারপোর্ট ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ধর্মীয় ভাব-গম্ভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিশেষ ফান্ডরেইজিং ডিনার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন রাওদাহ ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শেখ ড. জাকির আহমেদ ও জেএমসি'র ডিরেক্টর ইমাম শামসী আলী এবং কীনোট স্পীকার ছিলেন ইন্টারফেইথ স্কলার, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের সানডিয়াগোর মসজিদ আল রিবাত-এর ইমাম শেখ ওসমান বিন ফারুক। অনুষ্ঠানে ফান্ডরেইজিং-এর মূল পর্ব পরিচালনা করেন জেএমসি'র প্রধান ইমাম ও খতিব মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। এসময় ট্রাস্টিবোর্ড ও ইসি কমিটির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কারী নূহ কাওকাব। এরপর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফান্ডরেইজিং কমিটির চেয়ারম্যান আফতাব মাল্লান ও জেএমসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন। পরবর্তীতে জেএমসি'র সম্প্রসারিত প্রকল্পের বিস্তারিত তুলে ধরেন জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. নাজমুল এইচ খান। এছাড়াও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র বোর্ড অব ট্রাস্টির ভাইস চেয়ারম্যান ও সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক। পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন জেএমসি'র সেক্রেটারী

মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির সর্ববৃহৎ এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটির ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানে ডা. নাজমুল এইচ খান বলেন, সবার সহযোগিতায় জেএমসি সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলছে। আসন্ন রমজান মাস সমানে রেখে পবিত্র এই মাসের আগেই প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, তখন জেএমসি দেখে সবার ভালো লাগবে এবং জেএমসিতে পাঁচ হাজারের বেশী মুসল্লী একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবেন। ফান্ডরেইজিং অনুষ্ঠানে উপস্থি হয়ে সহযোগিতার জন্য তিনি সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি জেএমসি'র প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৫০ হাজার ডলার দান করেন। এরমধ্যে কেউ কেউ তার পরিচয় গোপন রাখেন। এছাড়াও অনেকেই ৩০, ২৫, ২০, ১০ হাজার করে এমনকি দুই/এক হাজার ডলার দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ তাদের জমানো অর্থও দান করে। অনুষ্ঠানের মাঝে জেএমসি সম্প্রসারণ প্রকল্পের অগ্রগতি ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মুসলিম কমিউনিটির সদস্য, জেএমসি'র সাবেক ও বর্তমান নেতৃবৃন্দ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী ও শুভানুধ্যায়ীরা পরিবার-পরিজনসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জেএমসির কর্মকর্তারা জানান, ১৯৭৬ সালে পুরনো একটি বাড়ীর বেশমেন্টে জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের যাত্রা শুরু হয়। প্রথমদিকে সীমিত পরিসরে নামাজের ব্যবস্থা থাকলেও পরবর্তী সময়ে নিজস্ব সম্পত্তি ক্রয়, মসজিদ নির্মাণ ও শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির পরিধি বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে এটি নিউইয়র্কে বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৯৭ সালে জেএমসির নতুন মসজিদ ভবন চালু হয়। জেএমসি'র ভবন সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয় ২০২৫ সালের ২৭ এপ্রিল। বহুল প্রতীক্ষিত এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান দ্বিতল ভবনটি উন্নীত হবে চার তলায়। আনুমানিক ৪ মিলিয়ন ডলারের সম্প্রসারণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সম্পূর্ণভাবে অনুদানের অর্থে। এই প্রকল্প সম্পন্ন হলে নতুন প্রজন্মসহ সকল বয়সের মানুষের জন্য নতুন এক



বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের জরুরী সংবাদ

। সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা ওসমান চৌধুরীর সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ না দেওয়ার অভিযোগে তার (ওসমান চৌধুরী) দায়ের করা মামলায় কুইন্স কাউন্টি সুপ্রিম কোর্ট গত ২৩ অক্টোবর শুক্রবার সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ২৫ অক্টোবর রোববার এই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিলো। ভোটগ্রহণের মাত্র দুই দিন আগে আদালত এই সিদ্ধান্ত দিয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি প্রথমে ৫ নভেম্বর জানানো হলেও পরবর্তীতে শুনানীর তারিখ ধার্য করা হয়েছে ১৭ নভেম্বর। এর ফলে ৩৫ হাজার ২১৫ জন ভোটারের অংশগ্রহণে নির্ধারিত নির্বাচন

নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এদিকে আদালতের সিদ্ধান্তের পর নির্বাচন কমিশন শুক্রবার সন্ধ্যায় জরুরী সংবাদ সম্মেলনে উদ্ভূতপরিস্থিতিতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন ওসমান চৌধুরীর মামলার নিষ্পত্তির দ্রুত সম্ভব নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হবে। খবরইউএনএ'র।

আদালতের নথি অনুযায়ী, বিচারক চেরি এ বাগস ২৫ অক্টোবরের নির্ধারিত নির্বাচন আয়োজনের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দেন। একই সঙ্গে ওসমান চৌধুরীর সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান সংক্রান্ত ২৮ আগস্টের সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার এবং ভোটার তালিকা, সদস্যপদের আবেদনপত্র, চাঁদা পরিশোধের হিসাব ও নির্বাচনী ব্যালটসহ গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণের নির্দেশ দেন। আদেশ অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা কিংবা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা যাবে না। সটির এলমহাস্ট' বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে আদালতের আদেশ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি তুলে ধরেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের। এসময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য বদরুল এইচ. খান, মোহাম্মদ শামসুদ্দীন আজাদ, মোহাম্মদ রুহুল আমিন সরকার, আহবাব চৌধুরী, মিঠু হামিদ ও মোহাম্মদ দুলাল মিয়া এবং সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি সহ অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আব্দুর রহীম হাওলাদার, আজিমুর রহমান বুরহান, আতরাউল আলম, নাদিম টুটুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য মোহাম্মদ রুহুল আমিন সরকার। পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী ও কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া রুমি। সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবু নাসের বলেন, ২৫ অক্টোবরের নির্বাচনের জন্য আমাদের শতভাগ প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু আদালতের আদেশে নির্বাচন আপাতত: স্থগিত হওয়ায় হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আমরা দুঃখিত, ভারাক্রান্ত। মামলাটি মোকাবেলা করার জন্য বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কোর্টে ছিলাম। কিন্তু বৃহস্পতিবার কোন শুনানী না হওয়ায় আজ শুক্রবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবারও আমরা কোর্টে উপস্থিত ছিলাম। সাথে আমাদের এটর্নীও ছিলেন। আবু নাসের বলেন, এদিন সকাল ১০টার দিকে কোর্টে বাদী ওসমান চৌধুরীর সাথে মামলা নিয়ে কথা বসোসাইটির স্বার্থেও কথা বলি। ২০১৮ সাল থেকে এই মামলাটি চলছে। তিনি বলেন, আদালতে জজ না থাকায় জজ-এর সেক্রেটারী আমাদের উভয় পক্ষের এটর্নীর বক্তব্য শুনে এবং পরবর্তীতে বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে আদালতের সিদ্ধান্তের কথা জানান।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক
Dhaka University Alumni Association of USA Inc.

Alumni Dinner-2026

Venue & Date

GULSHAN TERRACE

59-15 37th Avenue, Woodside, NY 11377



Saturday, October 31st, 2026



Time : 6:00 PM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য স্বাগত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

Chief Guest:

Dr. Chowdhury Sarwarul Hasan
B. Pharm (Honors), M. Pharm,
M.D. (Doctor of Medicine)

চাঁদার হার

অনুষ্ঠান

৭০ ডলার

অনুর্ধ্ব ১০ বছর ফ্রি

বিশেষ আকর্ষণ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে

অগ্রহীনের আগামী ২৮শে অক্টোবর
এর মধ্যে নাম নিশিদ্ধ করার জন্য
অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

যোগাযোগ

সাইল আকতার লিপি (৩৪৭) ৭২৭-৬৪৪২, মোহাম্মদ হোসেন খান (৩১৬) ৩৪৩-১৪৫৬, বশির বড়ুয়া (৩৪৬) ৫০৮-৪৪০৬, মোস্তা মুন্সিরামান (৩১৭) ২৮৮-৬৪৫৮, মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান (৩১৭) ৫২৩-১৩৪৪, মোঃ আবদুল মতিন (৬৪৬) ৩৮৮-২২২৯, মোঃ হানিফ মজুমদার (৩১৭) ৬৮০-৫৫০৫, গাজী সামসুদ্দিন (৩৪৭) ৭৭৬-০৯১৭, শিহাবুজ্জামান (৩১৬) ৫৮৮-৩৯০৭, ইশতিয়াক মিল্লাহ (৬২৯) ৩০৩-০৩০৩

প্রচারে: প্রচার ও গবেষণা সম্পাদক, আলমগীর শরীফ (৩৪৭) ২৫১-১৭৩৫

For More Information Visit Our Website :

www.duaausa.com

সৌজন্যে: ইকবাল মোর্শেদ

সদস্য সচিব, ডিনার পার্টি উৎসাপন কমিটি ২০২৬,

ফোন: ৬৪৬-৭৩২-৩৪৯০

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



শতাব্দী পেরিয়েও প্রাসঙ্গিক ‘সুলতানার স্বপ্ন’: বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারে সৃজনশীল অনুভূতি প্রকাশ

নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত কালজয়ী ফ্যান্টাসি ‘সুলতানার স্বপ্ন’ প্রকাশের শতবর্ষ পেরিয়ে আজও সমসাময়িক সমাজে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা নিয়ে সৃজনশীল অনুভূতি প্রকাশ ও পাঠ প্রতিক্রিয়ার বই বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) বিকেলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগারের আয়োজনে সনাতন-দীনানাথ পাঠকক্ষে ‘সুলতানার স্বপ্ন : শতাব্দী পেরিয়ে আজকের পাঠ’ শীর্ষক এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্যদের সভাপতি রত্নদীপ দাস রাজু’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনতা ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (এজিএম) শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন- “১৯০৫ সালে রচিত ‘সুলতানার স্বপ্ন’ কেবল একটি গল্প নয়, বরং বিজ্ঞানমনস্কতা, পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়ন এবং জেতার সমতার এক দূরদর্শী রূপরেখা। শত বছর আগে বেগম রোকেয়া সৌরশক্তি ব্যবহার, আকাশযান এবং যুদ্ধের বিকল্প হিসেবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে ‘ল্যাডিল্যাব’ বা নারীস্থানের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, তা বর্তমান জলবায়ু সংকট ও যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।”

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে তরুণ পাঠক ও শিক্ষার্থীরা ‘সুলতানার স্বপ্ন পড়ো’ শিরোনামে তাদের নিজস্ব সৃজনশীল অনুভূতি প্রকাশ করেন। অংশগ্রহণকারী পাঠকেরা তাদের অনুভূতিতে উল্লেখ করেন, রোকেয়ার এই বইটি আজও আমাদের অবরুদ্ধতার শেকল ভাঙতে এবং একটি মানবিক ও সাম্যবাদী পৃথিবী গড়তে অনুপ্রাণিত করে।

সভাপতির বক্তব্যে রত্নদীপ দাস রাজু বলেন, “নতুন প্রজন্মের মাঝে এই দূরদর্শী সাহিত্যকর্মের বার্তা পৌঁছে দিতেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার যৌথভাবে এই পাঠচক্রের আয়োজন করেছে। বিজ্ঞান ও শিক্ষার আলোয় সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।”

উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- তরুণ সমাজকর্মী বিশ্বজিৎ দাশ নারায়ণ, গ্রন্থাগার পরিচালনা পর্যদের সদস্য জনি দাশ, পাঠক ফোরামের সহ-সভাপতি সজীব দাশ, সাংগঠনিক সম্পাদক তীর্থ দাশ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক স্বপন দাশ, দপ্তর সম্পাদক রুদ্র কিশোর দাশ প্রান্ত প্রমুখ।

এতে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, পাঠক এবং ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী তরুণ পাঠকদের মাঝে ‘সুলতানার স্বপ্ন’ বই বিতরণ করা হয়।

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা উপজেলা দিবস পালন

সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব চৌধুরী চান্দুর পরিচালনায় বাংলাদেশের গরিব শ্রমিক মেহনতী মানুষের জন্য সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেব উপজেলা পরিষদ গঠন করেছিলেন। আজ উপজেলা দিবসের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে আরোও বক্তব্য রাখেন জাপার উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা গিয়াস মজুমদার, সাবেক কমিশনার মোহাম্মদ আলী, জাপার উপদেষ্টা জসিম চৌধুরী, জাপার সিনিয়র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট হারিস উদ্দিন আহমেদ, সহ সভাপতি ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম, সহ সভাপতি শফিউল আলম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুল করিম, যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক মীর জাকির, মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকা জেসমিন আক্তার চৌধুরী, যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মোতালেব, যুগ্ম প্রচার সম্পাদক ওয়াহিদ ফেরদৌস, সদস্য মোঃ মুসলিম, সদস্য মহসিন আলী, মহিলা সভানেত্রী ডা. নারগিস আহমেদ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান, সভার শুরুতে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতে উপস্থিত সবাই দাড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং সকলে উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বক্তব্যে পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মানবতার কথা উল্লেখ করেন। পল্লীবন্ধু উপনিবেশ ও ব্যবস্থা ভেঙে সাধারণ মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন। উপজেলা পর্যায়ে ১৮টি দপ্তরে বিসিএস কর্মকর্তা নিয়োগ করে মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষা, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষের বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন করেছিলেন। শহরের সেবা গ্রামীণ মানুষের দুরায়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন পল্লীবন্ধু। উপজেলা পর্যায়ে বিভাগীয় পর্যায়ে হাইকোর্ট ত্রাণ স্থাপন করে আইনি সেবা মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করেছেন পল্লী বন্ধু এরশাদ। পল্লীবন্ধু এরশাদ উপজেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করে জনগণের কাছে জবাবদিহিতামূলক একটি শাসন সৃষ্টি করেছিলেন।

জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক সফল রাষ্ট্রপতি মরহুম পল্লীবন্ধু হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের অনন্য সৃষ্টি উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন। উপজেলা দিবস আজ বাংলার ১৮ কোটি মানুষের সেই স্বপ্নের উপজেলা। সেই দিনের উপজেলা অনেক স্মৃতি কারণ উপজেলা আদালত ছিল মানুষ ঘর থেকে ভাত খাইয়ে পায়ে হেঁটে উপজেলা আদালতে বিচার চাইতে যাইতেন। এখন শুধু উপজেলা একজন নির্বাহী অফিসার মাত্র দেখাশোনা করেন উপজেলা থেকে মানুষ কোন সুবিধা পাইতেছে না।

কেন উপজেলা ছিল ইতিহাস বদলে দেওয়া পদক্ষেপ? স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় বাংলাদেশ পরিচালিত হয়েছে “কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ” দিয়ে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত, ঢাকার বাজেট ঢাকার প্রভাব। কিন্তু এরশাদ প্রথম বুঝলেন-ঢাকা নয়, আসল বাংলাদেশ বাস করে গ্রামে।

বাংলাদেশিদের জোর করে যুদ্ধে

পরিষদের মানবাধিকার কমিটির কাছে এই প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়। খবর ওয়াশিংটন পোস্টের। তদন্ত প্রতিবেদন বলা হয়, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে প্রলোভন ও জোরপূর্বকভাবে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সি বিদেশি নাগরিকদের রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক ও কম শিক্ষাগত যোগ্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের এই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে সক্রিয় ট্রাডেল এজেন্সি ও স্থানীয় দালালদের মাধ্যমে চাকরির প্রলোভন দিয়ে ভুক্তভোগীদের রাশিয়ায় নেওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার পরই রুশ ভাষায় লেখা দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য করা হয় তাদের। এটি রুশ ভাষায় হওয়ায় তারা আসলে বুঝতেও পারেন না কিসে তারা সই করছেন। এভাবে নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তির যখন বুঝতে পারেন যে তাদের রুশ সামরিক বাহিনীর হয়ে সরাসরি ইউক্রেন যুদ্ধে অংশ নিতে হবে, তখন তারা হতভম্ব হয়ে যান এবং তাদের আসলে কিছু করার থাকে না।

জাতিসংঘের তদন্ত কমিশন বিশ্বের ৪৮টি দেশের নাগরিকদের ওপর তথ্য অনুসন্ধান চলিয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ২৯টি দেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতারতামূলক নিয়োগের প্রমাণ পেয়েছে কমিশন। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ওই ২৯টি দেশ হলো-বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, বেলারুশ, আজারবাইজান, বলিভিয়া, ব্রাজিল, বতসোয়ানা, ক্যামেরুন, কলম্বিয়া, ডোমিনিকান রিপাবলিক, এল

সালভাদর, ঘানা, হন্ডুরাস, জর্ডান, কেনিয়া, মরক্কো, নাইজেরিয়া, পেরু, ফিলিপাইনস, দক্ষিণ আফ্রিকা, সোমালিয়া, তাজিকিস্তান, তিউনিসিয়া, তুরস্ক, উগান্ডা, উজবেকিস্তান, ইয়েমেন ও জিম্বাবুয়ে।

এই প্রতিবেদনে ইউক্রেনে রাশিয়ার ধারাবাহিক হামলার মারাত্মক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়, তীব্র শীতের মধ্যে বিদ্যুৎসেবা বন্ধ করে লাখ লাখ বেসামরিক মানুষকে দুর্ভোগে ফেলার এই কাজ যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সাক্ষি।

এ বিষয়ে জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার মিশন জানিয়েছে, মস্কো এই কমিশনের প্রতিবেদনকে স্বীকার করে না। তাদের উত্থাপিত সব অভিযোগ ভিত্তিহীন ও ভুয়া তথ্যনির্ভর।

১৯৫০ থেকে ২০২৫, ওঁরা পরিবর্তন হয়নি?

ওই শিক্ষক তার বিধবা বোনের সাথে মূলদীতে (বরিশাল) বসবাস করতেন, তিনি তার পেশায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে, যাদের বেশিরভাগই মুসলমান ছিল, তারা তাদের পুরানো শিক্ষককে তুলে নিয়ে তাকে একটি বিশাল আঙনের মধ্যে রেখেছিল। যখন তাকে জীবন্ত পোড়া করা হচ্ছিল, তখন এই ছেলেরা আনন্দে আঙনের চারপাশে নাচ-ছিল। বোন কলকাতায় পালিয়ে যান এবং এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের গল্প শোনান। (এ.জে. কামরা, দীর্ঘায়িত পার্টিশন এবং এর পোগ্রোমস, ভয়েস পিএফ ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি, ২০২০, পৃষ্ঠা ৬৮/ কোয়েনরাদ এলস্ট দ্বারা ফরোয়ার্ড)।

পাকিস্তানের তৎকালীন আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মন্সল্লের ০৯ অক্টোবর ১৯৫০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে লেখা পদত্যাগপত্রে মূলদীতির উল্লেখ রয়েছে এবং এটি সহজেই ওয়েবে পাওয়া যায়। যোগেন্দ্রনাথ মন্সল্ল তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন: মূলদী নামে একটি জায়গা ভয়াবহ নরকের সাক্ষী ছিল। শুধুমাত্র মূলদী বন্দরে নিহত সংখ্যার সংখ্যা ৩০০ এরও বেশি হবে, যেমনটি কিছু অফিসার সহ স্থানীয় মুসলমানরা আমাকে

জানিয়েছেন। আমি মূলদী গ্রামেও গিয়েছিলাম, যেখানে আমি কিছু জায়গায় মৃতদেহের কঙ্কাল পেয়েছি। আমি নদীর তীরে কুকুর এবং শকুনদের মৃতদেহ খেতে দেখেছি। সেখানে আমি খবর পেয়েছি যে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে পুরোপুরি হত্যা করার পরে, সমস্ত যুবক মেয়েদের দুর্ভোগের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্য থেকে, হতাহতের রক্ষণশীল অনুমান কেবল বরিশাল জেলায় ২৫০০ জন নিহত হয়েছিল। ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গ দাঙ্গায় মোট হতাহতের সংখ্যা আশেপাশে ১০,০০০ জন নিহত বলে অনুমান করা হয়েছিল। (ঢাকা এখন ঢাকা)।

আসুন এখন বিন্দুগুলি সংযুক্ত করি এবং ১৮ই ডিসেম্বর ২০২৫-এ বাংলাদেশের ময়মনসিংহের ভালুক জঙ্গি ইসলামপন্থীদের হাতে দীপু চন্দ্র দাসের ঘৃণ্য মৃত্যুর দিকে মনোনিবেশ করি। হিন্দুদের প্রতি একই ঘৃণা কি এটি নয়, বা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে অমুসলিমদের প্রতি ৭৫বছর পরেও একই ঘৃণা বিরাজ করছে? হ্যাঁ, তাই। এটা ধর্মীয় বিদ্বেষ। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড, গণপিটুনি, রাসফেমির অভিযোগগুলি ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে উদ্ভূত। এই নৃশংসতা এবং ৯/১১ এবং হামাস ও আইএসআইএস, আল-কায়েদা, জোইশা মুহাম্মদ এবং আরও অনেক কিছুর মধ্যে সহজেই সংযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য এই সব খুনি গোষ্ঠী একক উদ্দেশ্য নিয়ে আলাদাভাবে কাজ করছে। তারা বিভিন্ন দেশে ভিন্নভাবে কাজ করে। বাংলাদেশে তাদের টার্গেট হিন্দু, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি, নাইজেরিয়ায় খৃষ্টান ইত্যাদি। ইসরাইল এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর অ্যান্টিবায়োটিক, এবং বিশ্বের এখন এই ভাইরাস নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসরায়েলের মতো আরও দেশ প্রয়োজন। করোনা ভাইরাস চলে গেছে, কিন্তু ইসলামিক ভাইরাস বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রূপে কাজ করছে, যার মধ্যে বাংলাদেশি জঙ্গি ইসলামপন্থীরা রয়েছে। (From Sitang-shu Guha’s book Bangladesh: Extinction of Hindus in global context). [শিতাংশু গুহাঃ লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট নিউইয়র্ক](#)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনে

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি পক্ষপাতদুষ্ট বয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবিনের মতে, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন মোড় নেয়। তাঁর নিবন্ধে তিনি দাবি করেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ভূমিকা মূল্যায়নে যথেষ্ট সতর্কতা দেখাবেন।

রবিনের নিবন্ধে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের আন্দোলনে নিহতের সংখ্যা নিয়ে জাতিসংঘের হিসাব এবং আওয়ামী লীগের উল্লেখ করা সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁর দাবি, জাতিসংঘ প্রায় ১,৪০০ জন নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করলেও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রায় ৮০০ জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে।

তিনি নিহত ব্যক্তিদের নাম, পরিচয় এবং মৃত্যুর পরিস্থিতি প্রকাশ করে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরির আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, এ ধরনের তালিকা প্রকাশ করা হলে নিহতের সংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট দাবিগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে।

রবিন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে ইরানের ১৯৭৯ সালের বিপ্লব এবং মিসরের ২০১৩ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করলে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক সহনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে দলটির রাজনৈতিক প্রভাব নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, আন্তর্জাতিক মহল শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলো মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাতের শিকার হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রবিন তাঁর নিবন্ধে ইউনুসের রাজনৈতিক অবস্থান এবং জাতিসংঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, জাতিসংঘের বক্তব্য ও নিহতের সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি আরও স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন।

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া

Residential, Commercial, Investment, Hud, Auction & Bank Owned

Property available in Queens, Bronx, Brooklyn & Long Island

আপনার বাড়ী বিক্রয় ও ভাড়ার জন্য আজই কল করুন

347-465-3220

SILVER CORP 22

First Real Estate Inc.

LICENSED REAL ESTATE BROKER

141-37 Grand Central Pky, Jamaica, NY 11435
Tel: 718 752-2100

kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kamruzbaccu@aol.com

পারসন্স হালাল মিট এন্ড গ্রোসারি

নতুন মালিকানায় পুরনো পরশা এখন

সব ধরনের ভাজা শাক সবজি, ফল, মাছ, হালাল মাংস ও গৃহ ব্যবহারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিশাল সমাহার

বিশেষ সেল চলছে !!!

ইবিটি, ফুডস্টাম্প সহ সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হয়।

কোরবানির জরুরি নেয়া হচ্ছে

PARSONS HALAL MEAT AND GROCERY
83-39, Parsons Blvd, NY 11432

ফ্রি পার্কিং সুবিধা

347-238-1333




অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



প্রোহেলথ হোমকেয়ার



মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম
অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন
হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Phone: 718-633-1112

Fax: 718-633-1117



New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP

Board Certified

(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)

with TJH Medical services PC

Affiliated with Jamaica Hospital



Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking \$4 fee for patient flat fee)

Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY

TAX SERVICES Tel: **347-536-5107**
INSURANCE Office: **917.396.4509**
TLC INSURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
Life Insurance
Auto • Home • Business
Medicare Health Insurance
Immigration Services
DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
Pay your Bill here

Jaydeb Gain

41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

Authorized e-file Provider

LOW COST

Notary Public

প্রতি রবিবার একঘণ্টার ফ্রি কর্মশালা (স্বাগতম)

NYC MASTER ELECTRICIAN
GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করে থাকি

Khagendra Gharti-Chetty, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York
Law School, NY, USA
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

এই প্রকল্পে যে কোন অস্ট্রি সহযোগিতা করা

এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাব্দিক বাংলাদেশীকে বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি

এখনো শতাব্দিক বাংলাদেশী ডিটেনশনের মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES
365 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079

Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার ডাঃ মিতা চৌধুরী

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বহুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রিনিং
সব ধরনের টিকা
চেহারা রক্ত, ইকোজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

আমরা প্রায় সকল ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199

চেহারা আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

TAX IMMIGRATION

IRS e-file PROVIDER

Tareq Hasan Khan

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ◆ ALL CHOICE ENERGY
- ◆ WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- ◆ BALAKA 3 STAR STAFFING
- ◆ MERCHANT SERVICES
- ◆ NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL: FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

For Online Advertisement:**Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,
E-mail: Jonmabhumi@gmail.com**

আমরা দিচ্ছি বিশ্বস্ত ও যত্নশীল সেবা



লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

NY HOME CARE SERVICE INC.

আমাদের সেবাসমূহ

PCA

OPWDD

HHA

যোগাযোগ করুন



718-874-0047

ই-মেইল: info@nyhcs.orgওয়েবসাইট: www.nyhcs.org

কর্মসংস্থানের সুযোগ

যোগ্য HHA ও PCA
সার্টিফিকেটধারীদের
নিয়োগ দেওয়া হয়আমরা HHA ও PCA
সার্টিফিকেটও প্রদান করছি

ফরাস আলজি

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এবং ওয়াশিংটন হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক.

এম. আলজি

প্রেসিডেন্ট
এবং ওয়াশিংটন হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক.
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ মোসাইক ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা

বিশ্বস্ত সহযোগী

মানসিক শান্তি



জাতিসংঘের তদন্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশিদের জোর করে যুদ্ধে পাঠিয়েছে রাশিয়া

নিউইয়র্ক : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন লঙ্ঘন করে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২৯টি দেশের নাগরিকদের প্রতারণার মাধ্যমে জোরপূর্বক রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করানোর প্রমাণ পেয়েছে জাতিসংঘ। ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ নিয়ে গঠিত জাতিসংঘের স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে। সোমবার জাতিসংঘের সাধারণ-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনে জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

শিবীর আহমেদ, নিউইয়র্ক - বাংলাদেশে ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তন, শেখ হাসিনা সরকারের পতন এবং জুলাই-আগস্টের সহিংসতায় নিহতের সংখ্যা নিয়ে জাতিসংঘের ভূমিকা ও অবস্থানের সমালোচনা করেছেন মার্কিন বিশ্লেষক মাইকেল রবিন। তাঁর অভিযোগ, পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই জাতিসংঘ নিহতের সংখ্যা নির্ধারণ করেছে এবং এর ফলে -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়



আদালতের নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশনের জরুরী সংবাদ সম্মেলন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আদালতের নির্দেশে সশস্ত্র হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম বহু সংগঠন বাংলাদেশ সোসাইটি ইনকের নির্বাচন-২০২৬-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণে
মানবাধিকারকে রাখতে
হবে: আইরিন খান

নিউইয়র্ক ঃ অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারণ ও বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আইরিন জুবাইদা খান। আজ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ‘দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব হিউম্যান রাইটস’ শীর্ষক উচ্চপর্যায়ের এক সংলাপে তিনি এ আহ্বান জানান -বাকী অংশ ২৬ পাতায়

নিউইয়র্কের বড়দিনের
গাছে আলো জ্বলবে ২
ডিসেম্বর

নিউইয়র্ক ঔয়ুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের
রকফেলার সেন্টারে ২০২৬ সালের বড়দিনের
জন্য বেছে নেওয়া -বাকী অংশ ২৬ পাতায়

সাপ্তাহিক
জিন্দা গান্ধী
প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

ট্রাম্পের ৫
পদক্ষেপে কঠিন
অভিবাসীদের পথ

গুয়াশাংটন ডেক্স : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন
নিয়ন্ত্রণে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন
সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, নির্বাসন বৃদ্ধি,
শরণার্থী গ্রহণ কমানো এবং ভিসা প্রক্রিয়ায়
কঠোরতা আরোপসহ-বাকী অংশ ১৯ পাতায়

জেএমসি'র
ফান্ডরেইজিংয়ে প্রায়
মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

বাংলাদেশীদের
ভোট চাইলেন
লোটিশিয়া জেমস

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আগামী ৩ নভেম্বর
মঙ্গলবার নিউইয়র্কসহবাকী অংশ ৩৩ পাতায়

জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রয়াত সভাপতি কাজী
আজিজুল হক খোকনের স্মরণে শোকসভা

হাকিকুল ইসলামা ষৌকাতঃ গত বৃহস্পতিবার,২২ অক্টোবর নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জাকসন হাইটসের নাবান্ন রেস্টুরেন্টে এর পাটি হলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় শ্রমিক লীগের প্রয়াত সভাপতি কাজী আজিজুল হক খোকনের স্মরণে এক সার্বজনীন শোক সভা ও বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মনজুর চৌধুরী এবং সম্বলনা করেন সাধারণ সম্পাদক জুয়েল আহমেদ।-বাণী অংশ ১৯ পাতায়

১৯৫০ থেকে
২০২৫, ওঁরা
পরিবর্তন হয়নি?

শতাংশ গুহ : ১৯৫০ সালে, পূর্ব পাকিস্তানের বরিশাল, একজন প্রবীণ হিন্দু শিক্ষককে তার নিজের মুসলিম ছাত্ররা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করে। অবিবাহিত-বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখা
উপজেলা দিবস পালন

নিউইয়র্ক : গত ২৪শে অক্টোবর শনিবার এ্যাস্টোরিয়া বৈশাখী রেস্টুরেন্টে মিলানায়তনে সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় জাতীয় পার্টি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আব্দুর রহমানের সভাপতিত্বে বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

আমরা কলকাতা থেকে আপনার বাড়ী তলা করতে সহায়তা করি



Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-373-0639
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
22-14 22 Ave, Astoria, NY 11106
Commercial and Residential Real Estate Firm



York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
 Over 20 Years Experience in Real Estate Business

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (We will pay course fees)
- Earn up to 300K Yearly

Zakir H. Chowdhury
 President

✉ zchowdhury646@gmail.com

718-255-1555, 917-400-3880

📍 70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 🌐 www.yorkholdingrealty.com





Mohammed Nasiruddin Khan
 MS in Acctg & Fin Mgmt Concentration
 Certified Public Accountant (CPA)
 MBA, MCOM, FCGA, LLB

Brilliant Accounting & Tax Services Inc.
Ph: (929) 287-7354, (929) 395-2322
 Email: bat.info20@gmail.com
 42 Ellsworth Drive, Cheektowaga, Buffalo, NY 14225

TAX & NOTARY



খলিনের
 খাবারে দিয়ে আপনার
 অনুষ্ঠান হয়ে উঠবে
জনজমাতি

আপনার বিশেষত্বের সাথে মিলে

2062 McGraw Ave.
 Bronx, NY 10462
 Phone: 347-421-2884
www.khuliskitchen.com

1457 Unionport Rd.
 Bronx, NY 10462
 Phone: 718-429-8840
www.khuliskitchen.com

বাপ্পি সুইটস্
85-07, Whitney Ave
Elmhurst, NY 11373
PHONE-718-458-0626

DHAKA DRIVING SCHOOL
37-18 -73rd Street .
jackson heights NY-11372

 **Tel: 718-507-0903**
cell :917-254 - 8955

যোগাযোগ করুন: **৯১৭-২৫৪-৮৯৫৫**



পূরোহিত টিটন আচার্য্য

সকলি তরকারি পুজা, শাকপাক, প্রাণিক ক্রিয়, অনুষ্ঠানগত
বিলাস, শাক্তি সন্তোষন, বহু পুজা, বহু পুজা, পুজা
প্রদেয় সহ প্রত্যেক বর্ষীয় অনুষ্ঠানগত ক্রিয়
অনুমোদিত। অতীত ১০০ বছর ধরে অসম্প্রদেয় ক্রিয়।

ফোন : ০৪৭-৩৬৬-২১৮৮

MERIT KABAB PALACE

**We specialized in Indoor
& Outdoor Catering**

Owner: Abdul Alim

37-67 74th St. Jackson Heights,
NY 11372

Tel: 718-396-5827





Ma Travel Agency

IATA And ARC Approved

Shahadat Hasan
Call: 917-593-9311
shahadat3@msn.com
 We do real estate, sell,
 buy, rent, tax file, notary.

**Ticket Sell NYC TO
 Dhaka-RT- 599**
**37-22 73rd Street, 2G
 Jackson Heights,
 NY-11372**
Above Noborno Restaurant

বাড়ী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠারযোগ্য রিয়েলটর




MURSHIDA ZAMAN
 Lic. Real Estate Sales Person

১৭১-১৭১ Jinnah Ave. Dhanmondi, Dhaka ১২০৬
 মোব: ১৭১ ১৭১

যোগাযোগ করুন
Cell: ১৭১ ৫০২ ৬৪৫